উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 18 November 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 179 JAL

নাইজিরিয়ায় সম্মানিত মোদি

সাতের পাতায়

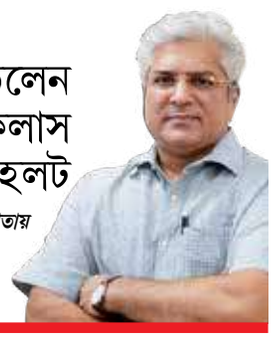

আপ ছাড়লেন মন্ত্রী কৈলাস গেহলট

সাতের পাতায়

দাড়িভেজার জমি এখন সোনা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পাঁচ বছরে প্রায় চারগুণ। রাস্তার পাশে আবাদি জমির দাম বিঘা প্রতি ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় কোটি টাকা ছুঁইছুঁই। ময়নাগুড়ি শহর অনেক আগে অনেকটাই বদলেছে। এবারে সেই শহর সংলগ্ন দাড়িভেজাও দ্রুত বদলে চলেছে।

ময়নাগুড়ি ডুয়ার্সের অন্যতম বাণিজ্যিক শহর। সময়ের ব্যবধানে এই শহরের গুরুত্ব বাড়তে শুরু করায় পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা বেড়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার সীমান্ত এলাকা দাড়িভেজাতেও আজকাল বেশ ভিড়। সকালে জমজমাট বাজার বসে। এখান থেকে লাটাগুড়িগামী রাস্তায় এখন প্রচুর দোকানপাট। সবকিছুই এখানে ক্রমশ দামি হয়ে চলার নেপথ্যে দালালদের দাপট। কম দামে জমি কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে তারা রীতিমতো মুখিয়ে আছে। আর তারা যে এ কাজে পা বাড়িয়েই আছে তা নিজেরা অস্বীকারও করেনি। তাদের হাত ধরে এভাবে এক এলাকার বদলে চলার বিষয়টি অবাক করার মতোই।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধূপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে লাটাগুড়ির দিকে চলে গিয়েছে। ময়নাগুড়ি শহরের মতো এই রাস্তাটিকে কেন্দ্র করে দাড়িভেজারও রমরমা। অসংখ্য দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, বহু ছোটখাটো কারখানা। উত্তর মৌয়ামারির বাসিন্দা নিতাই দাস বললেন, 'এখানে বিঘা প্রতি আবাদি জমির দাম বেড়ে প্রায় কোটি টাকা হয়েছে। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে।' পেশায় মাছ বিক্রেতা নিতাইয়ের সংযোজন, 'অবাক হওয়ার কিছুই নেই। দালাল দাপটে সবই সম্ভব। জমির খোঁজে ওরা নানা জায়গায় প্রতিনিয়ত হানাদারি চালায়।' সিঙ্গিমারির বাসিন্দা নারায়ণ রায়েরও একসুর, 'গত পাঁচ বছরে যেভাবে এখানকার জমির দাম অগ্নিমূল্য হয়েছে, তাতে এই জায়গাটির গুরুত্ব একদম বদলে গিয়েছে।' দীনেশ রায় নারকেল বিক্রি করে সংসার চালান। চার বছর আগে জমি কিনে এখানে বাড়ি করেছেন। সেই দীনেশ বললেন, 'তখন ১২ লক্ষ টাকায় দিয়ে চার ডেসিমাল জমি কিনি। এখন এই জায়গাটির দাম ৫০ লক্ষ টাকা হয়ে গিয়েছে। এখন যদি এই দামে জমি কিনতে হত তবে হয়তো আমার আর বাড়ি করাই হয়ে উঠত না।' পেশায় সবজি বিক্রেতা গোপালচন্দ্র বর্মনের বিশ্লেষণ, 'আসলে এই রাস্তাটির কারণেই এখানকার এতটা গুরুত্ব। দালালরা সবসময় নতুন জমি খুঁজে বেড়ায়। পাশাপাশি, বিক্রেতা ও ক্রেতার খোঁজ চলে।'

দাড়িভেজায় আজকাল সবই মেলে। সকাল-সন্ধ্যায় চায়ের দোকানগুলিতে বেশ আড্ডা জমে ওঠে। সেখানে গিয়েই একজনকে বলতে শোনা গেল, 'আমার বেশ কিছু জমি ছিল। কিছু বিক্রি করলেও রাস্তার পাশে কয়েকটি জমি এখনও বিক্রি করিনি। সেই জমি কবে বিক্রি করব বলে মাঝেমধ্যেই অনেকে এসে আমাকে প্রশ্ন করে। করব না শুনে বিক্রির জন্য রীতিমতো অনুনয়-বিনয় করতে থাকে।' ওই ব্যক্তির মতো আরও অনেকে দাড়িভেজায় তাঁদের পৈতৃক জমি বিক্রিতে রাজি নন। বাপঠাকুরদার জমি তাঁরা বিক্রি করবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন। তবে দালালদের দাপট যেভাবে বাড়ছে তাতে এই জমি তাঁরা কতদিন ধরে রাখতে পারবেন তা নিয়ে নিজেরাও ধন্দে রয়েছেন। আইএনটিটিইউসির ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি সুনীল রাউত বললেন, 'জমি কেনাবেচায় এক শ্রেণির দালালচক্রের প্রভাব আগেও ছিল। তবে এখন সেটা আরও বেড়েছে। ওদের দাপট যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আগামীতে এখানে জমির দাম আরও বাড়লে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।'

এলাকা জমজমাট হওয়ার পাশাপাশি কিছু অশনিসংকেতও দেখাচ্ছে। এলাকায় সন্ধ্যার পর নেশার আসর বসার অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্যা যাতে লাগামছাড়া না হয়ে উঠতে পারে সেজন্য এখন থেকেই শক্ত হাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

জমজমাট দাড়িভেজা মোড়। বসেছে প্রচুর দোকানপাট ও বাজার।

বাগানে ভারত-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিম

ডলোমাইটের প্রভাব জানতে সমীক্ষা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর : ভুটান থেকে নেমে আসা নদী নিয়ে ভারত-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের সমীক্ষা এবং আলোচনা শুরু হচ্ছে সোমবার থেকে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। চালসার একটি বেসরকারি রিসর্টে আলোচনার ফাঁকে ডলোমাইট প্রভাবিত ডুয়ার্সের চা বাগান পরিদর্শনেও যাবে যৌথ প্রতিনিধিদল। রাজ্য সেচ দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা জানান, জয়েন্ট টেকনিকাল টিমের আলোচনা এবং তাদের রিপোর্ট ভারত-ভুটান জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্ট কমিটিতে আলোচনা হবে।

সোমবার তাঁরা যাবেন তুলসীপাড়া চা বাগানে। পাশাপাশি সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, রিয়াবাড়ির মতো মারাত্মক ডলোমাইট প্রভাবিত চা বাগানগুলিও এই তালিকায় রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ডুয়ার্সের বহু চা বাগান ভুটান থেকে নেমে আসা নদীবাহিত ডলোমাইটের কারণে কার্যত অস্তিত্বের সংকটে। শুধু জয়েন্ট টেকনিকাল টিম বা জয়েন্ট গ্রুপ অফ এক্সপার্ট কমিটির মাধ্যমে বর্তমানে মারাত্মক আকার ধারণ করা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দ্রুত ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হোক।'

নদীভাঙন, ডলোমাইটের প্রভাব, বন্যা, বৃষ্টি সহ আরও কয়েকটি ইস্যুতে প্রত্যেকবছর ভারত-ভুটান জয়েন্ট টেকনিকাল টিম বৈঠক ডাকে। গতবছর সেই বৈঠক হয়েছিল ভুটানে। সেখানে প্রতিবেশী দেশের ভেতরে নদীগুলির পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। এবার হচ্ছে ভারতে। চা মহল জানাচ্ছে, ভুটান থেকে নেমে আসা নদীর ডলোমাইটে বর্তমানে ডুয়ার্সের এক ডজনেরও বেশি চা বাগানের অস্তিত্ব বিপন্ন। এই তালিকায় রয়েছে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স, রিয়াবাড়ি, তুলসীপাড়া, গ্যারগান্ডা, ধুমচিপাড়া, মাকড়াপাড়া, রামঝোরা, সিংহানিয়া ইত্যাদি। তুলসীপাড়া চা বাগানের কর্ণধার সুরজিৎ বক্সীর কথায়, 'আমাদের বহু চা গাছ ডলোমাইটের কারণে মরে যাচ্ছে। সোমবার জয়েন্ট টেকনিকাল টিম আসবে বলে জানতে পেরেছি। আমাদের সমস্যার কথা সবিস্তারে জানানো হবে।'

অন্যদিকে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানের মাথাব্যথার কারণ, দু'দিক দিয়ে বয়ে চলা পানা এবং বাসরা নদী। ফি বছর বর্ষায় ভয়ংকর হয়ে ওঠা ওই নদীর কারণে বহু চা আবাদি জমি সেখানে তলিয়ে যাচ্ছে। জল নেমে গেলে থিতিয়ে থাকা ডলোমাইটের কারণে যে চা গাছগুলি টিকে থাকছে সেগুলিও পরে শুকিয়ে যাচ্ছে। সেখানকার ম্যানেজার শান্তনু বসু বলেন, 'জয়েন্ট টেকনিকাল টিম আমাদের এখানেও আসতে পারে বলে খবর রয়েছে। ডলোমাইট এই বাগানকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে।'

বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগানের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া রেতি-সুকৃতি নদীবাহিত ভুটানের ডলোমাইট সেখানে ১৫০ হেক্টর চা আবাদি জমির উর্বরতা নষ্ট করে দিয়েছে বলে বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সেখানকার ম্যানেজার আনন্দ বসু বলেন, 'এককথায় পরিস্থিতি ভয়াবহ। চা চাষের জন্য যেখানে মাটির পিএইচ মাত্রা সর্বোচ্চ ৪.৫ প্রয়োজন, সেই জায়গায় আমাদের এখানে সেটা ৭.৫-এরও বেশি।' মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে নদী লাগোয়া গাছগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, বাঁধ ভেঙে ওই নদী দু'বার বাগানকে প্লাবিত করে। বর্তমানে নদীখাত এতটাই উঁচু যে বাগানের অবস্থান নীচু ঢালে হয়ে গিয়েছে। এই পরিদর্শনকে স্বাগত জানিয়েছেন, চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা। ডিবিআইটিএ'র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ও একই কথা বলেন।

ডলোমাইট প্রভাবিত সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান।

সন্তানের দেহ ছেড়ে বনে ফিরল হাতি-মা

শুভ দত্ত

বানারহাট, ১৭ নভেম্বর : অবশেষে সন্তানের দেহ ছেড়ে জঙ্গলে ফিরল মা। শনিবার বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগানের নর্দমায় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক হস্তীশাবকের। তারপর সারাদিন সন্তানের দেহ আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মা হাতি। শনিবার রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত মা হাতিটি মৃত সন্তানের দেহ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে ভোররাতে সে ফিরে গিয়েছে রেতির জঙ্গলে অপেক্ষারত দলের বাকি সদস্যদের কাছে, জানিয়েছেন বনকর্মীরা।

বিনাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ জানালেন, রবিবার বিকালে শাবকটির দেহ উদ্ধার করে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। হাতির দলের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখা হয়েছে।

শনিবার সেই মা হাতি তো বাগানে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিয়েছিল। সন্তান হারার শোকে সে দু'দফায় বন দপ্তরের গাড়ির ওপর হামলাও চালায়। ভিড়ের দিকেও কয়েকবার তেড়ে গিয়েছিল। এক জায়গায় মৃত সন্তানকে সমাধিস্থ করার চেষ্টা করে মা। সন্ধ্যার পর আবার দেহটি শুঁড়ে তুলে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে শাবকটি আয়তনে বড় হওয়ায় চা বাগানের রাস্তার উপর দেহ রেখে সেখানেই অপেক্ষা করে।

শনিবার শেষরাতে বন দপ্তরের কর্মীরা শাবকটিকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। তখন আবার মা হাতিটি তেড়ে আসে। শাবক ছেড়ে ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরে যান বনকর্মীরা। রবিবার ভোর হতেই মৃত শাবকটিকে দেখতে আবার ভিড় জমান স্থানীয়রা। ভিড় সামলাতে ঘটনাস্থলে বনকর্মীদের পাশাপাশি বানারহাট থানার পুলিশও আসে। সন্তানহারা মা হাতিটি দলে ফিরে যাওয়ার পরেও এলাকা থেকে আতঙ্ক কাটেনি। শাবকের দেহ নিয়ে গেলে যদি মা আবার ফিরে আসে, যদি আবার হামলা চালায় বা সন্তানের খোঁজে ঢুকে পড়ে চা বাগান লাগোয়া শ্রমিক মহল্লায়, এই আশঙ্কায় রবিবার সারাদিন চা বাগানেই ফেলে রাখা হয় মৃত শাবকটির দেহ। পাশাপাশি, হাতির দল ও মা হাতির গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিল বন দপ্তর। বিকাল ৪টা নাগাদ দলের সঙ্গে জঙ্গলের ভেতরে চলে যায় সন্তানহারা মা হাতি। তখন দেহটি উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।

এখনও অবশ্য ভয় কমছে না স্থানীয়দের। কারবালা চা বাগানের বাসিন্দা খাঁদু ওরাওঁ বলেন, 'সদ্য সন্তান হারিয়েছে মা। ওর তো দুঃখ, রাগ, কষ্ট সবই রয়েছে। ঘটনাস্থলের ঠিক পাশেই আমাদের বসতি। শাবক খুঁজতে রাতে গ্রামে যদি ঢুকে পড়ে, সেই আতঙ্কে রয়েছি।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শিবরাজ গোয়ালারও একই বক্তব্য।

বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'হাতির হানা রুখতে রাতে শ্রমিক মহল্লাজুড়ে পাহারা দেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সোজাসুজি

বুলডোজারের রাজনীতি থামবে কি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত কয়েক বছরে প্রায় সকলেই জেনে গিয়েছেন যে বুলডোজার বস্তুটি বিজেপি নেতাদের বিশেষ প্রিয় একটি রাজনৈতিক অস্ত্র। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় প্রথম এই বুলডোজার রাজনীতিটি আমদানি করেন। পরে বিজেপির পোস্টার বয় যোগী আদিত্যনাথ তাঁর রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এই অস্ত্রটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করেন। আদিত্যনাথে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজেপি শাসিত আরও কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বুলডোজারকে অস্ত্র করে তোলেন। পরপর কয়েকটি নির্বাচনে সাফল্যের মুখ না দেখলেও এই রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও মাঝেমধ্যেই বুলডোজার প্রয়োগের হুংকার দিয়ে বসেন। এই ক'দিন আগেও সুকান্ত বলেছেন, বিজেপি এই রাজ্যে একবার ক্ষমতায় আসতে পারলে তাঁরা বুলডোজার চালিয়ে ঠান্ডা করে দেবেন।

বিজেপির এই বুলডোজার রাজনীতিতে অবশ্য বাদ সেধেছে সুপ্রিম কোর্ট। সাম্প্রতিক একটি রায়ে বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বলেছে, 'প্রশাসন কখনোই বিচারকের আসনে বসতে পারে না। মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের রাতারাতি গৃহহীন করে বুলডোজার চালানো শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। এ এমন এক নৈরাজ্য যেখানে ক্ষমতাই শেষ কথা।' দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলেছে, কেউ অপরাধে অভিযুক্ত স্রেফ এই যুক্তিতে তার বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়াটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অবশ্য আর একটি কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, সরকারি জমি, সড়ক বা জলাশয় দখল করে যদি কোনও বেআইনি নির্মাণ হয় সেক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকর হবে না। তবে যে কোনও নির্মাণ ভেঙে ফেলার আগে কমপক্ষে পনেরোদিনের নোটিশ দিতে হবে।

মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের

এরপর দশের পাতায়

জ্বলছে মণিপুর, প্রচার থামিয়ে নয়াদিল্লিতে শা

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : বিজেপির নিজের ঘরেই এবার হিংসার আঁচ মণিপুরে। নিশানায় এবার মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে হামলা হয়েছে রবিবার। উত্তেজিত জনতা দরজা ভেঙে তাঁর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। এরপরই টনক নড়েছে দিল্লির। খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে মহারাষ্ট্রে নির্বাচনি প্রচার বন্ধ করে নয়াদিল্লি ফিরে আসতে হয়েছে।

তিনি নিরাপত্তাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করলেও মণিপুরের পরিস্থিতি রবিবার রাত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বরং বিক্ষোভকারীদের চাপের মুখে রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছে মণিপুর সরকার। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা ঠেকিয়েছে পুলিশ। কিন্তু জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। ২৩ জন হামলাকারী গ্রেপ্তার হয়েছে।

রাজ্যের জিরিবাম জেলায় নিহত ৬ মহিলা ও শিশুর খুনে অভিযুক্তদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবিতে একের পর এক বিজেপি মন্ত্রী ও বিধায়কদের বাড়িতে ওই হামলা শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। রবিবার জিরিবাম জেলার বরাক নদীতে ৮ মাসের একটি শিশুর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়েছে। এক বয়স্ক মহিলার দেহেরও খোঁজ মিলেছে। এরপর উত্তেজনা চরমে ওঠে।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার পর কার্যকর পদক্ষেপ করার জন্য রাজ্য সরকারকে সময় বেঁধে দিয়েছে মেইতেই সংগঠনগুলি। তাদের দাবি, মণিপুরের সব জেলা থেকে আফস্পা প্রত্যাহার। মেইতেই সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ কোকুমির মুখপাত্র খুরাইজাম আথোবা বলেন, 'মানুষের স্বার্থে সিদ্ধান্ত না নিলে ওদের (সরকারের) মানুষের অসন্তোষের খেসারত দিতে হবে। নিষ্পত্তিমূলক পদক্ষেপ এবং সমস্ত সশস্ত্র গোষ্ঠীর নির্মূলকরণে আমরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছি।'

আফস্পা বাতিলের দাবিও উঠেছে। ইম্ফল উপত্যকার ৬টি থানা এলাকাকে নতুন করে আফস্পার আওতায় আনার পর উত্তেজনা আরও বেড়েছে। নতুন করে মণিপুরে অশান্তির সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আছেন বিদেশ সফরে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে সরকারের সমালোচনা করে লিখেছেন, 'এক বছরের বেশি বিভাজন এবং দুর্ভোগের পর সব ভারতীয়ের আশা ছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার শান্তি ফেরানোর উদ্যোগ নেবে। আমি আবার প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুরে যাওয়ার এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

মণিপুরের পরিস্থিতি নতুন করে জটিল হলেও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক ডেপুটি সেক্রেটারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে লেখা চিঠিতে জানিয়েছেন, রাজ্য মন্ত্রীসভা আফস্পা প্রত্যাহারের পক্ষে। মেইতেই জনগোষ্ঠীর চাপে এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা, এই জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় বাহিনীর চেয়ে রাজ্য পুলিশের ওপর বেশি আস্থাশীল। তাদের যুক্তি, আফস্পা না থাকলে কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বেশি সক্রিয় হবে পুলিশ।

মণিপুরের পুলিশ ও প্রশাসনে মেইতেই জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং নিজেও এই জনগোষ্ঠীর। মেইতেই সমাজের সমর্থন ধরে রাখতে রাজ্যের বিজেপি সরকার আফস্পা প্রত্যাহারের দাবিতে সরব বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশৃঙ্খলা চরমে

- বরাক নদীতে আরেক শিশুর দেহ উদ্ধারে ক্ষোভ চরমে
- মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বাসভবনে হামলা
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার দাবি মেইতেইদের
- চাপের মুখে আফস্পা প্রত্যাহারে কেন্দ্রকে অনুরোধ রাজ্যের

ছোট্ট ঘরেই চলছে রেশমির রেওয়াজ, ভরসা খারাপ হারমোনিয়াম।

শত কষ্টের মধ্যে গানের রেওয়াজ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : রোজ সকালে রেশমির রেওয়াজের সুরে ঘুম ভাঙে আশপাশের মানুষের। ছোট্ট ঘরটা ভরে ওঠে ক্ল্যাসিকাল সহ আধুনিক গানের মিষ্টি সুরে। অথচ পরিবারের কেউ কোনওদিন সুর ভাঁজেনি, হারমোনিয়ামেও হাত দেয়নি। সুরসাধনায় পরিবারের জলপাইগুড়ি শহরে নবাববাড়ির রেশমি বেগমই প্রথম। শত কষ্টের মধ্যেও সে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লড়াইয়ে নেমেছে। এখন কোনওমতে পয়সা জোগাড় করে সংগীতচর্চা করলেও সুর-তাল কেটে যাওয়া হারমোনিয়ামটি সারাইয়ের টাকা নেই। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে কখনও রেওয়াজ চলছে খালিগলায়, কখনও আবার নষ্ট হারমোনিয়ামে।

জলপাইগুড়ি শহরে কামারপাড়ার নবাববাড়িতে ছোট্ট একটি ঘরে থাকে রেশমিরা। সেই ঘরেই গাদাগাদি করে চারজনের বাস। রান্নাবান্নাও চলে সেখানে। রেশমির বাবা দর্জির দোকানের কর্মী, মা রান্নার কাজ করেন। দাদা আর্থিক অনটনে পড়াশোনা ছেড়ে কাজের সন্ধানে নেমেছেন। রেশমি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ছোট থেকে গানের প্রতি ভালোবাসা। সবাই বলে, রেশমির গলায় স্বয়ং সরস্বতী বিরাজ করেন। কিন্তু সংসারে যে লক্ষ্মীর অভাব। রেশমির কথায়, 'খালিগলায় ছোট থেকে গুনগুন করে গান গাইতাম। চার-পাঁচ বছর আগের কথা। একদিন রিয়েলিটি শো দেখছিলাম পাশের বাড়িতে। হঠাৎ দাদা, বাবা বলে উঠল, 'তুই গান শেখ। কষ্ট হলেও শেখাব।' সেই থেকে গান শেখার শুরু।'

সেসময় হারমোনিয়াম ছিল না। গুরু অঙ্কন চক্রবর্তীর দেওয়া হারমোনিয়ামে সুর তুলছে রেশমি। এই হারমোনিয়াম তার কাছে আশীর্বাদের মতো। ভবিষ্যতে লক্ষ্য কী? উত্তর এল, 'ইচ্ছে আছে, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে সংগীত নিয়ে পড়াশোনা করার। একজন গায়িকা হয়ে মা-বাবার পাশে দাঁড়ানোই আমার লক্ষ্য।'

বাবা হামিদার রহমান ও মা টুম্পা বেগম মেয়ের এই গুণ দেখে খুশি। টুম্পা বললেন, 'আমাদের প্রচুর টিপ্পনী শুনতে হয় মেয়ের গান করা নিয়ে। এই বংশের কেউ কোনওদিন হারমোনিয়াম ছুঁয়েও দেখেনি। কিন্তু আমরা সেসব গায়ে মাখি না। মেয়ে গান নিয়ে এগিয়ে যাক, আল্লার কাছে এটাই দোয়া করি।'

ক্যাফে ও ফোটোকপির দোকান ব্যবহার করে সাইবার জালিয়াতি

যথেচ্ছ অ্যাকাউন্ট ভাড়ার খোঁজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ি এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দাদের নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানিয়ে চলছে বেআইনি কারবারের আর্থিক লেনদেন। এই কাজের জন্য কখনো-কখনো অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিচ্ছে কারবারিরা। অপরাধচক্রের সদস্যরা সাধারণ মানুষের নথিপত্র সংগ্রহ করছে মূলত মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি, ফোটোকপির দোকান এবং ইন্টারনেট ক্যাফেগুলো থেকে।

গেমিং অ্যাপ থেকে রোজগারের অজুহাত দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই টাকার উৎস খুঁজতে মরিয়া রাজ্য পুলিশ। কেন্দ্রীয় এজেন্সি অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ছাড়া জালিয়াতির শিকড়ে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলে মনে করছে প্রশাসনের একটি অংশ। এপ্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের উত্তরবঙ্গের এক কর্তার বক্তব্য, 'ট্যাব কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে এবং গরিব মানুষকে মোটা টাকার প্রলোভন দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে আর্থিক লেনদেনের হদিস মিলেছে। কীভাবে অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কয়েক মাস আগে ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাটে পুলিশ এক তরুণের মোবাইলের দোকানে হানা দিয়ে ব্যাংকের প্রচুর পাসবই, এটিএম কার্ড, মোবাইল সিম কার্ড সহ একাধিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছিল। পরবর্তীতে তার বাড়ি সহ অন্য ডেরায় তল্লাশি চালিয়ে আরও জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। মহম্মদ সইদুল নামে ওই তরুণ আবার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে সে গা-ঢাকা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওই চক্রের জাল উত্তরবঙ্গের অন্যত্র ছড়িয়ে রয়েছে বলে দাবি পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্রের।

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, সইদুল শুধু ফাঁসিদেওয়াতেই প্রায় দু'হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে কারবার চালাত। বিদেশ থেকেও টাকা এসেছে। দু'তিন মাস পরপর একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে নতুন খোলা হত।

একই কায়দায় শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি মালবাজার, ওদলাবাড়ি ও নাগরাকাটার মতো ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় গরিব মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, একাধিক মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি, ফোটোকপির দোকান এবং ইন্টারনেট ক্যাফেতে গিয়ে সাধারণ মানুষের নথি সংগ্রহ করছে চক্রটি।

সাধারণত আর্থিকভাবে অসচ্ছলরা মাইক্রোফিন্যান্সে নিজেদের সামান্য আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করেন। প্রয়োজনে সেই সংস্থাগুলো থেকে ঋণ নেন। উপভোক্তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের নথির ফোটোকপি নিজেদের কাছে রাখে সংস্থাগুলো। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কারবারিরা একাংশ মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির অফিস কিংবা তাদের এজেন্টদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে সেগুলো কিনে নেয়। ইন্টারনেট ক্যাফে ও ফোটোকপির দোকান থেকে একই কায়দায় জোগাড় করা হচ্ছে সবকিছু।

তারপর সেই নথি ব্যবহার করে খোলা হয় ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ফলে যে কোনও জায়গায় নিজের সমস্ত নথিপত্র বা সেগুলোর ফোটোকপি জমা দেওয়া অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করার পরামর্শ দিচ্ছেন গোয়েন্দারা। সূত্রটি জানাচ্ছে, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বেনিফিশিয়ারির নামে অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকা ঢোকানো হচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে রাজ্য ও কেন্দ্র যে আর্থিক সুবিধা দেয়, সেই সমস্ত প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করছে কারবারিরা। তবে বিদেশ থেকে কীভাবে এখানকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোটা টাকার লেনদেন হয়, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি পুরোপুরি।

কীভাবে কারবার

- প্রলোভন দেখিয়ে আর্থিকভাবে দুর্বলদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিচ্ছে কারবারিরা
- এছাড়া মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি, ফোটোকপির দোকান এবং ইন্টারনেট ক্যাফে থেকে করা হচ্ছে নথি সংগ্রহ
- নথিপত্রের ফোটোকপি ব্যবহার করে খোলা হয় অ্যাকাউন্ট
- যে কোনও জায়গায় নথিপত্র বা সেটার ফোটোকপি জমা দিলে বাড়তি সতর্কতার অবলম্বনের পরামর্শ গোয়েন্দাদের

সাঁতারে জোড়া ব্রোঞ্জ শুভমের

তুফানগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : একসঙ্গে জোড়া ব্রোঞ্জ জিতে অসাধ্যসাধন করল কোচবিহারের ছেলে। জাতীয় ফিন সুইমিং প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করল শুভম চক্রবর্তী। গত ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর দিল্লির ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুইমিং পুলে চতুর্থ জাতীয় ফিন সুইমিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এরাজ্য থেকে মোট ১১০ জন সাঁতারু সেখানে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে তিনজন কোচবিহারের। এদের প্রত্যেকেই তুফানগঞ্জ সুইমিং পুলের সাঁতারু। সিনিয়ার এ বিভাগে ৪০০ এবং ৮০০ মিটার ইভেন্টে অংশ নেয় শুভম এবং দুটোতেই ব্রোঞ্জ পদক জেতে। তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া জেলাজুড়ে। কোচবিহার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ কদমতলা এলাকার বাসিন্দা শুভম। বাবা সোমনাথ চক্রবর্তী পেশায় চাকরিজীবী এবং মা ফাল্গুনী চক্রবর্তী গৃহবধূ। বাবার কথায়, 'এর আগেও দু'বার সুযোগ পেয়েছিল ও। জাতীয় স্তরে ছেলের সাফল্যে আমি গর্বিত।'

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M-9647610774/ (C/113421)

●

শিলিগুড়িতে ন্যূনতম H.S. পাশ, স্মার্ট, মার্কেটিং স্টাফ চাই। বেতন - 10K+অন্যান্য। M-9126145259. (C/113419)

●

শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা অবধি) রান্নার কাজের জন্য মহিলা চাই। M : 87595-76807. (C/113410)

●

শিলিগুড়িতে থেকে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। বেতন : ১৩০০০ টাকা। (M)-9002590042. (C/113423)

●

কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- + (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, ছুটি আছে। সরাসরি জয়েন। M:-8653710700. (C/113423)

●

Mim. Qual. 10+2 & 2 years sales experience candidates required for Mahindra Showroom for Maynaguri, Falakata, Birpara, Hasimara. Location Residential Candidates who are interested can send their C.V. @anindamb8@gmail.com or W/P. 7076499986 / 7548957359, Best in Industry. Salary + TA+Incentive. (S/C)

JOB VACANCY

Phlebotomist for lab, Experience more than 1 year, Education qualification - graduate, MediXpert (Healthify Clinic, Deshbandhupara, Siliguri. 9851238826 / 9002192683. (C/113423)

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার বি জি রোড, ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫ ডেসিমেল জমি বিক্রি করা হবে। যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন তবে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন- 7478124119. (C/113393)

ডুকপা উৎসবে তিরন্দাজিতে বক্সার তরুণরা। রবিবার।

বোল্লাকে ভক্তের হিরের টিপ

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১৭ নভেম্বর : আর মাত্র ৫ দিন। তারপরই বোল্লার রক্ষা কালীপুজো। সেই উপলক্ষ্যে শুরু হবে চারদিনের বিরাট বোল্লামেলা। তবে এবারের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ এক ভক্তের দেওয়া সোনার উপর হিরে বসানো টিপ।

গত বছর সোনা ও রুপো মিলিয়ে রক্ষাকালীর শরীরে অলংকার ছিল প্রায় ২৩ কিলো। এবছর তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু অলংকার সংযোজন হয়েছে। সোনা, হিরে ও রুপো মিলিয়ে দেবীর মোট অলংকারের পরিমাণ হতে চলেছে প্রায় ৩০ কিলো। এত বিপুল পরিমাণ সোনা, হিরে ও রুপোর অলংকার এর আগে কোনও বছর দেখা যায়নি। ফলে এবছর সাড়ে সাত হাত উচ্চতার রক্ষাকালী দেবীর দর্শন পেতে বোল্লায় ভক্তদের ভিড় উপচে পড়বে বলে মনে করছে মেলা কমিটি।

দিন যত এগিয়ে আসছে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ বোল্লামেলার প্রস্তুতিও জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালীমন্দিরের বিরাট চূড়াকে প্লাস্টিকের ফুল ও রঙিন আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। মন্দিরের সামনে দর্শনার্থীদের ঢল সামলাতে ব্যারিকেড গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছে।

দর্শনার্থীদের ভিড় কীভাবে সামলানো যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে পুলিশ, প্রশাসন ও কমিটির কর্মকর্তারা।

আজ টিভিতে

সমরেশ মজুমদারের গল্প অবলম্বনে শুরু হচ্ছে চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা। সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭ আকাশ আটে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ আলো, বিকেল ৪.২০ স্বামীর ঘর, সন্ধ্যা ৭.৩৫ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.৩৫ হামি ২

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ চন্দ্রমল্লিকা, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধ্যা ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ বাদশা – দ্য কিং

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জবাব চাই

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট

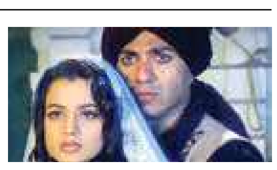

গদর–এক প্রেমকথা সন্ধ্যা ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলায়

হামি ২ রাত ১০.৩৫ জলসা মুভিজে

পাহাড়ের কোলে উৎসবে শামিল পর্যটকরাও

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ঐতিহ্যবাহী বক্সা ফোর্ট দেখতে পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে বক্সা পাহাড়ে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা প্রভাতনারায়ণ সিং। হঠাৎ ছুটি কাটাতে বক্সা ফোর্ট এসে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল দেখে তাঁরা রীতিমতো আপ্লুত। এটা বাড়তি পাওনা বলে জানালেন প্রভাত। কেননা এই রকম কোনও অনুষ্ঠান হবে সেটা তাঁদের জানাই ছিল না। প্রতাপের কথায়, 'আমার এক বন্ধু আগে এই জায়গা ঘুরে গিয়েছিল। ওর কথা শুনেই এখানে আসি। এসে তো বেশ ভালোই লাগছে। যেমন সুন্দর পরিবেশ আর তার উপর এই রকম অনুষ্ঠান।' ডুকপা জনজাতির নাচগানের অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ করলেন তাঁরা। আবার ফোর্টের পাশে তিরন্দাজি খেলার ওখানে গিয়ে তির হাতে ছবিও তুলে নিলেন। বক্সায় ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের শেষ দিনে এই রকমই কিছু ছবি ধরা পড়ল। অনুষ্ঠানের বিষয়ে জেনে অনেকে যেমন ঘুরতে এসেছিলেন তেমনই অনেকে আবার না জেনেই এই উৎসবে শামিল হন। দিল্লি থেকে আসা এক বেসরকারি সংস্থার কর্মী মধুর উপাধ্যায়ও সেই তালিকায় ছিলেন। উৎসব দেখে মধুরের বক্তব্য, 'ভুটানে আগেও ঘুরতে গিয়েছি। তবে আমাদের দেশেই যে ভুটানের বিভিন্ন সংস্কৃতি দেখা যেতে পারে সেটা জানা ছিল না। যে হোমস্টেতে আমার উঠেছি তাঁরাই এই উৎসবের কথা বললেন। আরও বেশি প্রচার হলে অনেক বেশি মানুষ এই উৎসব দেখতে আসবেন।' এদিন সকাল থেকে উৎসবে চলেছে তিরন্দাজি, খুরু (ডার্ট) প্রতিযোগিতা। এছাড়াও হয়েছে ডুকপা জনজাতির নাচগানের অনুষ্ঠান। বিকেলে আবার হয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। তিনদিন ধরে যে প্রতিযোগিতাগুলো চলেছে এদিন সেগুলোর পুরস্কার দেওয়া হয়। এরপরই বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে ফিরে যান সেখান থেকে আসা বাসিন্দারা। শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব রবিবার শেষ হল।

'মনের কথা' শুনতে ভিক্ষা

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : 'শুধু কথা বলা হল না বলে কত মানুষ আমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছে।' একটি বিখ্যাত বাংলা সিনেমার ডায়ালগ। রায়গঞ্জের স্বর্ণময়ী বর্মনের জীবনযুদ্ধও শুধু মনের মানুষটার সঙ্গে আরও দুটো কথা বলার জন্য। ৭১ বছরের স্বামী খগা বর্মনের সঙ্গে আরও কিছুদিন বাঁচতে চান তিনি। স্বামীর শোনার মেশিন সারাইয়ের টাকা জোগাড় করতে এখন শহরের পথে পথে ভিক্ষা করছেন স্বর্ণময়ী।

খগা বর্মন দৃষ্টি হারিয়েছেন বহুদিন আগে। ভিনরাজ্যের ডাক্তার দেখিয়েও ফেরেনি দেখার ক্ষমতা। আরও বিপদ বেড়েছে স্বামীর কানে শোনার যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়। তবে হাল ছাড়তে একেবারে নারাজ স্বর্ণময়ী। তাঁর আকুল ইচ্ছে, 'স্বামীর কানে শোনার যন্ত্র কিনে দিতে পারলে অন্তত বুড়ো মানুষটার সঙ্গে মন খুলে দুটো কথা বলতে পারব।'

রায়গঞ্জ শহর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বড়ুয়া পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরে বাড়ি খগা বর্মনের। এক ডাকে সবাই চেনে তাঁকে। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত বর্মন জানালেন, 'ওদের একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ফলে স্ত্রী ছাড়া খগার আর কেউ নেই।'

রায়গঞ্জের এক সমাজকর্মী সমীর সাহার বক্তব্য, 'আমরা ওদের পাশে আছি। যতটা পারছি, সহযোগিতা করছি। খগাবাবুর চিকিৎসার জন্য তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ী নাছোড়বান্দা। তাঁর কানের চিকিৎসার জন্য অর্থ জোগাড় করে চলেছেন।'

স্বামীকে সুস্থ করাই যেন ধ্যানজ্ঞান স্বর্ণময়ীর। তাঁর কথায়, 'গৌহাটি, নেপালে ওর চিকিৎসা করিয়েছি। তাঁরা আরও বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। রায়গঞ্জ শহর আর নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করি। প্রতিদিন গড়ে ১০০ টাকা হয়। খাওয়া খরচ বাদে বাকি টাকা জমাই। আমি আমার স্বামীকে সুস্থ করতে যেখানে যেতে হয়, যাব। ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে আমরা আবার আনন্দে দিন কাটাব।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান না স্বর্ণময়ী। তাঁর আক্ষেপ, 'স্বামী যে ভাতা পায়, তা দিয়েই সরকারি হাসপাতালে ওর চিকিৎসা করাই। ডাক্তারবাবু কানে শোনার যন্ত্র দিয়েছিলেন। স্নান করতে গিয়ে সেটাও নষ্ট করে ফেলেছে।' কথাগুলো বলতে বলতেই শহরের রাজপথে পা বাড়ালেন স্বর্ণময়ী। সঙ্গে খগা। তাঁর এক হাতে লাঠি, অন্য হাত স্ত্রীর কাঁধে। পিঠের বোঝায় গুচ্ছের কাগজ। দু'চোখে স্বপ্ন। হয়তো এখনই নতুন ভোর হবে। ঝলমলে আলোয় ধাঁধিয়ে যাবে জীবনসঙ্গীর চোখ।

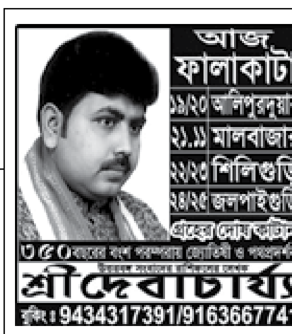

SPORTS AUTHORITY OF INDIA

Biswabangla Krirangan, Sports Complex, Jalpaiguri.

In order to develop Sports Talent with expert Coaching & scientific back up Sports Authority of India Training Centre Jalpaiguri is conducting selection trial for full filling the remaining seats for the year 2025 in the following sports discipline at Biswanbangla Krirangan, Sports Complex, Jalpaiguri from 19th to 21st Nov'24.

Venue of Selection trial	Discipline	Scheme	Age as on	Co-Ordinator	Date of selection trial
SAI Training Centre Biswabangla Krirangan, Sports Complex, Jalpaiguri.	Archery Boys & Girls	Residential Recurve & Compound	12-16 Yrs	Mr.Sarvjeet Asstt.Athletic Coach Mobile No. 9468099070	19th & 21st Nov'2024 Registration will start from 8.0 AM on 19.11.2024
	Athletics Boys & Girls	Residential	12-16 Yrs		
	Football Boys & Girls	Non-residential	12-14 Yrs		
	Gymnastics Boys & Girls	Residential	12-16 Yrs		
	Table Tennis Girls	Residential	12-16 Yrs		

Selection of talent shall be done on the basis of Sports performance and Potential base i.e through Battery Test as per their age and skill test including their aptitude and attitude towards the concern sports.

The Candidate are to appear in the selection trial at their own cost SAI will not provide accommodation, Food & TA/DA for appear in the trial. Candidates has to bring all original certificates with one set photocopy of all documents duly attested like original Birth Certificate (Registration within one year from the birth), proper playing kits, Medical Fitness certificate, Education, Residential, Aadhaar card, Sports Achievements during last two years and 03 Passport size photograph.

Centre In-charge

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের হস্তক্ষেপে ব্যবসায়িক ঝামেলা মিটবে। সংসারে দায়িত্ব বাড়বে। **বৃষ :** বিশ্বাস করে কাউকে ঘরের কথা বলতে যাবেন না। সজ্জন ব্যক্তির সান্নিধ্যে শান্তি। **মিথুন :** উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বাণিজ্যে জলপথ বাদ রাখাই ভালো হবে। **কর্কট :** বুদ্ধির ভুলে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। শত্রুর শক্তি নাশ হবে। **সিংহ :** বাইরের খাবার থেকে সাবধান। বৃহত্তর কোনও সংস্থায় চাকরির সম্ভাবনা। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় কোনও জটিল কাজের সমাধান। বিদ্যাক্ষেত্রে বাধা। **তুলা :** লটারি বা ফাটকায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। যেতে কাউকে পরামর্শ দেবেন না। **বৃশ্চিক :** হাঁপানি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে ভোগান্তি বাড়বে। অত্যধিক বিলাসিতায় অর্থব্যয়। **ধনু :** দক্ষ কোনও ব্যক্তির সহায়তায় কারখানায় শ্রমিক সমস্যা মিটবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আশাতীত লাভ। **মকর :** কোনও বন্ধুর সহায়তায় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। **কুম্ভ :** জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পারিবারিক অশান্তি বাড়বে। বিদ্যুৎ, আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মীন :** ছলচাতুরি করে কেউ আপনার কাছ থেকে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। বাতের ব্যথা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ২৭ কার্তিক, ১৮ নভেম্বর, ২ অঘোন, সংবৎ ৩ মার্গশীর্ষ বদি, ১৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৭, সূঃ অঃ ৪।৪৯। সোমবার, তৃতীয়া রাত্রি ১০।৪। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৭।২৮। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৯।৩৪। বণিজকরণ দিবা ১০।৪৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।৪ গতে ববকরণ। জন্মে – বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৫০ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাত্রি ৭।২৮ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে – দোষ নাই। যোগিনী – অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।৪ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৪০ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে। যাত্রা – শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৬।২৮ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ৭।২৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম – দিবা ১০।৪৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে নবদ্বীপে মহানির্বাণ মঠে মহামহোৎসব। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিপাকে বোয়ালমারির প্রায় ৪ হাজার বাসিন্দা

তিন পাড়ায় জল নেই

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : কল আছে, জল নেই। রাস্তার টাইমকল থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি দেওয়া সরকারি প্রকল্পের জলের সংযোগ, কোথাও একফোঁটা জল নেই। বাড়ির কুয়োর জল খাওয়ার অযোগ্য। দুই কিলোমিটার দূর থেকে এলাকার বাসিন্দাদের জল আনতে হয়। পানীয় জল নিয়ে চরম সমস্যায় বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি পাড়ার প্রায় ৪ হাজার বাসিন্দা।

অভিযোগ, ভোটের সময় জল নিয়ে নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর কেউ খোঁজ নিতে আসেননি। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সকলকে বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন। কেবল প্রতিশ্রুতি মিলেছে। সদর বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'এটা নিয়ে কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। তিস্তা নদীর বাঁধ ঘেঁষে তাঁতিপাড়া, বোদাপাড়া ও ঠকপাড়া রয়েছে। এলাকায় ঢুকতেই নজরে এল রাস্তার পাশে থাকা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের টাইমকলের জরাজীর্ণ অবস্থা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই তিনটি গ্রামের যত টাইমকল রয়েছে তার কোনওটিতে এখন আর জল আসে না। তাঁতিপাড়া প্রাথমিক স্কুলের মাঠের পাশে থাকা বিমলা সরকার বলেন, 'আগে এই টাইমকলে দুইবেলা জল আসত। তখন এলাকায় পানীয় জলের কোনও সমস্যা ছিল না। তিন বছর হল বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তারপর থেকে রাস্তার টাইমকলে জল নেই। প্রথম কয়েকদিন বাড়ির কলে জল এসেছিল। এখন রাস্তার কল এবং বাড়ির কল কোথাও একবিন্দু জল নেই।'

পানীয় জলের সমস্যা জানাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার।

সাইকেলে জলের পাত্র নিয়ে ননী সরকার দুই কিলোমিটার দূরে পাম্পহাউসে যাচ্ছিলেন। বিমলার কথার প্রসঙ্গ টেনে ননী বলেন, 'এলাকায় জল থাকলে কী এত কষ্ট করে মণ্ডলঘাট বাজারে যাই। সকলে প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু কাজ কেউ করেন না। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা নিয়ে থাকছি।' একই সমস্যায় ভুক্তভোগী এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্চিতা রায়। তাঁর বক্তব্য, 'আমার এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যার অভিযোগ যুক্তিসংগত। আমি নিজেও এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। বিষয়টি মৌখিকভাবে প্রধানকে জানিয়েছি।'

আরও ভয়ানক ছবি বোদাপাড়া গ্রামে। সেখানে টাইমকলের জল যেমন পৌঁছায় না, তেমনি এলাকার কুয়োর জল ব্যবহারের অযোগ্য। স্থানীয় বাসিন্দা মেনকা ঋষি তাঁর বাড়ির কুয়োর সামনে নিয়ে গিয়ে এক বালতি জল তুলে দেখালেন, অতিরিক্ত আয়রনে জল লালচে ও ঘোলা হয়ে গিয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- রাস্তার টাইমকল থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি দেওয়া সরকারি প্রকল্পের জলের সংযোগ, কোথাও জল নেই
- বাড়ির কুয়োর জল খাওয়ার অযোগ্য।
- দুই কিলোমিটার দূর থেকে এলাকার বাসিন্দাদের জল আনতে হয়।
- চরম সমস্যায় বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি পাড়ার প্রায় ৪ হাজার বাসিন্দা।

মেনকা বলেন, 'এই জলই খেতে হয়। জলের কারণে গ্রামের আট থেকে আশি সকলের কমবেশি পেটের রোগ রয়েছে। দুই কিলোমিটার দূর থেকে সবসময় জল নিয়ে আসা সম্ভব হয় না।'

বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুফল সরকারের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় পানীয় জলের একটা সমস্যা রয়েছে এটা ঠিক। এলাকার বাসিন্দারা মৌখিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছেন। আমি এর আগে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। আবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনব।'

ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতে শীঘ্রই টেন্ডার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ৫১টি কাজের অনুমোদন দিল রাজ্য সেচ দপ্তর। খরচ হবে কয়েক কোটি টাকা। শীঘ্রই টেন্ডার ডাকতে চলেছে সেচ দপ্তর। কাজগুলির মধ্যে তিস্তা নদীবক্ষে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ ছাড়াও স্পার ও বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় মেরামতি হবে। যার মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডলঘাটের বিবিগঞ্জ, বালাপাড়া ও নন্দনপুর বোয়ালমারি, রাজগঞ্জের নিমতলা, ক্রান্তির চ্যাংমারি প্রেমগঞ্জে, ময়নাগুড়ির বাসুসুবা, মেখলিগঞ্জের নিজতরফ, ভোটেরবাড়ি ও হেলাপাকড়ি, ময়নাগুড়ির ধর্মপুর, ক্রান্তির সিধাবাড়িতে তিস্তা নদীর বাঁধ, স্পার ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের কাজ হবে।

মেটেলি ব্লকের জুরন্তী নদী, মাল ব্লকের সাউগাঁওতে লিস নদী, নেওড়া, মানাবাড়ি ও তুরিবাড়ির নদীবাঁধ, নাগরাকাটার ধূমপাড়া বাঁধ, টন্ডু বাঁধ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর। জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকার রাজবাড়িপাড়া, রায়কতপাড়া ও শান্তিপাড়ার কাছে করলা নদীতেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে সেচ দপ্তর। এছাড়াও রানিনগর বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে পাঙ্গা নদীর ভূমিক্ষয় আটকানো, খড়িয়া পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়ুয়াপাড়ায় পাঙ্গা নদীর উপর এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের কাছে ধরধরা নদীতেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে। জলপাইগুড়ি শহরের পবিত্রপাড়া, শিরীষতলা ও মাষকালাইবাড়ি এলাকায় করলা নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ হবে।

এছাড়াও ময়নাগুড়ির বেতগাড়া ও চূড়াভাণ্ডার এলাকায় জলঢাকা নদীতে, ধূপগুড়ির ঝাড় আলতা গ্রামের বারোঘরিয়া ও পাটকিদহে জলঢাকা নদী ও উত্তর গোঁসাইহাটের গিলান্ডি নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হবে। বানারহাটের হাতিনালার ড্রেজিং করার মতো কাজগুলি রয়েছে। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ মহকুমায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অনুমোদন মিলেছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আলোছায়া।। উত্তরাখণ্ডে করবেট টাইগার রিজার্ভে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।

তৃণমূলের দখলে সমবায় সমিতি

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : নির্বাচনের ফল ঘোষণা পর্যন্ত ছিল বিড়াল। কিন্তু রাজগঞ্জের বিধায়ক আসতেই নাটকীয়ভাবে তা বদলে গেল রুমালে। নির্বাচনের ফল ত্রিশঙ্কু হলেও শেষ অবধি দলবদলের জেরে রাজগঞ্জের সারিয়াম কালীবাড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নিজেদের দখলে রাখল তৃণমূল। এখানে ন'টি আসনের মধ্যে তৃণমূল চারটি, বিজেপি তিনটি এবং সিপিএম-কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল দুটি আসনে জয়ী হয়। ফল ঘোষণার পর জয়ী দুই নির্দল প্রার্থী বিকাশ রায় ও পাশাং সরকার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে ছ'টি আসন অনুকূলে এনে ওই সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির দখল নেয় তৃণমূল।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় বহুদিন পর সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন হচ্ছে। তৃণমূল সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়ন চায়। সেই লক্ষ্যেই নির্দল দুই প্রার্থী দলে যোগ দিয়েছেন।' তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিকাশ রায় বলেন, 'নির্দল হয়ে থাকার চেয়ে তৃণমূলের মতো দলের সদস্য হয়ে কৃষকদের উন্নয়ন করা যাবে।'

রবিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় বেলাকোবার সারিয়াম কালীবাড়ি এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সহকারী রিটার্নিং

রাজগঞ্জ

অফিসার রিপন কবিরাজ জানান, মোট ৩২৪ জন ভোটারের মধ্যে ২৪০ জন ভোট দিয়েছেন। নয় আসনের মধ্যে মহিলাদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত ছিল। তৃণমূল ও বিজেপি ন'টি করে, সিপিএম পাঁচটি ও নির্দলরা সাত আসনে প্রার্থী দিয়েছিল।

কিছুদিন আগেই হলদিবাড়ি ও জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের তিনটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল ২৫টি এবং বামেরা দুটি আসন জিতেছে। বিজেপি খাতাই খুলতে পারেনি। কিন্তু সারিয়াম কালীবাড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে।

বেলাকোবার বিজেপির পূর্ব মণ্ডল সভাপতি হরিমোহন রায় বলেন, 'বহু বছর সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচন হয়নি। নীচুতলার নির্বাচনে কৃষি বলয়েও যে আমরা আছি এই সাফল্য সেকথাই বলে।'

তৃণমূলের বেলাকোবা অঞ্চল সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, 'বোর্ড আমাদেরই থাকবে। রাজ্য সরকার চায় সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাস রুটে কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করে কৃষিতে উন্নয়ন হোক। তাই তো আমরা বেশি আসনে জিতেছি।' সিপিএমের রাজগঞ্জ ব্লক এরিয়া সম্পাদক রতন রায় এই নির্বাচনকে 'প্রহসন' বলে মন্তব্য করেন। নির্দল প্রার্থী মধুসূদন রায় জানান, বহুদিন সমবায় সমিতির নির্বাচন না হওয়ায় কৃষকদের ঋণ পেতে সমস্যা হচ্ছিল।

স্পিডগান দিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ

ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শহরের রাস্তায় গাড়ি চালানোর গতিবেগ আগেই নির্ধারিত করেছে ট্রাফিক গার্ড ও সড়ক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তা মানছেন না অধিকাংশ গাড়ির চালক। যার জেরে শহরের রাস্তায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। কিন্তু গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার কার্যত কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ ছিল।

এছাড়াও আগে ধূপগুড়িতে বিভিন্ন জায়গায় স্পিডগান বসিয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা হলেও মাঝে হঠাৎ কোনও কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শহরের ওপর দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কে স্পিডগান বসিয়ে গাড়ির গতি মাপার দাবি ওঠে।

ইতিমধ্যে ট্রাফিক গার্ডও সেইরকম পরিকল্পনা নিয়েছে। ধূপগুড়িতে কলেজ মোড়, স্টেশন মোড়ের মতো জায়গায় স্পিডগান দিয়ে গতিবেগ মাপার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে নজরদারি বাড়ানো সহ কড়া পদক্ষেপের পক্ষেই সায় দিয়েছেন ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা।

দেখা গিয়েছে, ছোট গাড়ি তো বটেই, বাস ও পণ্যবাহী লরিও নির্ধারিত গতিতে চলে না। অনেকেরই দাবি, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণহীন না হওয়ায় গলির মোড় থেকে হেঁটে বা বাইকে বের হতে গেলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যায়। ধূপগুড়ির বাসিন্দা অভিজিৎ দাস বলেন, 'গাড়ির গতির কারণে অনেক সময় রাস্তা পারাপার করাও যথেষ্ট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে বাড়তি নজরদারি প্রয়োজন। অনেক জায়গাতেই স্পিডগান বসিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একই উপায়ে ধূপগুড়িতে গতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দুর্ঘটনাও কমবে।' এবিষয়ে জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'শহরের অলিগলির মোড় সহ দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে সবসময় নজর রয়েছে। একইসঙ্গে স্পিডগান দিয়েও চেকিং চালানো হয়। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে স্পিডগান দিয়ে চেকিং অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে।'

মাতালেন স্বাগত ও ঐতিহ্য

বেলাকোবা, ১৭ নভেম্বর : রবিবার ছিল 'বাংলা মোদের গর্ব' অনুষ্ঠানের শেষ দিন। এদিন অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল গত দুইদিনের তুলনায় বেশি। বিভিন্ন স্টলে ক্রেতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই। দর্শকদের মধ্যে দোলা দাস, প্রিয়াংকা রায়রা জানালেন, অনুষ্ঠানটি তাঁরা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠানের তালিকায় ছিল ধ্রুপদি নৃত্য এবং বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান। কলকাতার শিল্পী স্বাগত দে ও ঐতিহ্য রায়ের গান এবং পুরুলিয়ার ছৌ নাচ নিয়ে দর্শকদের ছিল বিশেষ আগ্রহ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বাবলি রায়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়।

জন্মদিনে নেমন্তন্ন না করায় শিশু খুন

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : চার বছরের এক বাচ্চাকে টোটো চাপা দিয়ে 'খুন'-এর অভিযোগ উঠল রাজগঞ্জ থানার সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকরমারি গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, জন্মদিনে নেমন্তন্ন না করায় প্রতিহিংসার জেরে ওই শিশুটিকে খুন করা হয়েছে। অভিযুক্তর নাম বিষ্ণুপদ সরকার। শিশুটির বাবা নিরঞ্জন মণ্ডলের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত বিষ্ণুপদ তাঁর কাছে বহুবার টাকা ধার চাইতে এসেছিল। কিন্তু তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এনিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তাঁর দাবি, 'আমার সন্তানের জন্মদিনে প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করা হলেও অভিযুক্তের পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেই প্রতিহিংসার জেরেই আমার চার বছরের সন্তানকে টোটো চাপা দিয়ে বিষ্ণু খুন করেছে।' এই ঘটনায় রাজগঞ্জ থানায় একটি শিশুহত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ ১৩ দিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ থানার আইসি অনুপম মজুমদার জানিয়েছেন, একটি লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। মোবাইল ফোনটি ট্রেস করে তাকে ধরার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন বিষ্ণু কাউকে কিছু না জানিয়ে এক প্রতিবেশীর টোটোয় তিনটি বাচ্চাকে বসিয়ে গ্রাম ঘোরানোর নাম করে বের হয়। কাকতালীয়ভাবে গ্রামের কাছে এক জায়গায় টোটোটি উলটে যায়। ওই তিনটি বাচ্চার মধ্যে একজন টোটোর নীচে চাপা পড়ে। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে টোটোর নীচ থেকে গুরুতর জখম বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই শিশুটির মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বিষ্ণুপদ সরকার গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে যায়। তার মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ থাকায় কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যায়নি। অভিযুক্তের পরিবার থেকেও এ ব্যাপারে মুখে কুলুপ আঁটা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চেকরমারি গ্রামে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সিপিএমের নাগরাকাটা এরিয়া কমিটির সম্মেলন। রবিবার।

নাগরাকাটা এরিয়া কমিটির নয়া সম্পাদক

নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর : সিপিএমের নাগরাকাটা এরিয়া কমিটির সম্পাদক বদল হল। রবিবার নাগরাকাটা অগ্রসেন ভবনে তৃতীয় এরিয়া সম্মেলনে মোট ১৯ জনের নয়া কমিটি গঠিত হল। এতে ১৫ জন নির্বাচিত হয়েছেন। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে মুচকু টোপ্পো ও বিষ্ণুলাল সুব্বাকে। বাকি দুই সদস্যকে পরে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। নতুন মুখ হিসাবে সম্পাদক হয়েছেন চা শ্রমিক নেতা শের বাহাদুর সুব্বা। কমিটিতে মহিলা সদস্য রয়েছেন তিনজন। এদিনের সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, ১০০ দিনের কাজ, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও তাঁদের বসবাসের জমিতে পাট্টা প্রদান, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য আদায়ে শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রামলাল মুর্মু বলেন, 'মানুষ তৃণমূল ও বিজেপির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। একমাত্র লালঝান্ডাই পারে রাজ্য ও দেশকে বিকল্প পথের সন্ধান দিতে।'

এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক সলিল আচার্য, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আশিস সরকার প্রমুখ। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। এর আগে দলের এরিয়া কমিটির আওতাভুক্ত ২০টি ব্রাঞ্চ কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সিপিএম নেতারা জানিয়েছেন, আগামী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে দলের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ডানকুনি থেকে শুরু হবে চারদিনের রাজ্য সম্মেলন। এরপর তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে হবে পার্টি কংগ্রেস।

চেন্নাই থেকে ধরে ভক্তিনগর থানায়

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : লোয়ার ভানুনগরে পুষ্পা ছেত্রী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। কিন্তু ওই ঘটনায় এখনও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। সেইসব অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে রবিবার ফের মৃত তরুণীর গ্রামে গেল তদন্তকারীদের একটি দল।

খুনের পর তরুণীর মোবাইল নিয়ে পালিয়েছিল দূরসম্পর্কের আত্মীয় অভিষেক দোরজি ও রুস্তম বিশ্বকর্মা। এমনকি খুনের অস্ত্র এখনও মেলেনি। ওই দুজনের বাইকটাই বা কোথায়, হদিস নেই। এই সমস্ত কিছুর সন্ধানে তদন্তকারী দল এদিন টটগাঁওয়ে যায়। অন্যদিকে, এদিন সকালে অভিষেককে চেন্নাই থেকে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। নিরাপত্তার পাশাপাশি ঘটনার গুরুত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে থানার পেছন দিক দিয়ে অভিষেককে নিয়ে থানায় ঢোকেন পুলিশকর্তারা। সোমবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। এদিকে, পুষ্পা খুনের সময় দুজনই ঘটনাস্থলে থাকলেও 'কুকরি' জাতীয় ধারালো অস্ত্রটি কে চালিয়েছিল, সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। এই পরিস্থিতিতে অভিষেক ও রুস্তমকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে সূত্র জানিয়েছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, গলায় বড় ধরনের ক্ষতের কারণেই পুষ্পার মৃত্যু হয়। কবে থেকে খুনের 'প্ল্যান' শুরু হয়েছিল? অভিষেক কবে চেন্নাই থেকে গ্রামে

শিলিগুড়ি

ফিরেছিল? এমন বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনও বাকি। এরই মধ্যে তদন্তকারীরা রুস্তমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন, সে মাঝেমধ্যে চেকপোস্ট সংলগ্ন শপিং মলের কাছে এক বন্ধুর বাড়িতে এসে থাকত। শুক্রবার গ্রেপ্তার হওয়ার দিনও সে থাকতে এসেছিল সেখানে। তবে পুলিশের অনুমান, তরুণীর মোবাইল উদ্ধার হলে অমীমাংসিত অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

সেরা দল পেল ১৫ হাজার

বেলাকোবা, ১৭ নভেম্বর : বেলাকোবার সোশ্যাল ইউনাইটেড ক্লাবের পরিচালনায় পণ্ডিতেরবাড়ির মাঠে রবিবার দিনরাতের পাখি খেলা অনুষ্ঠিত হল। রাজগঞ্জ ব্লকের ভোলাপাড়া চাউলহাটি, মুন্নাপাড়া সহ মোট আটটি দল অংশ নেয়। চাম্পিয়ান দল পেয়েছে ১৫ হাজার টাকা ও ট্রফি। রানার্স দলকে দেওয়া হয়েছে ১০ হাজার টাকা ও ট্রফি বলে কমিটির সম্পাদক দেলোয়ার মোহাম্মদ জানান।

বর্তমানে গ্রামীণ বাংলার এসব খেলা মোবাইল ফোনের দাপটে বিলুপ্তির পথে। এই অবস্থায় অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে তরুণসমাজকে আকৃষ্ট করতে এই কর্মসূচি পালিত হল। এবার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বর্ষ বলে জানান কমিটি সদস্য নুরুল হাসান, কমিটির অন্যতম তথা সংগঠনের ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সহ সভাপতি কামাল হোসেন প্রমুখ।

মৃত্যুতে রহস্য

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। মৃতের নাম রতিয়া মুন্ডা (৪১)। শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের পশ্চিম লাইনের বাসিন্দা। মৃতের শ্যালক অজয় ওরাওঁ বলেন, 'অনেকদিন ধরে অসুস্থ থাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের মনে হচ্ছে শনিবার গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আত্মহত্যা করেন। রবিবার সকালে আশপাশের মানুষ দেখে আমাদের জানান। এরপর কোতোয়ালি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

৩ লাখে বিহার থেকে শিশু

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর : অমানবিকতার পাশাপাশি মানবিকতারও সহাবস্থান।

তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিহার থেকে ১২ দিনের এক শিশুকে হাতবদল করে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে আন্তঃরাজ্য শিশুপাচার চক্রের একটি গ্যাং সক্রিয় বলে মনে করা হচ্ছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। এই এলাকাটি যৌনকর্মীদের এলাকা হিসেবে পরিচিত। শিশুটি বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে। সেখানে থাকা প্রসূতিরা তাকে নিজেদের বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আলিপুরদুয়ার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই শিশুর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সে সুস্থ হলেই এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে।'

অযত্ন ও অভুক্ত থাকায় ১২ দিনের শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এক দম্পতি শুক্রবার দুপুরে তাকে আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে এনে ভর্তি করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই দম্পতির কাছে শিশুর জন্মের টিকাকরণ ও প্রসবের কাগজপত্র দেখতে চাইলে তা পেশ করা হয়। তবে ওই নথিপত্রের সঙ্গে ওই শিশু ও দম্পতির তথ্য মিলছিল না। এতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়। এরপরই তারা ওই শিশুকে নিজেদের হেপাজতে নেয়। ওই দম্পতিকে জোরাজুরি করতেই গোটা ঘটনাটি পরিষ্কার হয়। তিন লক্ষ টাকা দিয়ে ১২ দিন আগে বিহার থেকে ওই শিশুকে তারা কিনে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসে বলে ওই দম্পতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানায়। এরপর ওই শিশুকে হাসপাতালেই রেখে দেওয়া হয়। বর্তমানে ওই শিশুটি হাসপাতালের এসএনসিইউতে কড়া পাহারায় চিকিৎসাধীন। তাকে কীভাবে রাখা হবে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ একটা সময় চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় হাসপাতালে ভর্তি প্রসূতিরা মুশকিল আসান হয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁরা শিশুটিকে বুকের দুধ খাইয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা এভাবে এগিয়ে আসায় অনেকেই বিষয়টির প্রশংসা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দ জয়সওয়াল বলেন, 'শনিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে ঘটনাটি জানায়। তাকে বিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছি। ওই দম্পতি যে তার আসল বাবা-মা নন সেটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার।' তাঁদের তরফেও গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে কাউন্সিলার জানিয়েছেন।

হাতির করিডরে রেললাইনে উদ্বেগ

জলঢাকার চরে পতিত জমিতে চাষ, খাবারের খোঁজে গ্রামে

শুভদীপ শর্মা

জলঢাকা নদীর চরে হাতির পাল।

ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : প্রায় প্রতি রাতেই সাত থেকে আট কিমি পথ পাড়ি। রেললাইন পেরিয়ে দল বেঁধে তারা লোকালয়ে আসছে। কখনও দিনভর জলঢাকার চরে আস্তানা গাড়ে তারা। আবার কখনও গ্রামে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায়। এতে একদিকে যেমন হাতি-মানুষ সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তেমনি বন দপ্তরের চিন্তা বাড়িয়েছে রেললাইন। শনিবারের ঘটনা। গরুমারা জঙ্গল থেকে ২০-২৫টি হাতি আলিপুরদুয়ার এনজেপিগামী স্টেশন পেরিয়ে এসে দিনভর জলঢাকার চরে আশ্রয় নেয়। এরপর সন্ধ্যায় রেললাইন পেরিয়ে তাদের জঙ্গলে ফেরাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় বনকর্মীদের। রাতবিরেতে এভাবে হাতিদের রেললাইন পেরোনোয় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জলঢাকার চরে অবৈধ চাষাবাদে বিপদ বাড়ছে বলে দাবি বনকর্মীদের। ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি, আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলঢাকা নদীর চরে বিস্তীর্ণ সরকারি পতিত জমিতে চাষাবাদ করছেন বাসিন্দারা। ফলে খাবারের খোঁজে হাতির দল গ্রামে প্রবেশ করলে তাদের ফেরত পাঠানো মুশকিল হয়ে উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে লাগাতার হাতির হানা রুখতে রবিবার গ্রামে কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয় বন দপ্তরের তরফে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে-র কথায়, 'মানুষ-হাতি সংঘাত তো রয়েইছে। তার ওপর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গল ও গ্রামের মাঝে থাকা রেলপথ। সমস্যা সমাধানে এলাকায় কুইক রেসপন্স টিমও গঠন করা হয়েছে। টিমের হাতে সার্চলাইট, পটকা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। গ্রামে কিংবা রেললাইনের পাশে হাতি দেখলে বন দপ্তরকে খবর দিতে বলা হয়েছে তাঁদের। তবে যতদিন না চরে চাষাবাদ কমবে সমস্যা মিটবে না।'

গরুমারা কিংবা নাথুয়ার জঙ্গল থেকে ৭ থেকে ৮ কিমি দূরত্ব ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের, বেতগাড়া ও নাটকানিবাড়ি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে জলঢাকা নদী। কৃষিপ্রধান ওই এলাকায় সারা বছর বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি ধান চাষ করা হয় প্রচুর পরিমাণে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা নিজের জমির পাশাপাশি জলঢাকার চরেও আবাদি শুরু করেছে। তাতেই সমস্যা বাড়ছে। হস্তীবিশারদ পদ্মশ্রী পার্বতী বড়ুয়ার কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে হাতিরা জঙ্গলের খাবার ছেড়ে লোকালয়ে সহজলভ্য ধান, আলু, বিভিন্ন সবজি খেতে বেশি পছন্দ করছে। আর জঙ্গল লাগোয়া নদীর চরে যাতে চাষাবাদ কম হয় সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত গ্রামবাসীদের। নাহলে হাতি-মানুষ সংঘাত চরমে উঠবে।'

নাথুয়া কিংবা গরুমারার জঙ্গল থেকে বছরের এই সময় হাতির পাল আলিপুরদুয়ার এনজেপিগামী রেলপথ অতিক্রম করে গ্রামে প্রবেশ করছে খাবারের খোঁজে। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বন দপ্তর গ্রামবাসীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে হাতির দল। সন্ধ্যা নামতেই প্রায় ৭-৮ কিমি পথ নিমেষে পাড়ি দিয়ে গ্রামের কাছে চলে আসছে হাতি। বিঘার পর বিঘা জমির ফসল সাবাড় করছে। স্থানীয় বাসিন্দা রমেন সরকার বলেন, 'বাপঠাকুরদার আমল থেকে গ্রামে চাষাবাদ করলেও কোনওদিন গ্রামে হাতি প্রবেশ করেছে বলে দেখতে পায়নি। তবে সমস্যা বেড়েছে গত দু'বছর ধরে।' রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার প্রিয়া তামাং বলেন, 'নদীর চরে সরকারি খাসজমি দখল করে চাষাবাদ বাড়ছে এলাকায়। আর তাতেই সমস্যা চরমে উঠেছে। আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দিলীপ রায় বলেন, 'গ্রামবাসী ও বন দপ্তরকে নিয়ে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

দুর্ঘটনার শঙ্কা

ওই এলাকায় সারাবছর বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি ধান চাষ করা হয় প্রচুর পরিমাণে

গ্রামবাসীরা নিজের জমির পাশাপাশি জলঢাকার চরেও আবাদি শুরু করেছেন

তাতেই সমস্যা বাড়ছে

খাবারের খোঁজে হাতির দল রেললাইন পেরিয়ে গ্রামে প্রবেশ করছে

জঙ্গলে ফেরাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয় বনকর্মীদের

বাগানে রেডস্পট চিহ্নিতকরণের ভাবনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর : বানারহাটের কারবালা চা বাগানে শুক্রবার গভীর রাতে এক হস্তীশাবক নালায় পড়ে মারা যায়। তারপর সেই সন্তানহারা মায়ের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা! হস্তীশাবকটির অকালমৃত্যু ফের বাগানগুলিতে থাকা বুনোদের করিডর নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল। বাগানের নিকাশিনালা মাঝেমধ্যেই বন্যপ্রাণীর যাতায়াতের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার সেই রেডস্পটগুলো চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবি উঠল পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলির তরফে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'হাতিদের করিডর হিসেবে চিহ্নিত বাগানগুলি দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান রয়েছে কি না সেটা চিহ্নিত করা খুবই প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কোনও নালার একাংশ রেডস্পট হিসেবে চিহ্নিত হলে শক্তিশালী কাঠামো দিয়ে ঢেকে দিলে সমস্যা কিছুটা হলেও দূর হতে পারে। এক্ষেত্রে বন দপ্তর এবং বাগান পরিচালকদের যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে।'

চা বাগানের জলনিকাশি নালায় পড়ে কখনও হস্তীশাবকের অকালমৃত্যু। আবার কখনও বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার। এমন ঘটনা এখন আকছার ঘটছে ডুয়ার্সে। নালায় পড়ে যাওয়া শাবককে হাতির দল নিজেরাই উদ্ধার করেছে, এমন উদাহরণও প্রচুর রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ঘটনাই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। কারবালা, ডায়না, দেবপাড়া, রেডব্যাংক, ধরণীপুর, মোগলকাটা, আমবাড়ির মতো চা বাগানগুলো বুনোদের করিডর হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, এই চা বাগানে নিকাশিনালা থাকবে। সেটা চা চাষের অপরিহার্য অঙ্গ। ওই নালার জল আবার চিতাবাঘ, খরগোশ, ময়ূরের মতো পশুপাখিদের পানীয়। চিতাবাঘের মতো বুনোরা শীতকালে সন্তান প্রসবের জন্য এই নালাকে নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নেয়। ফলে বাগানের নালার বহুমুখী উপকারিতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে হস্তীশাবকদের ক্ষেত্রে। আর সেকথা মানছেন বনকর্তারাও। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'বর্ষাকালে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা বেশি থাকে। সেসময় মাটি নরম থাকে। পালের অন্য হাতিগুলি চলে যাওয়ার পর শাবকের নরম মাটিতে চাপা পড়ার আশঙ্কা থেকে যায়। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ডুয়ার্স জাগরণের কর্ণধার ভিক্টর বসু বলেন, 'হাতির দলের এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে যেতে ওই বাগানের রুটই ভরসা। মাঝেমধ্যেই হস্তীশাবক নালায় পড়ে যাচ্ছে। শীতের গোড়া থেকে হস্তীযূথের চলাচলের ওপর নজরদারি চললে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমতে পারে। হাতি রাতে কম দেখতে পায়।'

টুকরো খবর

ডাম্পারে গাছ

মানিকগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : চলন্ত ডাম্পারের উপর ভেঙে পড়ল বট গাছের ডাল। অল্পের জন্য বাঁচলেন চালক। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়কামাত শিব মন্দির এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন হলদিবাড়ি শহরের দিকে আসার সময় রাস্তার ওপর হেলে থাকা বট গাছের ডালের সঙ্গে ডাম্পারটির আঘাত লাগে। ডালটি ভেঙে চলন্ত ডাম্পারে আটকে যায়। চালকের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। এরপর ডালটি কেটে ডাম্পারটি উদ্ধার করা হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

রাজগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : রবিবার আমবাড়ির মুনলাইট ক্লাবে বিনামূল্যে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। সেখানে ১৫৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা হয়। সংগঠকদের কথায়, যাঁদের ছানি ধরা পড়েছে তার মধ্যে পাঁচজনকে এদিন অপারেশনের জন্য লায়ন্স নেত্রালয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের আগামী সপ্তাহের মধ্যে পাঠানো হবে। এদিন অর্থোপেডিক ও জেনারেল সার্জনের কাছেও ২০০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়।

অনুষ্ঠান

মেটেলি, ১৭ নভেম্বর : বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জল জঙ্গল জমিন আদিবাসী যুব সংঘের উদ্যোগে শনিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ইনডং মোড়ের বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে আদিবাসী নৃত্য পরিবেশিত হয়। শেষে ছিল আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান। চা বাগান সহ মেটেলি বাজার এলাকার মানুষ ছিলেন।

কাজের মান নিয়ে আপত্তি

অভিযোগ তুলে রাস্তা নির্মাণ আটকে দিলেন গ্রামবাসীরা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা খরচে ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চানন মোড় থেকে বালাকুড়া মোড় অবধি মোট দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজের অভিযোগ তুলে রবিবার সেই কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা।

পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এসে কাজ বুঝিয়ে দিলে তাঁরা ফের কাজ শুরু করতে দেবেন বলে জানান। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদ থেকে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা শুকনো কথায় চিঁড়ে ভিজতে দিতে রাজি নন। তাঁদের স্পষ্ট দাবি, এমন নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা চলবে না।

সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের আওতায় ধূপগুড়ি ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-২ গ্রাম

সাঁকোয়াঝোরার এই রাস্তা নিয়ে বিতর্ক।

পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ওই কাজে চূড়ান্ত অনিয়ম করা হচ্ছে। ঠিকাদার সংস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করছে। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁরা একজোট হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন।

এলাকার বাসিন্দা সুজিত পালের অভিযোগ, 'নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে। এসব সামগ্রী দিয়ে কাজ হলে অল্পদিনেই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রাস্তার পাশের গার্ডওয়াল ভাঙতে শুরু করেছে, এমনকি, বহু জায়গায় পিচের আস্তরণ উঠে যাচ্ছে।' একই সুর শোনা গেল আরেক বাসিন্দা গণেশ রায়ের গলাতেও। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় সহ ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। ঠিকাদারি সংস্থা দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।' নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি হচ্ছে দেখে গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দীনেশ মজুমদারের কথায়, 'অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারদের জানানো হয়েছে। দ্রুত গোটা কাজ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কাজের ফাঁকে খাওয়া। রবিবার পানঝোরা বস্তিতে শুভদীপ শর্মার তোলা ছবি।

প্রাক্তন সেনাকর্মীদের বিশেষ সমাবেশ

বিন্নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনিতে রবিবার প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিশক্তি কোরের উদ্যোগ ও বিন্নাগুড়ির ২০ মাউন্টেনিং ডিভিশনের ব্যবস্থাপনায় এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলা সহ উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ১২০০ জন প্রাক্তন সৈনিক, বীর নারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। এই সমাবেশের মূল লক্ষ্য ছিল প্রাক্তন সৈনিকদের বিভিন্ন প্রকার পেনশন প্রকল্প, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সহায়তা প্রদান। জেলা সৈনিক বোর্ড, রেকর্ড অফিস, পেনশন বিতরণ ব্যাংক সহ রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সমাবেশে ব্যাংকিং, বিমা, স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, পুনর্নিয়োগ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজনও করা হয়েছিল।

সন্ধ্যা হতেই নেশার আসর

থানায় স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : মাষকালাইবাড়ি ব্রিজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত টিবি হাসপাতালপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের তরফে রবিবার সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানায় একটি স্মারকলিপি দেওয়া হল। তাঁদের অভিযোগ, প্রতিদিন সন্ধে নামতেই সেখানে বসছে নেশার আসর। সেখানে মদ থেকে শুরু করে ব্রাউন সুগার সবেরই নেশা করছে বাইরে থাকা আসা কিছু ছেলেমেয়ে।

প্রতিবাদ করলে উলটে তারা এলাকাবাসীর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ।

এছাড়াও মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা সহ একাধিক অসামাজিক কাজ হয় ওই এলাকায়। এসবের বিরুদ্ধে এদিন এলাকার মানুষ গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি স্মারকলিপি দেন। এলাকাবাসী জয়ন্ত রায় বলেন, 'জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পাশে থাকা সত্ত্বেও ওই এলাকায় প্রতিদিন বসছে নেশার আসর। মহিলাদের অসম্মান করা হচ্ছে।

এর আগে পুলিশের অভিযানে এই উপদ্রব কিছুটা কমলেও, এখন আবার বেড়েছে নেশা।'

তাঁদের আশা এদিনের স্মারকলিপি দেওয়ার পরে পুলিশ এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। পুলিশ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

আলো নেই, নিরাপত্তায় প্রশ্ন

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৭ নভেম্বর : দিনকয়েক আগে রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ির পাশে নিউ ক্রান্তি নেতাজি বয়েজ ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছিলেন সৌম্যশ্রী ঘোষ, শাহনওয়াজ রব্বানি, অপু সাহা, নিতেন সেন, গৌতম বণিক সহ আরও অনেকে। আচমকাই বিদ্যুৎগতিতে আসা একটি বাইক সেখানে তাঁদের বেশ কয়েকজনকে ধাক্কা মেরে উলটে পড়ে যায়।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও এখনও আতঙ্ক কাটেনি তাঁদের। এদিকে ওই বাইক আরোহীর দাবি, রাস্তা ঘুটঘুটে অন্ধকারে থাকায় কিছুই চোখে পড়েনি তার। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে কিছুটা সুস্থ তিনি। বাইকের ধাক্কায় আহত সৌম্যশ্রীর পায়ে চিড় ধরেছে।

তাঁর কথায়, 'ওপরওয়ালার অশেষ কৃপায় বেঁচে ফিরেছি আমরা।

অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে। রাস্তায় আলোর জন্য বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার

সত্ত্বেও কোনও লাভ হচ্ছে না।' স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পরে প্রশাসনের কাছে বারবার রাস্তায় আলোর দাবি জানালেও কোনও কাজ না হওয়ায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ আরও বেড়েছে। যদিও ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডুর আশ্বাস, 'খুব দ্রুতই পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে।'

বছর দুয়েক ধরে নিউ ক্রান্তি এলাকার পথবাতিগুলি বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ফলে সন্ধ্যা হলেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে গোটা এলাকা।

রাস্তায় আলো না থাকায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়েও চিন্তিত স্থানীয়রা। নিউ ক্রান্তির বহু পড়ুয়া মালবাজার, জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির কলেজগুলিতে পড়তে যায়।

এছাড়াও অনেক স্কুল পড়ুয়ার টিউশন শেষে বাড়ি ফিরতে রাত হয়। শীতের সময় দিনের আলো দ্রুত কমে আসে। রাস্তায় আলো না থাকায় চিন্তামুক্ত থাকতে পারছেন না অভিভাবকরা।

প্রশাসনের কাছে একাধিকবার দরবার করেও এই সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তরুণ দেবজিৎ ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'সবাই নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে সবার বাড়ির লাইটের খুঁটির সামনে একটা ১৫-২০ ওয়াটের এলইডি লাইট লাগান। পরের বার পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ানো প্রার্থী ভোট চাইতে এলে তার কাছ থেকে লাইটের দাম ও বিদ্যুৎ খরচ নিয়ে নেওয়া হবে।'

শিক্ষাকর্মী আদিত্য সরকার এবং ওষুধ ব্যবসায়ী শাহনওয়াজ রব্বানিও ক্ষোভ জানিয়েছেন। দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন দেবীনগর

ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল দেবীনগরপাড়া। রবিবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে সুভাষনগরপাড়াকে হারিয়েছে। দেবীনগর বেসিক স্কুল মাঠে প্রথমে সুভাষনগর ৪৪ রানে অল আউট হয়। শিবাই ১১ রান করে। ফাইনালের সেরা ঋক ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে দেবীনগর ১ উইকেটে ৪৫ রান তুলে নেয়। অজয় বাগচী ২৬ রানে অপরাজিত থাকে। প্রতিযোগিতার সেরা ব্যাটার দেবীনগরের অজয় বাগচী। সেরা বোলার একই দলের নিতাই গোপ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : ফেসবুকে আলাপ। তারপর প্রেম। প্রেমিক বিএসএফ জওয়ান। তবে সেটা আগে জানা ছিল না। প্রেমিকের টানে সুদূর আমেরিকা থেকে মাটিগাড়ায় চলে আসেন এক তরুণী। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই তাল কাটে। প্রেমিক বিবাহিত, এটা জানার পরেই থানায় গিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। শেষমেশ ওই বিএসএফ জওয়ানকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রাকেশ প্রধান। তাকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

লুকসানের রাস্তা সংস্কার শুরু হয়নি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ নভেম্বর : এখনও শুরু হয়নি লুকসানের বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ। ফলে বর্ষায় জলকাদায় মাখামাখি হওয়ার পর শীত পড়তেই ধুলোবালিতে জেরবার হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এলাকার লাইফলাইন হিসেবে পরিচিত ওই রাস্তা নিয়ে ক্ষোভের পারদও। যদিও নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের দাবি, 'স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি রাস্তার কাজটি করবে। যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে।' অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ও লুকসানেরই বাসিন্দা প্রেম ছেত্রীর অভিযোগ, 'এর আগে ওই রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় জিও ট্যাগ করা ছিল। সেই বাবদ কেন্দ্র থেকে কোনও টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় কাজটি হচ্ছিল না। বহু দৌড়ঝাঁপ করে রাজ্য থেকে কাজটি অনুমোদন করা হয়েছে।' টেন্ডার সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কারণে কাজটি আটকে গিয়েছিল। তবে এখন সবকিছু মিটে গিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনালি বিশ্বাসের কথায়, 'রাস্তার কারণে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখছে। যা খবর রয়েছে দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর সেটা প্রশাসনের উদ্যোগের ফলেই।'

এদিকে, জনপ্রতিনিধি বা নেতারা যতই আশ্বাস দিন সেখানাকার স্থানীয়দের ধৈর্যের বাঁধ কিন্তু ক্রমশই ভাঙছে। বুল্টি বড়ুয়া নামে লুকসান বাজারের এক তরুণী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'বেচারা নেতাদের আর কী বলব। সবাই আমাদের কাছের মানুষ।' এদিকে, রাস্তার ধুলোবালির কারণে সর্দিকাশি লেগেই রয়েছে। ক্রমাগত দুর্ঘটনাও ঘটছে। এমনকি দু'-একটি ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হাত-পা ভাঙার ঘটনাও ঘটছে। লুকসানের টোটোচালকরা ওই রাস্তা নিয়ে একাধিকবার আন্দোলন করেছিলেন। কখনও টোটো চালানো বন্ধ করে দিয়ে আবার কখনও সরাসরি রাস্তা অবরোধেও নামতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের। সোনু প্রসাদ নামে এক টোটোচালকের ক্ষোভ, 'দুজন করে যাত্রী নিয়ে টোটো চালাই। এর বেশি লোক ওঠালে উলটে যাওয়ার ভয় রয়েছে। এই তো পরিস্থিতি।' রবিবার মাদারিহাট থেকে কমলা ওরাওঁ নামে এক মহিলা লুকসানে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে। তিনি বলেন, 'পাঁচ বছর ধরে এই রাস্তার পরিস্থিতি এমনই দেখছি। কেন সংস্কার হয় না সেটাই বোধগম্য নয়।'

প্রশাসন অবশ্য ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে লুকসান চা বাগান পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করার কথা জানিয়েছে।

বর্তমানে গোটা পথই বেহাল। লুকসানের দুটি স্কুল, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, হাসপাতাল, ব্যাংকে যাতায়াত করতে প্রতিদিন এই রাস্তার ওপর নির্ভর করতে হয় কয়েক হাজার বাসিন্দাকে।

রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তি পথযাত্রীদের।

বিডিও'র পর সাহায্যের হাত শিক্ষক সমিতির

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শিশু দিবসে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুন্ডা বস্তি এলাকায় গিয়েছিলেন বিডিও। পিতৃহারা দুই তরুণীর পড়াশোনার ক্ষেত্রে মিশন বাৎসল্য প্রকল্পের সুবিধা সহ মায়ের বিবধা ভাতারও আশ্বাস দেন তিনি। রবিবার এই দুই ছাত্রীর বাড়ি পৌঁছালেন তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়া দুই বোনের হাতে তুলে দিলেন বেশকিছু বই সহ খাতা, পেন। সেইসঙ্গে দুই কিশোরীর টিউশন ফি মকুব করার ক্ষেত্রে শিক্ষিকাদের সঙ্গেও কথা বলেন। এছাড়া কোনও সমস্যায় পড়লে শিক্ষকদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করার কথা বলেন। তারা আগ্রহী হলে সপ্তাহে একদিন করে বাড়িতে এসে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর কথাও দিয়ে যান উপস্থিত শিক্ষকরা।

তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য সুগত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা দুই পড়ুয়ার সঙ্গে আছি। প্রয়োজনে বিষয়টি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হবে। ওদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে টিউশন ফি। প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকদের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসব।'

প্রায় এক বছর আগে পথ দুর্ঘটনায় বাবাকে হারায় দুই মেয়ে। তারপর থেকেই সংসারের হাল ধরতে দিনমজুরের কাজ করে দুই মেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন মা দীপা রায়। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর পরিস্থিতিতে মেয়েদের পড়াশোনা আর নিজেদের পেট চালানোর মধ্যে কোনটা বেছে নেবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একপ্রকার বন্ধ হতে বসেছিল দুই কিশোরীর পড়াশোনা। প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে খুশি এই দুঃস্থ পরিবার।

দীপার কথায়, 'বিডিও স্যারের পাশাপাশি শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাসে এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে।'

নবান্নে বৈঠক

আদিবাসী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে সোমবার নবান্নে বৈঠক ডেকেছেন মমতা। নবান্ন সভাঘরে বিকেল সাড়ে চারটে আদিবাসী উপদেষ্টা কমিটির ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে।

আক্রান্ত পুলিশ

শনিবার গভীর রাতে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ট্রাফিক গার্ডের সহকারী ওসি।

দোকানে লুট

রবিবার মুকুন্দপুরে বাজার লাগোয়া একটি সোনার দোকানে লুটের চেষ্টা হল। গুরুতর জখম দোকানের মালিককে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হাইকোর্টে আখতার

মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের বেনিয়ম নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন আখতার আলি। তাঁর দায়ের করা মামলাতেই আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট।

শুক্রবার ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠক নবান্নর

বরাদ্দ করার আগে ফের তথ্য যাচাই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : রাজ্যে ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পে ট্যাবের কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের পরে অন্যান্য সামাজিক প্রকল্প নিয়ে আরও সতর্ক হল নবান্ন। শনিবারই বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান সচিবদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রত্যেকটি প্রকল্পে উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ও অন্যান্য তথ্য পুনরায় যাচাই করে তবেই টাকা দেওয়া শুরু করতে হবে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, জয় জোহার সহ সব সামাজিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে। অর্থ দপ্তর ও ব্যাংকের আধিকারিকরা এই তথ্য যাচাইয়ের কাজ করবেন। শুক্রবার সমস্ত ব্যাংকের কর্তাদের নিয়ে নবান্নে বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব। সেখানেই এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই তথ্য যাচাই ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর মিলিয়ে দেখার পরই ট্রেজারির মাধ্যমে টাকা পাঠানো হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পে টাকা নয়ছয়ের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সুরক্ষা আরও কঠোর করা হয়নি কেন তা নিয়ে তিনি শিক্ষা দপ্তরের কাছে কৈফিয়তও তলব করেছেন।

নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, জামতাড়া গ্যাংয়ের কাছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই হ্যাকাররা এর আগেও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের পোর্টাল হ্যাক করার চেষ্টা করেছিল। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের তথ্য ভাণ্ডারও তারা হ্যাক করার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের তথ্য ভাণ্ডার অত্যন্ত মজবুত বলে তারা সেটা করতে পারেনি। সেই কারণে সমস্ত সামাজিক প্রকল্পের পোর্টাল আরও সুরক্ষিত করতে পেশাদার তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা ওই পোর্টাল সুরক্ষিত করার কাজও শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক সেরেছেন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা। বাংলার শিক্ষা পোর্টাল সুরক্ষিত করতে তাঁরা বিকাশ ভবনেও গিয়েছেন।

রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির টাকা দু’ভাবে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছোয়। প্রথমত, একটি সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। সেখানে উপভোক্তাদের বিস্তারিত তথ্য ও অ্যাকাউন্ট নম্বর ব্যাংক ভ্যালিডেট করে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এভাবেই যায়। এছাড়া বেশিরভাগ সামাজিক প্রকল্পে সুবিধা সরকারি পোর্টালে আপলোড করা হয়। সেখানে মঞ্জুর হলে ট্রেজারি থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে উপভোক্তাদের কাছে টাকা যায়। তরুণের স্বপ্ন, জয় জোহার, কন্যাশ্রীর মতো প্রকল্পের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে উপভোক্তাদের কাছে দেওয়া হয়। এখানে অ্যাকাউন্ট ভ্যালিডেশন সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এর সুযোগ নিয়েই ট্যাবের টাকা গায়েব করা হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

এবার থেকে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট সহ বিস্তারিত তথ্য অর্থ দপ্তর ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। দেখা হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে কিনা। এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই ট্রেজারিকে টাকা বা সাম্মানিক পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। ট্রেজারি টাকা পাঠালে উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ব্যাংক টাকা পাঠাবে।

অলস দুপুরে।। *কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

রাজ্যের সব গ্রামে শাখা খুলতে চায় আরএসএস

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছোনোর লক্ষ্য আরএসএস-এর। আগামী বছর আরএসএস-এর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতিটি রাজ্যে সংঘ আলাদাভাবে কিছু লক্ষ্য নিয়েছে। এরাজ্যে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানোই অন্যতম লক্ষ্য। আরএসএস-এর দাবি, তাদের এই লক্ষ্যের সঙ্গে বিধানসভা ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একান্তই সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার নিজস্ব সাংগঠনিক বিষয়।

২০২৬-এ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। ২০২১-এর মতো এবারেও রাজ্যে পরিবর্তনের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি। সেই লক্ষ্যে দল ও সংগঠনকে প্রস্তুত হতে ইতিমধ্যেই বার্তা দিয়েছেন অমিত শা। বিজেপির সংগঠনের অন্যতম চালিকা শক্তি আরএসএস। বিশেষত, গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকায় জনজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কয়েক দশক ধরে কাজ করার সুবাদে ওই সম্প্রদায়গুলির জনমত তৈরিতে আরএসএস-এর বিশেষ প্রভাব আছে। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮ আসন পেলেও, ’২৪-এর লোকসভায় আসন কমেছে। দলীয় পর্যালোচনায় শহরাঞ্চলে বিজেপির ভোট বাড়লেও, জনজাতি ও আদিবাসীদের মতো সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের ভোট হারিয়েছে বিজেপি। এর পিছনে ওই অংশের মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকাই কারণ বলে মনে করে আরএসএস। সম্প্রতি, মথুরায় সংঘের কার্যকারিণী বৈঠকেও রাজ্যের বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা হয়েছে। সেখানেই আগামী ১ বছরে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি গ্রামে অন্তত ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়মিত শাখা খোলার নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে। যদিও, প্রতি গ্রামে সংঘের শাখা তৈরির উদ্যোগ নতুন নয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৪০ শতাংশ গ্রামে পৌঁছোতেই পারেনি আরএসএস।

রাজ্যের ২৩ জেলায় প্রায় ১৮ হাজার ৫৬১টি গ্রাম রয়েছে। ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী, এই গ্রামগুলিতে প্রায় ৪০ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৭১ জন মানুষের বাস। গত ১৩ বছরে সেই সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি জনবিন্যাসের বদলে গ্রামের সংখ্যা ও চরিত্রও বদলেছে। সংঘের এক কর্তা বলেন, ‘প্রশাসনিক হিসাবে গ্রামের সংখ্যার সঙ্গে আমাদের কিছু তারতম্য রয়েছে। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলি বাদ দিয়ে ১ হাজারের বেশি কিন্তু ২ হাজারের কম এমন গ্রাম চিহ্নিত করে কাজ শুরু হয়েছে। তবে, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে রাজ্যে সংঘের এই কাজ এখনও খুব আশাপ্রদ নয়।’

ছয় বছর পর জামিন

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : একসঙ্গে মদ্যপান। তারপর শারীরিক সম্পর্ক। এরপর খুন করে প্রেমিকার দেহ প্রথমে রেফ্রিজারেটরে ও পরে ট্রলি ব্যাগে রেখে দিয়েছিলেন বাঁকুড়ার মেজিয়ার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের তৎকালীন ম্যানেজার রাজীব কুমার। ওইসময় শিল্পা আগরওয়াল খুনে তোলপাড় হয় রাজ্য। এবার ৬ বছর ৯ মাস জেল খাটার পর অভিযুক্ত রাজীব কুমারকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সূত্রের খবর, বিচার চলাকালীন এই মামলার তদন্তকারী অফিসারকে ২২ বার নিম্ন আদালতের বিচারক সাক্ষ্য দিতে তলব করেন। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এই প্রেক্ষিতেই অভিযুক্তকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়।

আরজি কর : ১০০ দিনে জারি প্রতিবাদ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : রবিবার আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার ১০০ দিন। এদিন নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয় ‘অভয়া মঞ্চ’। শহর থেকে জেলা সর্বত্র প্রতিবাদে নামেন সাধারণ মানুষ। ন্যায় বিচারের দাবিতে মোমবাতি, প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল হয়। ওড়ানো হয় বেলুন।

কলকাতার হাইল্যান্ড পার্ক থেকে গড়িয়া বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিলে ছিলেন ‘অভয়া মঞ্চ’-এর প্রতিবাদীরা। নির্যাতিতার আবক্ষ মূর্তির সামনে গানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। ১০০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে, ১০০টি বেলুন উড়িয়ে এবং ১০০ মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানায় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট’। আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও জুনিয়ার চিকিৎসকরা প্রতিবাদ দেখান। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনেও প্রতিবাদ চলে। শুধু কলকাতা নয়, শহরতলিতেও নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ করেন সাধারণ মানুষ। একাধিক মেডিকেল কলেজে নীরবতা পালন, প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে প্রতিবাদ দেখানো হয়।

সোমবার থেকে আবার শুরু হবে আরজি করের ধর্ষণ এবং খুনের মামলার বিচার প্রক্রিয়া। ১১ নভেম্বর সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৯ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

‘বিধায়ক’ নামাঙ্কিত গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : শনিবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার নামফলক লাগানো গাড়ি হাওড়ার শিবপুরে ফোরশোর রোডে দুর্ঘটনায় পড়ে। রাত একটা নাগাদ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারে ধাক্কা মারে ওই গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। তিনজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় হাওড়ার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে ওই গাড়িতে বিধায়ক ছিলেন না। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও বিধায়ক দাবি করেছেন ওই গাড়িটি তাঁর নয়। তবে বিধায়কের নামফলক কেন লাগানো ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাউন্সিলারকে গুলি, অভিযুক্ত একাধিক

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : কসবার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় ক্রমশই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তাঁকে পরিকল্পনা করে খুন করাই ছিল মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবাল ওরফে আফরোজ খান ওরফে গুলজারের উদ্দেশ্য। অক্টোবর থেকেই চলছিল পরিকল্পনা। তাই বিহার থেকে সুপারিকিলার এনে রেইকিও করানো হয়। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় শুক্রবারও সুশান্তকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই ঘটনাস্থলে যান আততায়ীরা।

তদন্তকারীদের ধারণা, জমি বিবাদ এবং এলাকা দখলের বিষয়টিই এর নেপথ্য কারণ হতে পারে। ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত ইকবালকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে হেপাজতে রেখে আরও জেরার প্রয়োজন রয়েছে এবং এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। রবিবার ইকবালকে আদালতে তোলা হলে ১৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কাউন্সিলার খুনের চেষ্টায় এদিন সকাল থেকেই রাজডাঙার চক্রবর্তী পাড়ায় তাঁর বাড়ির কাছে খালে ডুবুরি নামানো হয়েছে। ধৃতদের থেকে যে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে, তা ছাড়াও আরও অস্ত্র ওইদিন ব্যবহার করা হয়। সেই অস্ত্র সুশান্তর বাড়ির সামনের খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন ধৃত বিহারের শুটার যুবরাজ সিং যে স্কুটারে করে ঘটনাস্থলে আসেন, সেই স্কুটারচালকের কাছেও একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তা পালানোর সময়

পুলিশের ধারণা

খালে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। সেটির খোঁজেই ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু ৪০ মিনিট তল্লাশি চালানোর পরেও অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। এরপর খাল লাগোয়া জঙ্গলেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

এদিন মূল অভিযুক্ত ইকবালকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ আদালতে দাবি করে, ঘটনার পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও অভিযুক্তের আইনজীবী এতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনের বিরোধিতা করেন।

এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন সুশান্ত ঘোষ। জেরায় তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে সুশান্ত-ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটারের সঙ্গে বিবাদ রয়েছে ইকবালের। এই ঘটনায় কসবা এলাকার কুখ্যাত জমি কারবারি জুলকারের মদত থাকার বিষয়টিও উঠে এসেছে। বছর তিনেক আগে কসবার গুলসান কলোনিতে ১২০ বিঘার একটি জলাশয় নিজের বলে দাবি করে ভরাট করার চেষ্টা করেন জুলকার। সুশান্ত ঘোষ ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলার হিসাবে আসার পর তিনি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ হায়দার আলি এই ঘটনার বিরোধিতা করেন। এরপর জুলকারের সঙ্গে বিবাদ তৈরি হয় সুশান্তর।

কসবা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে জুলকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। জুলকারের অন্যতম সিন্ডিকেট সঙ্গী হয়ে ওঠেন ইকবাল। এর জেরেই সুশান্তকে প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গের দুই আসন নিয়েই নেতিবাচক রিপোর্ট বামের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : উপনির্বাচন ঘিরে বিরাট কোনও প্রত্যাশা ছিল না সিপিএমের। এই প্রেক্ষিতেই উপনির্বাচন নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি থেকে রিপোর্ট জমা পড়েছে রাজ্য কমিটির বৈঠকে। তাতে নির্বাচনি ফলাফল নিয়ে বিশেষ আশা প্রকাশ করেননি জেলা নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের সিতাই ও মাদারিহাট আসন নিয়ে রিপোর্ট একেবারেই নেতিবাচক। হাড়োয়া এবং তালডাংরায় তবু কিছুটা ভোট বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এবার উপনির্বাচনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন এবং আইএসএফ-এর সঙ্গে আসন সমঝোতা হয়েছে বামেদের। তবে আগামী দিনে বামেদের সঙ্গে বাকি দুই দল ভবিষ্যতেও সমঝোতা করে চলবে কি না তা নিয়েও সংশয় রয়েছে দলের অন্দরে। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ায় ৬টি আসনেই চতুর্মুখী লড়াই হয়েছে। এতে বামেদের ভোটব্যাংক আরও কমার আশঙ্কা করছেন জেলা নেতৃত্ব।

একের পর এক নির্বাচন মিটেছে। কখনও কংগ্রেস, কখনও আইএসএফ-এর সঙ্গে সমঝোতা করেছে বামেরা। তবে ভোটবাক্সে আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্রতিফলিত হয়নি। তাই এবার নির্বাচন মিটতে রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন জেলা নেতৃত্ব। সেই রিপোর্টেই সিতাই এবং মাদারিহাট আসন নিয়ে আশা প্রকাশ করা হয়নি। ওই দুই আসনে ভোট আরও কমতে পারে বলে মনে করছে সিপিএম। সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং মাদারিহাটে আরএসপি’র প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও তালডাংরায় সিপিএম, মেদিনীপুরে সিপিআই, নৈহাটিতে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, হাড়োয়ায় আইএসএফ প্রার্থী লড়াই করে। এই আসনগুলি নিয়েও চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। দলের এক রাজ্য কমিটির সদস্যের বক্তব্য, ‘উপনির্বাচনে মূলত শাসকদলই জয়ী হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে এজেন্ট বসানো, নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি নিয়ে সমস্যা ছিল।’ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে ফলাফল বিশ্লেষণ হবে। তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বৃহত্তর বাম ঐক্যের বিষয়টি তুলে ধরা হলেও আগামী দিনে আইএসএফ এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর ভূমিকা কী হতে পারে তা নিয়ে এখনই দলের অন্দরে চর্চা চলছে। সিপিএমের এক রাজ্য কমিটির সদস্য বলেন, ‘আমরা বাম ঐক্যের স্বার্থে একত্রিত হয়েছি। কিন্তু নির্বাচনি প্রচারে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে আমাদের প্রার্থীদের হয়ে নৌশাদ সিদ্দিকী প্রচারে আসেননি। আবার আমাদের তরফে নৌশাদের প্রচারে গিয়ে দেখা গিয়েছে আমাদের বক্তব্যই রাখতে দেওয়া হয়নি।’

বসানো হচ্ছে বিশেষ ক্যামেরা

সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘ গণনা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ২৭ নভেম্বর থেকে বাঘগণনা শুরু হচ্ছে সুন্দরবনে। এজন্য প্রতি শুক্রবার পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে সুন্দরবন। ২১ নভেম্বর থেকে শুরু ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর কাজ। এজন্যই পর্যটকদের প্রবেশে রাশ টানা হচ্ছে। ৪৫ দিন ধরে চলবে ক্যামেরায় বাঘের ছবি তোলার কাজ। এরপরই গণনা হবে মোট কতগুলি বাঘ আছে সুন্দরবনে। সর্বশেষ ব্যাঘ্রশুমারিতে সুন্দরবনে ১০১টি বাঘের হদিস মিলেছিল।

বিশ্বের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে ঘেরা এলাকা এই সুন্দরবন। ভারত ও বাংলাদেশের সীমানায় অবস্থিত এই বনাঞ্চলের মোট পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ভারতের মধ্যে আছে চার হাজার বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের মধ্যে আছে ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় এলাকাতেই আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আঞ্চলিক বনবিভাগ ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ব্যাঘ্রশুমারি শুরু হবে ২৭ নভেম্বর থেকে। এজন্য বনবিভাগ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ৫০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মীরাই দিনে-রাতে ও যে কোনও আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে এমন শক্তিশালী ক্যামেরা বসাবেন। এজন্য ৭৩২টি জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। সেইসব জায়গায় বসানো হবে ১৪৪৪টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। বন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি ২ বর্গকিলোমিটার অন্তর একজোড়া করে বিশেষ ক্যামেরা বসানো হবে। গত ব্যাঘ্রশুমারিতে দেখা গিয়েছে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ সালের গণনায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ছিল ৯৬টি। ২০২২ সালের বাঘশুমারিতে ১০১টি রয়েল বেঙ্গলের হদিস মেলে। গত শুমারির তুলনায় যা ৫টি বেশি। গোটা দেশে বাঘের সংখ্যা ছিল ৩৬৮২টি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২৯ জুলাই ব্যাঘ্র দিবস পালিত হয় বিশ্বজুড়ে। বনকর্মীদের আশা, এবছর আরও বেশি সংখ্যায় বাঘের দেখা মিলবে।

ব্যাঘ্রশুমারি

- ২০২৪ সালের ব্যাঘ্রশুমারি শুরু হবে ২৭ নভেম্বর থেকে
- প্রতি ২ বর্গকিলোমিটার অন্তর একজোড়া করে বিশেষ ক্যামেরা বসানো হবে
- এজন্য ৭৩২টি জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে
- বনবিভাগ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ৫০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

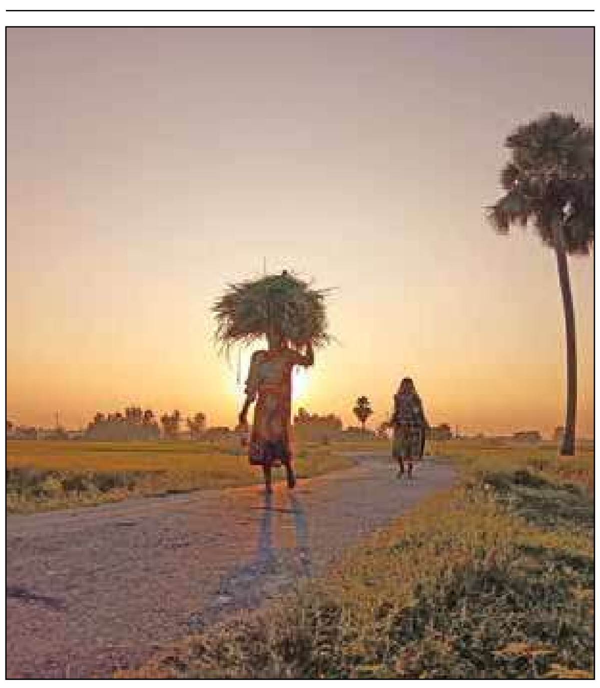

বেলা শেষে বাড়ির পথে। নলহাটির লোহাপুরে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

ফল বেরোলেই রদবদল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : শুধু নিজের দলেই নয়, রাজ্য মন্ত্রীসভাতেও ছোটখাটো অদলবদল করার কথা ভাবছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শীঘ্রই দু’একজন নতুন মুখকে দেখা যেতে পারে তাঁর মন্ত্রীসভায়। ২০২৬-এর ভোটের আগে সম্ভবত এটাই হবে মমতা মন্ত্রীসভায় শেষ রদবদল। এমনিতেই রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডের জায়গায় কাউকে আনেননি মুখ্যমন্ত্রী। জায়গাটা ফাঁকাই আছে। এছাড়া রাজ্যের দু’একজনের বেশি মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ২০২৬-এর ভোটের লক্ষ্যে এগোতে এটা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি। রবিবার তৃণমূলের ওপরমহলের খবর, রাজ্যের ৬টি বিধানসভায় উপনির্বাচনের ফল বেরোনোর পরই এসব কাজে হাত দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সবটা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। দল ও প্রশাসনের গভীরে খোঁজখবর করেই তারই ‘ওয়ার্ম আপ’ সেরে নিচ্ছেন তিনি।

দলে রদবদল নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তারিত সুপারিশের বিষয়েও পর্যালোচনা করছেন তিনি। এ ব্যাপারে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে শলাপরামর্শ চলছে তাঁর। রবিবার দলীয় সূত্রে এরকম খবর পাওয়া গিয়েছে। উপনির্বাচনের ভোটের ফল বেরোনোর পর তৃণমূলের রাজ্য স্তরে বর্ধিত বৈঠকও ডাকতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তার আগে রদবদলের কাজ কিছুটা হলেও সেরে নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৫ নভেম্বর থেকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। চলবে প্রায় দিন দশেক। মুখ্যমন্ত্রী এই অধিবেশনকেও কাজে লাগাতে চান কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যুতে। তাঁর নির্দেশে বিধানসভায় আবার কেন্দ্রবিরোধী প্রস্তাব আনার বিষয়ে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রীরও অংশ নেওয়ার কথা। এবারের অধিবেশনে বিরোধী বিজেপি দলের বিধায়করা শাসকদল ও সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হবেন নিশ্চিত। তারই পালটা হিসেবে বিজেপি ও কেন্দ্রবিরোধী প্রস্তাব এনে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের বিধায়করা সরব হবেন, স্বাভাবিকভাবে সেটা ধরেই নেওয়া যায়।

তৃণমূলের খবর, সবদিক ভেবেই এবার মুখ্যমন্ত্রী ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে ‘পাখির চোখ’ করে পা ফেলতে চান। দল ও মন্ত্রীসভায় ছোটখাটো রদবদল করে দল ও প্রশাসনে গতি আনতে চান তিনি। তার আগে দলের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীকে ‘গাইডলাইন’ বেঁধে দিতে দলের বর্ধিত বৈঠকও সেরে নিতে চান। দল, মন্ত্রীসভা ও প্রশাসনে রদবদল ব্যাপক হারে না করলেও ছোটখাটো আকারে অদলবদল করাই লক্ষ্য তাঁর। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দলের ‘সেনাপতি’ অভিষেকের যেমন কথা হচ্ছে, তেমনই দলের অন্যতম শীর্ষনেতা সুব্রত বক্সীকে ‘কনফিডেন্স’-এ রাখতে তাঁর সঙ্গেও কথা বলছেন নেত্রী।

সদস্য করতে বিয়ের আসরেও বিজেপি

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ১ কোটি সদস্য করতে বিয়ের আসরেও ঢুকে পড়ল বিজেপি। সদস্য করতে রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে এবার পারিবারিক সম্পর্ককেও হাতিয়ার করার কৌশল বিজেপির। সেই সূত্রেই বিয়ের আসরে নববধূ ও বরকে বিজেপির সদস্য করে রাজ্যে দলের সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নতুন মাত্রা যোগ করলেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি দমদম কামারহাটিতে দলীয় কর্মীর বোনের বিবাহে গিয়ে নববধূ ও বরকে বিজেপির সদস্য করেন শমীক। বিয়ের আসরে বর ও বধূকে দলের সদস্য করা রাজ্যে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

২০ নভেম্বরের মধ্যে ৫০ লক্ষ সদস্য করে দেখাতে হবে বিজেপিকে। না হলে দিল্লির বৈঠকে রাজ্যের না যাওয়াই ভালো বলে সতর্ক করে দিয়েছেন সুনীল বনশল। বনশলের সেই দাওয়াইয়ে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি রব বিজেপিতে। সদস্য সংখ্যা বাড়াতে এখন সংগঠনের মাধ্যমে প্রথাগত কর্মসূচির বাইরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে চাইছে বিজেপি। সম্প্রতি দমদম কামারহাটিতে দলীয় কর্মীর বোনের বিয়েতে আমন্ত্রিত হন শমীক। বিয়ের আসরে গিয়ে নববধূ রাখি রায় ও তার স্বামী হুগলির সঞ্জয় যাদবকে বিজেপির সদস্য করেন শমীক।

রাজ্য বিজেপির সদস্যতা অভিযানের দায়িত্ব এবার শমীকের কাঁধে। এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর বাইরে গিয়ে মানুষকে বিজেপির ছাতার তলায় আনাই আমাদের লক্ষ্য।’ শমীকের দাবি, শুধু বিয়ের আসরেই নয়, এবার ভাইফোঁটায় তিনি নিজের দিদির সদস্যপদও পুনর্নবীকরণ করেছেন।

সম্প্রতি দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল বলেছিলেন, সদস্য করতে পরিবারের সব সদস্যকে কাজে লাগান। যাতে সমাজের সব অংশের মানুষ দলের সদস্য হতে পারে। বৈঠকে যোগ দেওয়া এক নেতার মতে, দল চাইছে শুধু দলের নেতা-কর্মীরাই নন, তাঁদের পরিবারকেও এই ব্যাপারে কাজে লাগাতে। ছেলে বা মেয়ে হয়তো স্কুল-কলেজে পড়ে, তাদের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের সঙ্গীদের কাছে সদস্য হওয়ার বার্তা দিন। ফলে শুধু বিয়ের আসর নয়, পৈতে, অন্নপ্রাশন থেকে বিবাহবার্ষিকীর মতো যে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানকেই আমাদের কাজে লাগানো উচিত।

যদিও শমীক ও দলের এই নয়া কৌশলকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘এসব করে সংবাদমাধ্যমে খবর হওয়া যায়, বাস্তবে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো যায় না। বিজেপির সদস্যতা অভিযান সবটাই গাঁজাখুরি ও কাগুজে। বাস্তবে রাজ্যে ওদের কোনও সংগঠন নেই। বিভাজনের রাজনীতি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে লেলিয়ে দেওয়া আর টাকাপয়সা ছড়িয়ে ভোট কেনাই ওদের সম্বল। শুধু বিরোধীরাই নয়, রাজ্য বিজেপির প্রবীণ নেতারাও দলের সদস্যতা অভিযানে এমন চমক আগে কখনও দেখেননি বলেই মন্তব্য করেছেন।’

সোমবার, ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৮ নভেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৭৯ সংখ্যা

নিয়োগে চমক ট্রাম্পের

ভোট-পণ্ডিতদের ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করেছেন তিনি আগেই। ভাবী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের মন্ত্রীসভা এবং প্রশাসন সাজানো নিয়ে আপাতত ব্যস্ত। এলন মাস্ক, রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়ার, তুলসী গ্যাবার্ড, মাইক ওয়াল্টজের মতো নিজের পছন্দের লোকজনকে নিয়ে আসছেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর উত্তরসূরিকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সম্প্রতি।

২০২০-র ভোটে পরাজয় ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকরা কিন্তু মেনে নিতে পারেননি। কারচুপির অভিযোগ এনে ক্যাপিটাল হিলে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন ট্রাম্প ভক্তরা। বাইডেনের দায়িত্ব গ্রহণের দিনেও ট্রাম্প আসেননি। এবার ছবিটা আলাদা। পরাজিত কমলা হ্যারিস জনগণের রায় হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্টও নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের আশ্বাস দিয়েছেন। ২০২০-র প্রেক্ষাপটে বাইডেন-হ্যারিসের এই সৌজন্য অবশ্যই একটা দৃষ্টান্ত।

আগামী ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার নেবেন ট্রাম্প। মার্কিন ইতিহাসে ১২৩ বছর পর এই প্রথম আরও একজন বেশ কিছু বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হলেন। প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হওয়ার জন্য ইলেক্টোরাল কলেজের ২৭০ ভোট পেতে হয়। সেখানে ট্রাম্পের ভোট ৩১২, হ্যারিস ২২৬। সব জনগোষ্ঠীরই সমর্থন পেয়েছেন ট্রাম্প। পপুলার ভোটেও তিনি জয়ী। অতি বড় ট্রাম্প সমর্থকও এই জয় ভাবতে পারেননি।

এখন প্রশ্ন, ডেমোক্র্যাটদের কেন এমন ভরাডুবি? দলের একাংশের ধারণা, বিপর্যয়ের জন্য বাইডেন দায়ী। তিনি যদি আরও আগে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো হ্যারিস জয়ী হতেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই দাবি ভিত্তিহীন। আসরে অনেক পরে নেমেও হ্যারিস প্রতিপক্ষকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটাও সত্যি যে, গত চার বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও জ্বালানির আকাশছোঁয়া দাম, বেকারত্ব, কোভিড মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতায় মার্কিন জনতা তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এই বিরক্তিই ছিল ট্রাম্পের তুরুপের তাস।

অন্যদিকে, হ্যারিস মানুষকে কোনও আশার আলো দেখাতে পারেননি। শুধু অর্থনীতি নয়, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও বাইডেনের দ্বিচারিতাকে সমর্থন করে গিয়েছেন কমলা। গাজা-লেবাননে ইজরায়েলের বিমানহানায় শয়ে-শয়ে মৃত্যুর কখনও প্রতিবাদ করেননি বাইডেন। মার্কিন তরুণ প্রজন্ম সরকারের এই দু'মুখো নীতি মেনে নিতে পারেনি।

বাংলাদেশ নিয়েও বাইডেনের নীতির কড়া সমালোচক অনেকে। সেদেশে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু নির্যাতনের প্রসঙ্গে ভোট প্রচারের সময় নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। সব মিলিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে ব্যালট বক্সে। সঙ্গে ছিল রিপাবলিকান পার্টির প্রচারের অভিনবত্ব। ২০১৬ সালের ভোট প্রচারে ট্রাম্প কাজে লাগিয়েছিলেন টুইটারকে। এবার তাঁর প্রচারের প্রধান মাধ্যম ছিল পডকাস্ট। এলন মাস্ক এবং জেফ বেজোস ছিলেন তাঁর দুই সেনাপতি।

ভাবী প্রেসিডেন্টকে মানবিক মুখ কস্মিনকালেও কারও মনে হয়নি। কিন্তু অর্থনীতি, অভিবাসন, সীমান্ত নিরাপত্তা, শিক্ষা, বিদেশনীতি, গর্ভপাত ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে ট্রাম্পের স্পষ্ট মনোভাব মানুষের পছন্দ হয়েছে। ঝলমলে হাসিমুখ হলেও বিভিন্ন ইস্যুতে কমলার 'ঢাকঢাক-গুড়গুড়' বক্তব্য ভোটারদের মনে দাগ কাটেনি। তাঁর অজস্র যৌন কেলেঙ্কারি, ফৌজদারি অপরাধ নিয়ে প্রচার চললেও ট্রাম্প ছিলেন অবিচল। কথায় আছে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। সেটা প্রমাণ করল এবারের মার্কিন ভোট।

হোয়াইট হাউসের সামনে সমর্থকদের জমায়েতে ট্রাম্প বলেছেন, সমর্থকরা চাইলে তিনি তৃতীয়বারের জন্যও প্রেসিডেন্ট হতে রাজি। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী দু'বারের বেশি প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় না। তার জন্য সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন। তবে সেসব অনেক পরের কথা। তার আগে আগামী চার বছর এলন মাস্ক, তুলসী গ্যাবার্ডদের সঙ্গে নিয়ে ট্রাম্প কীভাবে রাজত্ব সামলান, সেদিকে তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

বালোচ আগ্নেয়গিরির শিখরে পাকিস্তান

বাংলাদেশে চরম উত্তেজনা, ভালো নেই পাকিস্তান। দারিদ্র্য চরমে। অর্থনীতি ধসে পড়ছে। এছাড়া আছে উগ্রপন্থার বিপদ।

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক সকাল আটটা পঁচিশ।

বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার রেলস্টেশনে তিলধারণের জায়গা নেই। প্ল্যাটফর্মের দু'দিকে দাঁড়িয়ে জোড়া ট্রেন। চমনে যাওয়ার জন্য চমন প্যাসেঞ্জার আর পেশোয়ার যাওয়ার জন্য জাফর এক্সপ্রেস। দুটো ট্রেনেই ওঠার জন্য যাত্রীদের মধ্যে তুমুল ব্যস্ততা। যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পাক সেনাও। তারাও যাচ্ছে ট্রেনের সওয়ারি হয়ে।

ঠিক সেই সময় শক্তিশালী বিস্ফোরণটা হল। মুহূর্তের মধ্যে ভিড়ে গিজগিজ স্টেশন চত্বর যেন মৃত্যুপুরী। প্ল্যাটফর্মজুড়ে রক্তের স্রোত। তার মধ্যে পড়ে আছে একের পর এক ছিন্নভিন্ন নিথর দেহ। চারিদিক থেকে আহতদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে স্টেশনের বিপদঘণ্টা। বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে গিয়েছে প্ল্যাটফর্মের উপরের ছাদ। পরে সরকারি হিসাবে জানা যায় সেদিনের কোয়েটা রেলস্টেশনের আত্মঘাতী হামলায় ২৭ জন নিহত (যার মধ্যে ১৪ জন সেনা জওয়ান), আহত ৬২ জনের মধ্যেও বেশিরভাগই সেনা জওয়ান।

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে। পরে পুলিশ জানায় আত্মঘাতী বিএলএ জঙ্গি ৬৮ কেজি বিস্ফোরণ ঘটায় রিজার্ভেশন কাউন্টারের সামনে। এটা কিন্তু বিএলএ-র প্রথম হামলা নয়। বালুচিস্তানের স্বাধীনতার জন্য লড়তে থাকা এই জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলায় শুধু অগাস্ট মাসেই ৭৪ জন প্রাণ হারিয়েছে। রেললাইন, থানা আর হাইওয়ে হল বিএলএ-র মূল নিশানা। চিন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডর (যা সিপেক নামে পরিচিত) ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন প্রকল্পও (যেমন গদর বন্দর, সোনা আর তামার খনি) বিএলএ-র নিশানার মধ্যে পড়ে। বেশ কয়েকজন চিনা কর্মী মারাও পড়েছে এইসব হামলায়।

সত্যি বলতে কি বালুচিস্তানে জঙ্গি হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি হিসাবই বলছে গত ১২ বছরে ৫২টা সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে এই প্রদেশে। প্রাণ গিয়েছে সহস্রাধিক মানুষের (বেসরকারি হিসাবে এর দশগুণ প্রাণহানি হয়েছে)।

কিন্তু কেন এই হানাহানি? উত্তর নিহিত আছে এই অঞ্চলের আর্থ রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে। ইতিহাস বলে পশ্চিমে ইরানের সিস্তান প্রদেশ থেকে পূর্বে সিন্ধু নদ, উত্তরে আফগানিস্তানের হেলমন্দ থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড ছিল বালোচ বাসভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেনের ভাগবাঁটোয়ারার কারণে আজ সুন্নিপন্থী প্রায় ২ কোটি মুসলিম বালোচ ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশ, পূর্ব ইরানের সিস্তান বালুচিস্তান প্রদেশে আর দক্ষিণ-পশ্চিম আফগান প্রদেশ নিমরোজের চাহর বুরজাক জেলা এবং হেলমন্দ ও কান্দাহার প্রদেশের সিস্তান মরু অঞ্চলে। এর মধ্যে দেড় কোটি রয়েছে পাক বালুচিস্তানে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরান, ইরাক, সিরিয়া আর তুরস্কে ছড়িয়ে থাকা কুর্দ জনজাতির মতোই হতভাগ্য এই বালোচরা। তিন দেশেই বালোচরা নানা রকমের বৈষম্যের শিকার। সুন্নিপন্থী বলে পদে পদে বঞ্চনার শিকার হতে হয় শিয়াপন্থী ইরানে। আবার তালিবান আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানে বালোচরা কোণঠাসা। আফগান বালোচ ঐতিহাসিক আব্দুল সাত্তার পার্দেলির মতে, বালোচদের ইসলাম অনেক নরমপন্থী। ফলে চরমপন্থী তালিবানরা এদের মোটেও সুনজরে দেখে না। উপরন্তু আফগানিস্তানে এদের জন্য প্রায় কোনও সুযোগসুবিধাই নেই। ফলে সুযোগ পেলেই ভালো ভবিষ্যতের আশায় আফগান বালোচরা মরু অঞ্চল দিয়ে ইরান পালায়। অন্যদিকে, পাক সেনার তাড়া খেয়ে পাক বালোচরা এই মরুপথেই আফগানিস্তানে আশ্রয় নেয়।

তবে বালোচদের সর্বাধিক গুরুত্ব কিন্তু পাক বালুচিস্তানেই। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজ্য বালুচিস্তান। ১৯৭০ সালে গঠিত এই রাজ্য পাকিস্তানের ভূখণ্ডের ৪৪ ভাগ। অথচ এই প্রদেশের রয়েছে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ইতিহাস। না খনিজ সম্পদে, না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কোনও উল্লেখযোগ্য অংশিদারত্ব পাননি বালোচরা।

ইরান, ইরাক, সিরিয়া আর তুরস্কে কুর্দ জনজাতির মতোই হতভাগ্য বালোচরা। তিন দেশেই বালোচরা নানা বৈষম্যের শিকার। সুন্নিপন্থী বলে পদে পদে বঞ্চনার শিকার হতে হয় শিয়াপন্থী ইরানে। আবার তালিবান আক্রমণের মুখে আফগানিস্তানে বালোচরা কোণঠাসা। বালোচদের ইসলাম অনেক নরমপন্থী। ফলে চরমপন্থী তালিবানরা এদের মোটেও সুনজরে দেখে না।

প্রতিবাদ করলেই নেমে আসে পাক সেনার অত্যাচার।

তিলক দেবাশের তাঁর 'পাকিস্তান দ্য বালুচিস্তান কোনানড্রাম' বইতে লিখছেন, গত দশক থেকে লোকের হঠাৎ গুম হয়ে যাওয়া আর তার কিছুদিন বাদে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে থাকার মতো ঘটনা মারাত্মক বেড়ে গিয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের যে কোনও মূল্যই নেই তা এইসব ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ফলত সারা প্রদেশজুড়ে নানা সহিংস গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে পড়ুয়া, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী বা প্রতিবাদীদের নিরাপত্তাবাহিনী বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

পাক মানবাধিকার কমিশন গোটা পরিস্থিতিকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করে শঙ্কা প্রকাশ করেছে যে অগ্ন্যুৎপাত হলে তার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে। কমিশনের হিসাবে, প্রতিদিনই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে।

দেবাশেরের মতে, দেশীয় বালোচ রাজ্য কালাত যবে থেকে বালুচিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন থেকেই সংঘাতের বীজ রোপিত হয়। ইসলামাবাদ এই মরুপ্রান্তর রাজ্যকে কার্যত উপনিবেশ হিসাবে দেখে এবং খনিজ থেকে যা আয় তার সবটাই নিজেরা আত্মসাৎ করে রাজ্যকে কানাকড়ি না দিয়ে। রাজ্যের দাবিকে নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়। ফলে একসময় রাজ্যের কিছু অংশ এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। বিএলএ পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুরু করে। শুরু হয় ইসলামাবাদের বালোচ আন্দোলনকারীদের সংঘাত।

ইমরান খান প্রশাসনে স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জাফর মির্জার মতে, এই একতরফা মার খাওয়ার ব্যাপারটা এখন শুধু আর সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করা হচ্ছে না, পাশাপাশি মহারাঙ বালোচ, প্রয়াত করিমা বালোচ, শাম্মি বালোচ, ফরজানা মজিদের মহিলারা এগিয়ে এসে জনগণের আন্দোলনকে সুসংহত করেছেন।

আগে সত্যটা চেপে দিয়ে ইসলামাবাদের ভাষ্য চালানো হত। সোশ্যাল মিডিয়া এসে রাষ্ট্রের সেই অপচেষ্টাকে বহুলাংশে রুখে দিয়েছে। ফলে যে জন আন্দোলনের কথা শুধু মুষ্টিমেয় বালোচরা জানতেন তা এখন সারা পাকিস্তান তো বটেই, পশ্চিমী বিশ্বও জানে। ফলে ইসলামাবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নানান দেশে ফ্রন্ট খুলতে পেরেছেন আন্দোলনকারীরা। ইন্টারনেট বন্ধ করে বা সীমিত করে আন্দোলন রুখতে পারছে না ইসলামাবাদ। জাফর মির্জা একে 'বালোচ বসন্ত' বলছেন।

এই 'আগ্নেয়গিরি'র দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু শঙ্কিত। তিলক দেবাশেরের মতে, সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী পাক সেনার পক্ষে বালোচ বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব কিন্তু জনগণের সমর্থনপুষ্ট আন্দোলন নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'জনগণের পুঞ্জীভূত ক্রোধ উপেক্ষা করা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে মারাত্মক হতে পারে। পাক পুলিশ ও সেনা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দমন করেছিল। কিন্তু সেই আন্দোলনের জেরে ১৯ বছর বাদে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই ১৯ বছরে বাংলাদেশি জনগণের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ঠিক এখন যেমন বালোচদের মধ্যে হচ্ছে।'

২০১৩ সালেও যে বালোচ আন্দোলনকে ইসলামাবাদ বা পাক মিডিয়া ধর্তব্যের মধ্যে ধরত না, তাই আজ কার্যত তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কারণ সমস্যাটা আর দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বালোচরা ইরানে অস্ত্র তুলে নেওয়ার পর শুধু তাদের সঙ্গে নয়, পাকিস্তানের সঙ্গেও সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়েছে ইরানি সেনা ও বিমানবাহিনী।

তবে ইসলামাবাদের মূল চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সিপেক-এর চিনা অর্থপুষ্ট প্রকল্পগুলিতে বিএলএ-র হামলা। ইতিমধ্যেই চিনা কর্মী নিহত হওয়ায় ইসলামাবাদকে নিয়ে যথেষ্ট বিরক্ত বেজিং। আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে চিনা নির্ভরশীল ইসলামাবাদের কাছে যা অশনিসংকেত। এখন তাই ইসলামাবাদ গদর বন্দর থেকে চিন অবধি যাওয়া পাইপলাইনের সুরক্ষা দিতে মরিয়া। এর উপর ইউরোপে বালোচ আন্দোলনকারীরা পাক সেনার নির্মম অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরায় কাশ্মীর নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু ফেলা ইসলামাবাদের আসল চেহারা বিশ্বের সামনে চলে এসেছে।

বালোচ আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ কিন্তু সময়ের অপেক্ষা।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১০

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৭২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক জুবিন গর্গ।

আলোচিত

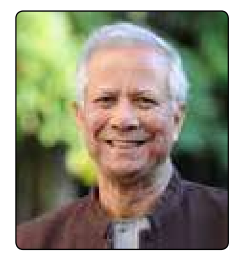

নির্বাচনের ট্রেনযাত্রা শুরু হয়েছে। আর থামবে না। যেতে যেতে অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে। কত তাড়াতাড়ি রেললাইন বসিয়ে দিতে পারি, তার ওপর নির্ভর করছে শেষ স্টেশনে কখন ট্রেন পৌঁছোবে।

- মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

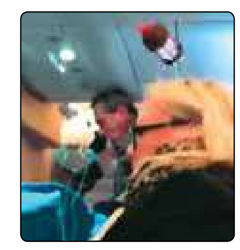

স্টকহোম থেকে মায়ামির উদ্দেশে উড়েছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমান। আকাশে ওড়ার সময় হঠাৎ সেটি কাঁপতে শুরু করে। ঝাঁকুনি এতটাই যে যাত্রীরা সিট থেকে ছিটকে পড়েন। ওভারহেডের মালপত্র টপাটপ পড়তে থাকে। যাত্রীরা চিলচিৎকার শুরু করে দেন। নেট দুনিয়ায় ঝড়।

ভাইরাল/২

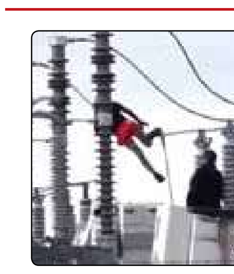

আমেরিকার উটাহ শহরের হাইভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারে উঠে পড়েছিলেন এক মহিলা। ট্রান্সফর্মারকে জড়িয়ে ধরে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কখনও আবার তার ধরে ঝুলছেন। তাঁর কীর্তিতে এলাকার ৮০০ বাড়ি বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভাইরাল সেই ভিডিও।

জনমন জনমত

মালদা টাউন থেকে কাটিহার যেন আতঙ্কের রেলযাত্রা

প্রতিদিন সকাল আটটায় মালদা টাউন থেকে ছেড়ে কাটিহার পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে। এই ট্রেনে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজারেরও বেশি যাত্রী যাওয়া-আসা করেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে ট্রেনের কামরাতে অসম্ভব ভিড়। রেল কর্তৃপক্ষ মাত্র পাঁচটি কামরা এই ট্রেনে দিয়েছে। ফলে যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বিশেষত মালদা টাউন থেকে কুমেদপুর পর্যন্ত যাওয়ার সময় জায়গার অভাবে প্রায়ই যাত্রীরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এমন অবস্থা ছিল না। যথেষ্ট কামরার ব্যবস্থা ছিল এবং মানুষ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতেন। রেলের এই খামখেয়ালিপনার জন্য অসুবিধায় পড়ছে মালদা জেলার সাধারণ যাত্রীরা। এই লাইনে বঞ্চনার শেষ নেই। সকালে যে ডিইএমইউ ট্রেন মালদা কোর্ট স্টেশন থেকে ছেড়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যায় সেটিও মাঝেমধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর জন্য কোনওরকম বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয় না। এই ঘটনা যদি কলকাতা-দিল্লি-মুম্বইয়ে হত তাহলে কি রেল চুপচাপ বসে থাকত?

এছাড়া কাটিহার থেকে ফেরার সময় ট্রেন দেরি করে ছাড়ছে। মাঝে মাঝে আবার বন্দে ভারতকে ছেড়ে দিতে ওই ট্রেনকে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে যাত্রীরা অনেক দেরিতে গন্তব্যস্থলে আসতে পারছেন। এখানকার সাধারণ মানুষের কথা রেল কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত। এই রুটে অন্যান্য লোকাল ট্রেনে যথেষ্ট কামরা থাকে এবং যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করতে পারেন। কিন্তু এই ট্রেনটি যেটি সকালে মালদা টাউন ছেড়ে কাটিহার পর্যন্ত যায়, সেই ট্রেনের কামরা এত কম থাকায় বিভিন্নরকম অসুবিধা হচ্ছে। এর জন্য রেল কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবং দ্রুত সমাধানের জন্য ব্যবস্থা চাইছি।

রবিশংকর ঘোষ, ওল্ড মালদা।

স্কোর বোর্ড চাই

ভারতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা নিয়ে নতুন করে কিছু বলা অর্থহীন। এদেশে ক্রিকেট খেলা শুধু খেলা নয়, আরও অনেক কিছু।

এমনিতে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খেলার খবর পরিবেশন করার ধরন বেশ উপভোগ্য ও মননশীল। কিন্তু দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্রিকেট খেলার খবরে 'স্কোর বোর্ড'টি ছাপা হয় না, এমনকি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খেলা হলেও। অথচ ক্রিকেট খেলার খবরের মেরুদণ্ডই হল স্কোর বোর্ড। এই স্কোর বোর্ড না দেখে অনেকেই বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে পড়েন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একটু ভেবে দেখলে ভালো হয়।

চন্দন নাগ, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গ্রামীণ শিল্প সংস্কৃতিতে ব্রাত্য নাটাই ব্রত

আগে বাংলায় নাটাইপুজোর মধ্য দিয়ে নবান্ন উৎসবের সূচনা হত। অগ্রহায়ণের প্রত্যেক রবিবার। যা আসলে নবান্নের অংশ।

সঞ্জয় সাহা

কবি জীবনানন্দ দাশের 'অঘ্রাণ' কবিতায় একটি সময়কালের গ্রামবাংলার বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে। তিনি লিখেছিলেন, 'এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়।'

পৃথিবীর হৃদয় যে সময়ে এসে এমন উদ্বেলিত হয় সেই মরশুমে এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক। হেমন্তকালে নতুন ফসল ওঠার পর অগ্রহায়ণ মাস থেকে শুরু হয় নানারকম পিঠেপুলির উৎসব, চলে সারামাস ধরে। এই সময়ের অন্যতম একটি ব্রত হল নাটাই ব্রত। ছোটবেলার নাটাইপুজোর কিছু স্মৃতি আজও মনে নাড়া দেয়। উৎসবপ্রিয় বাঙালি সুযোগ পেলেই মেতে ওঠে উৎসবে। তার ওপর যখন বাংলার সোনালি ফসল ওঠার মরশুম শুরু হয় নতুন ফসলের আনন্দে মেতে ওঠে গ্রামবাংলা। অগ্রহায়ণ মাসের মরশুম তাই গ্রামবাংলা এক আনন্দের বাতাবরণ তৈরি করত, কিন্তু আজকাল সেই দৃশ্য বিরল।

আগে গ্রামবাংলায় নাটাইপুজোর মধ্য দিয়ে নবান্ন উৎসবের সূচনা হত। অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবার। নাটাইপুজো আসলে নবান্ন উৎসবের একটি অংশ। কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলায় অধিকাংশ বাড়িতেই অগ্রহায়ণের শুরুতে আমন ধান ওঠে। আরে নতুন ধানকে ঘিরে গ্রামবাংলায় অন্যতম প্রধান পার্বণ ছিল এই নাটাইপুজো। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার নাটাইপুজোর সূচনা হত। পুজোর নিয়ম অনুযায়ী অগ্রহায়ণ মাসের যে ক'টি রবিবার পড়বে তার মধ্যে যে কোনও একটি রবিবার পুজো বন্ধ থাকবে। মাসের শেষ রবিবার পুজোর সমাপ্তি ঘটবে।

সেই রীতি অনুযায়ী আমাদের বাড়ির উঠোনে পুজোর আয়োজন করা হত। ঠাকুমা নতুন ধান থেকে আতপ চাল তৈরি করত। আর সেই চাল গুঁড়ো করে তৈরি করা হত দুই রকমের পিঠে লবণযুক্ত এবং লবণছাড়া। আমাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে এই পুজোয় যে লবণযুক্ত পিঠে পাবে সে পাশ করবে আর যে লবণছাড়া পিঠে পাবে সে ফেল করবে। এই লবণযুক্ত পিঠেকে আমরা বলতাম নুলুইনা আর লবণছাড়া পিঠেকে বলতাম লুলুইনা। আমরা ঠাকুমাকে দেখতাম উঠোনের মাঝে একটি ছোট পুকুর তৈরি করতে। সেই পুকুরে কাঁচা দুধ আর পিঠে দেওয়া হত। মূল প্রসাদ পিঠে দেওয়া হত কচু পাতা বা কলা পাতা বা ভ্যারেন্ডা পাতায়।

পুকুরের দু'দিকে দুটি পাতায় সাতটি করে লবণযুক্ত আর লবণছাড়া পিঠে দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হত। পুজোর শেষে প্রসাদের একটি অংশ গোয়ালে বসে খাওয়া হত। বাড়ির বয়স্ক লোকেরা বলতেন এই ব্রত পালন করলে নাকি সংসারে অভাব দূর হয় আর সংসার ধনসম্পদে ভরে ওঠে। ঠাকুমা বাড়ির উঠোনে সকলকে একসঙ্গে বসিয়ে নাটাইপুজো ব্রত সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী বা গল্প বলতেন, আমরা সেই কাহিনী বা গল্প মনোযোগ সহকারে শুনতাম। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে। হারিয়ে যেতে বসেছে বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতি।

(লেখক মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com **এবং** uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সিংহদ্বার, হাজত ৪। গাছের পাতা, বাঁশের পাতলা ফালি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আসন বিশেষ ৫। বন্যা ৭। দুর্দান্ত, অতিদুরন্ত বা অশান্ত ৮। বৃহস্পতিবার ৯। দেব চিকিৎসক বিশেষ, যে চিকিৎসা রোগ নিরাময়ে কখনও ব্যর্থ হন না ১১। দেবতার মূর্তি, কলহ, বিবাদ ১৩। হাতি ১৪। ছোট ঝলক বা চমক, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা ১৫। সুগন্ধ কাঠবিশেষ বা তার গাছ

উপর–নীচ : ১। সুফল, লাভ, উপকার ২। অনাবশ্যক ঝগড়া বা মনকষাকষি ৩। নাচগানের আসর বা মজলিশ ৬। সুপুষ্ট, গোলগাল, কমনীয় হৃষ্টপুষ্ট ৯। তিরস্কার, বকুনি ১০। বৃষ্টির শব্দ, নূপুরের শব্দ ১১। বিকশিত, চুলহীন ১২। হোম, আহুতি

সমাধান ■ ৩৯৮৯

পাশাপাশি : ১। জনপদ ৩। হারেম ৫। হরিমটর ৭। কথক ৯। অলক ১১। বকধার্মিক ১৪। কপালি ১৫। কালাজিন

উপর–নীচ : ১। জনলোক ২। দশাহ ৩। হালুম ৪। মন্দির ৬। টহল ৮। থমক ১০। কণ্ঠলীন ১১। বর্ণিক ১২। ধামালি ১৩। কড়কা

ভাইরাল

অভিনব প্রতিবাদ : জলে ডোবানো ছয় বিশ্বনেতার মূর্তি। সোমবার জি২০ সম্মেলন শুরু রিও ডি জেনিরোতে। জলবায়ু ও জীব বৈচিত্র্যের সংকট কাটাতে ব্যর্থতার অভিযোগে বাইডেন, শি জিনপিং, উরসুলা ভন, নরেন্দ্র মোদি, ভ্লাদিমির পুতিন, শিগেরু ইশিবার বিরুদ্ধে সোচ্চার সেখানকার বাসিন্দারা।

হুমকি এবার রিজার্ভ ব্যাংককেও

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : দেশের একাধিক অসামরিক বিমান সংস্থা, স্কুল এবং হোটেলের পর এবার বোমাতঙ্কের কবলে রিজার্ভ ব্যাংকও। রবিবার মুম্বইয়ে আরবিআইয়ের সিআইএসএফের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে ফোন করে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেয় এক ব্যক্তি। নিজেকে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সিইও বলে পরিচয় দেয় সে। তড়িঘড়ি বিষয়টি মুম্বই পুলিশকে জানানো হয়। আরবিআইয়ের নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু কোথাও কোনও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। যদিও এই হুমকি ফোনকে হালকাভাবে নিতে রাজি নয় পুলিশ। ইতিমধ্যে এই হুমকি ফোনের তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। গত দু-মাসেরও বেশি সময়ে একাধিক আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় বিমানে বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু স্কুল, কলেজের পাশাপাশি গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের একাধিক বিলাসবহুল হোটেলেও উড়ো ফোন এসেছিল। একের পর এক বোমাতঙ্কের ফোনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তল্লাশি এবার শারদের ব্যাগে

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের মুখে এবার তল্লাশি হল এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের ব্যাগে। রবিবার নির্বাচন কমিশনের একটি দল বারামতীর হেলিপ্যাডে বর্ষীয়ান নেতার হেলিকপ্টার এবং ব্যাগে তল্লাশি চালায়। শোলাপুরে একটি নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন পাওয়ার। তার আগে এই ঘটনা ঘটে। মহারাষ্ট্রের ভোটে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে একাধিক শীর্ষনেতার ব্যাগ ও হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছে। শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের ব্যাগে তল্লাশি চালানোর পর তিনি বিষয়টি নিয়ে কমিশনকে খোঁচা দিয়েছিলেন। শাসক বিজেপি এবং মহাযুতির নেতাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। তারপর মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অজিত পাওয়ার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র হেলিকপ্টার ও ব্যাগপত্র তল্লাশি করে কমিশন। মহারাষ্ট্রের ভোটে যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রয়েছে সেটা বোঝাতেই এই সক্রিয় পদক্ষেপ করেছে তারা। শনিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির হেলিকপ্টারেও তল্লাশি চালানো হয়। মহারাষ্ট্রে বুধবার বিধানসভা ভোট।

নাইজিরিয়ায় সম্মানিত মোদি

আবুজা, ১৭ নভেম্বর : ত্রিদেশীয় সফরের প্রথম ধাপে নাইজিরিয়া পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রথম নাইজিরিয়া সফর করছেন তিনি। শনিবার আবুজা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সেদেশের প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনিবু। মোদিকে দেখতে বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম স্লোগান ওঠে বারবার। রবিবার তাঁকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান 'দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অব দ্য অর্ডার অব দ্য নাইজার' প্রদান করা হয়। মোদি হলেন দ্বিতীয় বিদেশি যাঁকে এই সম্মান দেওয়া হল। এর আগে ১৯৬৯-এ নাইজিরিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছিলেন ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। এদিন প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনিবুর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিবুর উদ্দেশে মোদি বলেন, 'ভারত ও নাইজিরিয়ার মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করতে আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। গতবছর ভারতের সভাপতিত্বে হওয়া জি২০ সম্মেলনে নাইজিরিয়া প্রথমবার অতিথি দেশ হিসেবে যোগ দিয়েছিল।'

নাইজিরিয়ায় নরেন্দ্র মোদিকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হচ্ছে। রবিবার।

এক্স হ্যান্ডেলে নাইজিরিয়া সফরের নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে মোদি লিখেছেন, 'নাইজিরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়রা যেভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন তা দেখে আমি অভিভূত।' অন্য একটি পোস্টে নাইজিরিয়ায় কর্মরত মারাঠাদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'নাইজিরিয়াবাসী মারাঠারা নিজেদের ভাষায় কথা বলছিলেন। তাঁরা যে এখনও নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেটা দেখে ভালো লাগল।' দিনকয়েক বাদেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নাইজিরিয়াবাসী মহারাষ্ট্রের বাসিন্দাদের নিয়ে মোদির পোস্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। নাইজিরিয়া থেকে এদিনই ব্রাজিলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর।

বাংলাদেশে ডেঙ্গিতে মৃত চার শতাধিক

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশকে নতুনের পথে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে বাংলাদেশে ডেঙ্গি পরিস্থিতি যেভাবে ভয়াবহ আকার নিচ্ছে তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে ৪০০-রও বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৭৮,৫৯৫ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত। অসময়ে বৃষ্টিকেই এর জন্য দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক কবিরুল বাশার বলেন, 'আমরা অক্টোবরেও বর্ষাকালের মতো বৃষ্টি পেয়েছি এবার। এটা অস্বাভাবিক। আবহাওয়ার এরকম খামখেয়ালি আচরণের জন্য এডিশ ইজিপ্টাই মশার বংশবৃদ্ধি হয়েছে।'

যে সমস্ত শহরে ঘনবসতি রয়েছে সেখানে ডেঙ্গি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় দ্রুত চিকিৎসা করানোর বার্তাও দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বাশার জানিয়েছেন, ডেঙ্গি রুখতে দেশজুড়ে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। গতবছর ডেঙ্গিতে ১৭০৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩,২১,০০০ জন। তবে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলির যা অবস্থা তাতে ডেঙ্গি আক্রান্তদের চিকিৎসা করাতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হচ্ছেন তাঁদের পরিবার পরিজনেরা। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গি মোকাবিলায় একাধিক সুরক্ষাবিধি গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে মূল সমস্যার সুরাহা কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

আপাতত ভোট নয়, স্পষ্ট ইউনূসের কথায়

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর : শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকলেও দ্রুত নির্বাচন করানোর ব্যাপারে প্রায় একমত অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস রবিবার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট, আপাতত নির্বাচনের কোনও সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশে। বরং নির্বাচনি সংস্কারের যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে তা যতদিন না মিটছে, ততদিন ভোটের পথে পা বাড়াবে না অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ১০০ দিন সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইউনূস।

এদিনও শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান ইউনূস। তিনি বলেছেন, শুধু জুলাই-অগাস্টের হত্যাকাণ্ড নয়, গত ১৫ বছরের সমস্ত অপকর্মের বিচার করা হবে।

এদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের মোকাবিলায় এদিন বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ এবং বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সম্মিলিত জোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট নামে নতুন একটি মঞ্চ তৈরি করেছে। এদিন ইউনূস অবশ্য হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, যে সমস্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেগুলি মূলত রাজনৈতিক। কিন্তু যে প্রচার হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। ধর্মীয় আবরণের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে নতুন করে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'নির্বাচন সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত ভোটের রোডম্যাপও পাওয়া যাবে। নির্বাচনের ট্রেনযাত্রা শুরু হয়েছে। এটা আর থামবে না। তবে সংস্কারের জন্য নির্বাচনে কয়েক মাস বিলম্ব হতে পারে।' জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতা পুনর্দখল করেছিলেন শেখ হাসিনা। সেই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। ৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। ৮ তারিখ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। তিনি ক্ষমতায় আসার পরই বিএনপি সহ একাধিক রাজনৈতিক দল দ্রুত নির্বাচনি সংস্কার করে নতুন করে সাধারণ নির্বাচন করানোর আর্জি জানায়।

কিন্তু এদিন সেই আর্জি কার্যত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা মনে করি না, একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে দিলেই নির্বাচন আয়োজনে আমাদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার আমাদের এই সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। কয়েকদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন হয়ে যাবে। তারপর থেকে নির্বাচন আয়োজনের সমস্ত দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে।'

ইউনূসের সাফ কথা, 'দেশের কাছে বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ক্রমাগতভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকব, কী কী সংস্কার নির্বাচনের আগে করে নিতে চান? নির্বাচনের আয়োজন চলাকালীন কিছু সংস্কার হতে পারে। সেই সংস্কারের জন্য নির্বাচন কয়েক মাস বিলম্বিত করা যেতে পারে।' নোবেলজয়ীর সাফ কথা, 'আমরা দু-দিন পরে চলে যাব। কিন্তু আমাদের মাধ্যমে জাতির জন্য যে ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হল তা যেন কোনওভাবেই হাতছাড়া না হয়।'

হাসপাতালে আগুন দুর্ঘটনা মত কমিটির

ঝাঁসি, ১৭ নভেম্বর : উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা। প্রাথমিক তদন্তের পর এই কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার নিযুক্ত দুই সদস্যের কমিটি। শুক্রবার রাতে মেডিকেল কলেজে সদ্যোজাতদের আইসিইউ বিভাগে আগুন লেগেছিল। ঘটনায় ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়। ১৬টি শিশুকে অসুস্থ অবস্থায় অন্যান্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রবিবার তাদের মধ্যে ১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১। আগুন লাগার ঘটনায় মেডিকেল কলেজের দুর্বল পরিকাঠামোর দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধী দলগুলি। রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করেছেন সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেননি। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য সরকার। কমিটির সদস্য করা হয়েছে ঝাঁসির কমিশনার বিপুল দুবে এবং ডিআইজি কলানিধিকে। সেই কমিটিও প্রাথমিক রিপোর্টে দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছে।

সূত্রের খবর, রিপোর্টে আইসিইউ বিভাগের সুইচবোর্ডে শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লাগার কথা বলা হয়েছে। তবে আইসিইউতে পাইপের মাধ্যমে ছাদ থেকে কেন জল ছেটানোর ব্যবস্থা ছিল না সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিভাগের চিকিৎসকদের বক্তব্য, সদ্যোজাতদের চিকিৎসার কথা ভেবেই ওয়ার্ডে ছাদ থেকে জল ছেটানোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

মৃত আরও ১ শিশু

সূত্রটি জানিয়েছে, শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ আগুন লাগার সময় আইসিইউতে ২ জন চিকিৎসক ও ৬ জন নার্স ছিলেন। এছাড়া কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিভাগে ভর্তি থাকা শিশুদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যান তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে আগুন-ধোঁয়ায় গুরুতর অসুস্থ একাধিক শিশুর অবস্থার অবনতি ঘটে।

মহারাষ্ট্রে উদ্ধার বিপুল গয়না, সোনার বিস্কুট

মুম্বই, ১৭ নভেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে মহারাষ্ট্রে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপো উদ্ধার করল পুলিশ। শুক্রবার মুম্বই থেকে ৮০ কোটি টাকার রুপো বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। তার জের কাটতে না কাটতেই শনিবার নাগপুরে বিস্কুট এবং গয়না মিলিয়ে ১৪ কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এক আধিকারিক বলেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনা গুজরাটের একটি সংস্থার। রাস্তায় নাকা তল্লাশি চালানোর সময় ওই সোনা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপো উদ্ধার হওয়ার ঘটনা নিয়ে রবিবার মুখ খোলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে তিনি এদিন একটি জনসভায় বলেন,

বিজেপির লোকজন পুলিশের মাধ্যমে টাকা ছড়াচ্ছে। যদি একটি সরকার এভাবে টাকা ছড়ায় তাহলে দেশে গণতন্ত্র কি বাঁচবে? মোদি এমনটাই করেন। পুলিশদের বলছি, সাবধানে কাজ করুন।' ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে যোগ দিয়েছিলেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। নাগপুরে একটি রোডশোও করেন তিনি। পরে গড়চিরৌলিতে একটি জনসভা করেন প্রিয়াংকা। তিনি বলেন, 'মোদি শুধু এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় বলেন। ওঁর আমলে তো শুধু আদানিই সুরক্ষিত রয়েছেন। বিজেপি নেতারা শুধু ফাঁপা প্রতিশ্রুতি দেন।'

সহমত শি-জো

লিমা ও ওয়াশিংটন, ১৭ নভেম্বর : বিভিন্ন বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন আদায় কাঁচকলায়। এবার একটা বিষয়ে একমত হল বিশ্বের দুই প্রথমসারির দেশ। শুধু একমত হওয়াই নয় সমঝোতায় পৌঁছোল। তা হল, পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রক যেন এআই না হয়। তা মানুষের হাতে থাকুক।

শনিবার দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর রাজধানী লিমায় এশিয়া প্যাসিফিক কো-অপারেশন সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তায় একমত হয়েছেন। দুই নেতার সম্মতির বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র। সামরিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তির উন্নতিসাধনে সম্ভাব্য ঝুঁকির ওপরেও খেয়াল রাখার উপর জোর দিয়েছেন দুই গোলার্ধের দুই রাষ্ট্রনেতা।

আমেরিকা ও চিনের ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, চিনের কাছে বর্তমানে ৫০০টি অপারেশনাল পারমাণবিক ওয়্যারহেড রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে তা ১০০০-এ ছাড়িয়ে যাবে। গত কয়েক মাস ধরে ওয়াশিংটন পরমাণু অস্ত্র নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে বেজিংকে। এই

পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে এআই নয়

পরিস্থিতিতে পরমাণু অস্ত্রের সুরক্ষা ও তার ব্যবহারে এআই যেন মানুষকে ছাপিয়ে না যায়, এই বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়েছে আমেরিকা ও চিন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

জিনপিংয়ের সঙ্গে বাইডেনের বৈঠকে তাইওয়ান প্রসঙ্গটিও উঠেছে। সূত্রের খবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বশাসিত তাইওয়ান চাইলেও, বেজিং বুঝিয়ে দিয়েছে, তাইওয়ান তাদেরই ভূখণ্ড।

উদ্বেগে প্রাক্তন 'র'কর্তা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী শিখ ফর জাস্টিসের আমেরিকাবাসী নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে র-এর প্রাক্তন আধিকারিক বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও জোরালো

প্রমাণ পেশ করতে পারেনি মার্কিন সরকার। কিন্তু আমেরিকার অভিযোগের জেরে তাঁর প্রাণসংশয় ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিকাশ। অক্টোবরে মার্কিন আদালতে বিকাশের বিরুদ্ধে চার্জ গঠিত হয়েছে।

দিল্লির এক আদালতে তিনি জানিয়েছেন, খালিস্তানপন্থী জঙ্গি পান্নুনকে খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠার পরেই তাঁর নাম ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর ছবি-ঠিকানা সহ নানা তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে। প্রাণের ঝুঁকি থাকায় তাঁর পক্ষে আদালতে হাজিরা দেওয়া কঠিন। লোকেশন ট্র্যাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অনলাইন হাজিরা থেকেও অব্যাহতি চান

পান্নুন খুনে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

তিনি। বিকাশের আবেদনের ভিত্তিতে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে আদালত। তোলাবাজি সংক্রান্ত একটি মামলায় অভিযুক্ত বিকাশকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশ। বর্তমানে জামিনে রয়েছেন তিনি। সেই মামলার শুনানিতেই প্রাণহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন র-কর্মী।

তথ্য তালাশ

মোটরবাইক প্রেম

দু-চাকার প্রেম। তবে সাইকেল নয়, মোটরবাইক। দু-চাকার যানটির প্রতি ভালোবাসা অনেকেরই। দু-চাকায় সওয়ার হয়ে নিমেষে পৌঁছানো যায় গন্তব্যে। এক্ষেত্রে বাইক প্রেমীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ এশিয়ায়। সেদেশের ৮৭ শতাংশ গৃহস্থালিতেই রয়েছে মোটরবাইক। শতাংশের হিসাবে বেশ অনেকখানি পিছিয়ে ভারত। রইল তালিকা...

১. থাইল্যান্ড – ৮৭%
২. ভিয়েতনাম – ৮৬%
৩. ইন্দোনেশিয়া – ৮৫%
৪. মালয়েশিয়া – ৮৩%
৬. ভারত -৪৭%

মস্কোর হামলা

কিভ, ১৭ নভেম্বর : কড়া শীতের চাদরে এবার ঢাকা পড়বে ইউক্রেন। উত্তর গোলার্ধের ইউক্রেন সেই প্রস্তুতি নেওয়ার মুখে ভয়ংকর ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালালো রাশিয়া। ইউক্রেনের বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ধুলোয় মিশিয়ে দিতে রাজধানী কিভ সহ বিভিন্ন শহরে রবিবার ভোরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ক্রেমলিন। ১২০টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। ড্রোন হামলা হয়েছে ৯০টি। চলতি বছরের অগাস্টের পর ইউক্রেনে এত বড় হামলা চালায়নি মস্কো। মৃত্যুর খবর নেই।

শোকসভায় হাজির 'মৃত' সেই তরুণ

আহমেদাবাদ, ১৭ নভেম্বর : মৃত্যুর পর পারলৌকিক কাজের সময় আত্মা প্রিয়জনদের দেখতে আসে, এমন কথা শোনা যায়। কিন্তু নিখোঁজ রয়েছেন, এমন ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের পর পরিজনেরা তা শনাক্ত করে শেষকৃত্য করেছেন। তারপর মৃতের স্মরণে আয়োজিত সভায় সেই ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত। অবাক করা হলেও, বৃহস্পতিবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল গুজরাটের মেহসানা। ৪৩ বছরের ব্রিজেশ সুথার তাঁর শোকসভায় সেদিন ফিরে এলেন। তিনি ২৭ অক্টোবর নারোদা থেকে নিখোঁজ হন। পরিবারের সদস্যরা প্রচুর খোঁজাখুঁজির পর ১০ নভেম্বর পুলিশে ডায়েরি করেন। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, ব্রিজেশ কিছু জায়গায় বিনিয়োগ করে চাপে পড়ে যান। মানসিক বিপর্যয় ঘটে তাঁর। বেপাত্তা হন। ব্রিজেশের মা বলেছেন, 'সমস্ত জায়গা খোঁজা হয়। ওর ফোন বন্ধ ছিল। পুলিশের দেখানো দেহ ফুলেফেঁপে ঢোল হওয়ায় আমরা ভুল দেহ শনাক্ত করেছি।' তাহলে কার দেহ দাহ করা হল এই প্রশ্নে তোলপাড় পুলিশ-প্রশাসন। চাঞ্চল্য এলাকায়।

দল পথভ্রষ্ট, আপ ত্যাগ দিল্লির মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে ধাক্কা খেল আপ। রবিবার দিল্লি সরকারের পরিবহণমন্ত্রী কৈলাস গেহলট পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। একইসঙ্গে আপ থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন কৈলাস। দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি লিখে নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন তিনি। আর তা জানাতে গিয়ে আপ যে ক্ষমতা দখলের পর থেকে ক্রমাগত পথভ্রষ্ট হয়েছে সেই বার্তাও ঠারেঠোরা জানিয়ে দিয়েছেন নজফগড়ের বিধায়ক। এদিকে কৈলাশের দলত্যাগের মধ্যে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক অনিল ঝা রবিবার আপে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দলে স্বাগত জানান আপের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

আপ অবশ্য দাবি করেছে, ইডি, সিবিআইয়ের চাপে মন্ত্রিত্ব ও দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন কৈলাস গেহলট। তিনি যে বিজেপির দিকেই পা বাড়িয়ে রয়েছেন সেকথাও জানিয়ে দিতে ভোলেনি আপ। উলটোদিকে বিজেপির বক্তব্য, আপ নেতারা যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আর সৎ নেতা বলে ভাবেন না সেটা এই দলত্যাগের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার। ২০২৫-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। সেদিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যে প্রচারের পারদ তুঙ্গে তুলতে শুরু করেছে শাসক-বিরোধী সবপক্ষ। এর মধ্যে কৈলাসের কুর্সি এবং দলত্যাগের ঘটনায় খানিকটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েছে আপ। পরিবহণের পাশাপাশি দিল্লির স্বরাষ্ট্র, প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্যপ্রযুক্তি এবং নারী ও শিশুকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দপ্তরের ভারও সামলাচ্ছিলেন তিনি। গোড়া থেকেই আপের সঙ্গে ছিলেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে তিনি যেভাবে দলের কাজকর্মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ

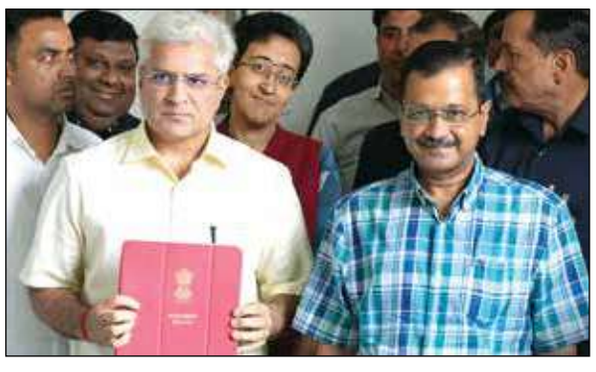

করেছেন তা ঝাড়ুবাহিনীকে বেকায়দায় ফেলেছে।

কেজরিওয়ালকে লেখা চিঠিতে তাঁর নতুন সরকারি বাংলো নিয়ে চলা বিতর্কেও ইন্ধন দিয়েছেন কৈলাস। বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে তিনি লিখেছেন, 'শিশমহলের মতো একাধিক বিড়ম্বনাকর ইস্যু রয়েছে। যার ফলে মানুষ প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন, আমরা কি আদৌ সাধারণ মানুষের দল।' দিল্লির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের টানাপোড়েন নিয়েও কটাক্ষ করেছেন কৈলাস। তিনি বলেছেন, 'দিল্লি সরকার যদি বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে দিল্লির প্রকৃত প্রগতি সম্ভব নয়।' দিল্লির আপ সরকার প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলেও তোপ দেগেছেন কৈলাস। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যমুনাকে স্বচ্ছ করে দেব। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারিনি আমরা।' আপ নেতারা অবশ্য কৈলাসের এমন ভোলবদলের জন্য সরাসরি বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে দায়ী করেছেন। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'বিজেপি তাদের ষড়যন্ত্রে সফল। এটা নীচুস্তরের রাজনীতি। বিজেপি লাগাতার চাপ দিয়েছে গেহলটকে। ইডি, সিবিআইও নিশানা করেছে। উনি এখন যে কথা বলছেন সেগুলি বিজেপির সাজানো চিত্রনাট্য।' অপরদিকে কৈলাসের পদত্যাগকে স্বাগত জানিয়েছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। তিনি বলেন, 'উনি একটি সাহসী পদক্ষেপ করেছেন।' শাহজাদ পুনাওয়ালা বলেন, 'আম আদমি পার্টি এখন খাস আদমি পার্টিতে পরিণত হয়েছে।'

সম্প্রতি একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, শিশুকে যদি প্রথম তিন বছর চিনিমুক্ত রাখা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে বেশ কিছু রোগের ঝুঁকি কমে। প্রথম জীবনে চিনি না খেলে টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে। উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমে ২০ শতাংশ।

সুস্থ থাকুন

সুস্থ থাকতে কাঁদুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানসিক চাপ ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কান্না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চোখের জলের মধ্যে রয়েছে লাইসোজাইম নামে এক ধরনের তরল, যা চোখের ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে। শরীর ও মনকে শিথিল করে।

ডায়াবিটিকদের জন্য শীতকালীন সতর্কতা

ধীরে ধীরে শীত পড়া শুরু হয়েছে। দিনেরবেলায় তেমন ঠান্ডা বোধ না হলেও রাতে এবং ভোরের দিকে ভালো ঠান্ডা লাগে। শীত মানে আনন্দ, ভ্রমণ, ক্রিসমাস, পৌষমেলা, সুস্বাদু খাবার আরও কত কী! কিন্তু ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের শীতকালে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হয়। কারণ ডায়াবিটিসের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু রোগ ও উপসর্গ শীতকালে আরও বাড়ে। লিখেছেন শিলিগুড়ির ডাঃ মোহনস ডায়াবিটিস স্পেশালিটি সেন্টারের কনসালট্যান্ট **ডাঃ মনদীপ আচার্য**

ডায়াবিটিস মেলিটাস একটি জটিল রোগ, যা রক্তে শর্করা বেড়ে গেলে হয়ে থাকে। এটি প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিনের ক্ষরণে ব্যাঘাত বা ক্ষরিত ইনসুলিনের কার্যক্ষমতার অভাবে হয়ে থাকে। এই উচ্চ রক্তশর্করা দীর্ঘমেয়াদে আমাদের কিডনি, চোখ, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে মস্তিষ্কে স্ট্রোক, হৃদযন্ত্রের অক্ষমতা, অন্ধত্ব, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির রোগ, পায়ের আঙুল কেটে বাদ দেওয়া, অটোনোমিক ও পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির মতো ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা হয়ে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে শীতকালে ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ, এই সময় শর্করার মাত্রা ওঠানামা করতে পারে।

ভ্যাকসিন এবং ডায়াবিটিস

শীতকালে কিছু শ্বাসনালির রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে। যেমন, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ও ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি)-এর তীব্র অবস্থা, শ্বাসনালির ঘনঘন সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি। ডায়াবিটিসে আক্রান্তরা এমন সংক্রমণের প্রতি খুব সংবেদনশীল, কারণ তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। এই ধরনের সংক্রমণ হলে শুধু রোগ সারতে দেরিই হয় না, বরং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হতে পারে। এমনকি বুকে গুরুতর সংক্রমণ এবং ডায়াবিটিক কিটো অ্যাসিডোসিস (প্রাণঘাতী ডায়াবিটিক জটিলতা) হতে পারে।

ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের জন্য ইনফ্লুয়েঞ্জা (প্রতি বছর অক্টোবর থেকে এপ্রিলের মধ্যে একবার), নিউমোনিয়া (প্রতি পাঁচ বছরে একবার) এবং শিঙ্গলস (হারপিস জস্টার, ৫০ বছর বয়সের পর একবার)-এর বিরুদ্ধে নিয়মিত টিকা নেওয়া অত্যন্ত উপকারী।

দূষণ এবং ডায়াবিটিস

শীতকালে বায়ু দূষণ বেশি হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণ ডায়াবিটিসের কারণ হতে পারে। পাশাপাশি এই বিষাক্ত দূষিত পদার্থ এবং কুয়াশার কারণে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, যা হাসপাতালে ভর্তি এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে। তাই শীতকালে নিয়মিত শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করানো উচিত এবং যে কোনও জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

শীতকালে খাদ্যাভ্যাস

শীতকাল মানেই উৎসব, কার্নিভাল, ছুটি, ঘোরাফেরা, পিকনিক, খাওয়াদাওয়া। আর খেতে কে না ভালোবাসে! এর সঙ্গে শরীরচর্চা করাটাও সমান জরুরি। যদিও উত্তরবঙ্গ এবং পাহাড়ি অঞ্চলের শীতল পরিবেশে দৈনিক শারীরিক যোগাভ্যাস খুব কমই হয়। যাঁরা একাধিক ইনসুলিন ইনজেকশন নিচ্ছেন, তাঁরা হয়তো ভুলে যান বা কোথাও ঘুরতে গেলে ডোজ মিস করতে পারেন। সবকিছু মিলিয়ে এটি শর্করাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়ে দেয়। তাই ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের খাবার, শারীরিক কার্যকলাপ এবং ওষুধের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ গ্রুপ

টাইপ-১ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত শিশু, ৬৫ বছরের বেশি বয়সি, স্থূলকায় এবং বৃদ্ধ, যাঁদের রক্তচাপ, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ, স্ট্রোক, হৃদরোগের অতীত ইতিহাস, কিডনি প্রতিস্থাপন পরবর্তী সমস্যা রয়েছে, যাঁরা কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি নিচ্ছেন এমন ক্যানসার রোগীদের শীতকালে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হয়। কারণ রক্তে শর্করা এবং রক্তচাপের সূক্ষ্ম ওঠানামা (যেহেতু শীতকালে শর্করা ও রক্তচাপ উভয়ই বেড়ে যায়) তাঁদের বর্তমান শারীরিক অবস্থাকে আরও খারাপ করতে পারে।

ডায়াবিটিস ও সিজিএম (কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং)

শীতকালে বিশেষত ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের সুস্থ ও সক্রিয় থাকার চাবিকাঠি হল, রক্তে শর্করাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এর জন্য প্রয়োজন, আপনার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বারবার শর্করা পরীক্ষা করানো। তবে বাড়িতে গ্লুকোমিটার দ্বারা ব্লাড সুগার মনিটরিং (এসএমবিজি) অনেক কঠিন এবং ব্যথাযুক্ত হতে পারে। কারণ এর জন্য আঙুলে বারবার সূচ ফোটানো প্রয়োজন। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এসএমবিজির তুলনায় কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং (সিজিএম) কম ব্যয়বহুল এবং কম আক্রমণাত্মক। এতে রোগীরাও সন্তুষ্ট হয়।

অতএব সক্রিয় থাকুন, স্বাস্থ্যকর পুষ্টিকর খাবার খান, আপনার প্যারামিটারগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করুন, শীতে বিশেষ সতর্ক থাকুন এবং নিয়মিত আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ওয়াকিং নিউমোনিয়া

নামটা শুনেই বেশ অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে রোগটি যেন হেঁটে হেঁটে আসে। আদতে তা নয়।

আসলে এটি এমন এক নিউমোনিয়া যাতে আক্রান্ত মানুষ দুর্বল হয়ে পড়লেও দিব্যি তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন। তাই এর নাম ওয়াকিং নিউমোনিয়া।

তবে ওয়াকিং নিউমোনিয়াকে প্রায়শই সাধারণ সর্দিকাশি ভেবে ভুল করা হয়। কিন্তু যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে মারাত্মক জটিলতা হতে পারে। এই নিউমোনিয়া অ্যাটিপিকাল নিউমোনিয়া নামেও পরিচিত। তবে এটি ততটা মারাত্মকও নয়। কেউ ওয়াকিং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাঁর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না, বরং বাড়িতেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। সাধারণত মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়া নামক ব্যাকটিরিয়ার কারণে ওয়াকিং নিউমোনিয়া হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন নভি মুম্বইয়ের কনসালট্যান্ট পালমনোলজিস্ট ডাঃ শাহিদ প্যাটেল। তবে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়াল বা ভাইরাল ইনফেকশনও এর জন্য দায়ী হতে পারে।

ডাঃ প্যাটেলের কথায়, এই ধরনের নিউমোনিয়ার তীব্রতা হালকা হলেও বেশ অস্বস্তি বোধ থাকে। তাই কোনওভাবেই এই রোগ ফেলে রাখবেন না। সাধারণত শিশু ও তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ওয়াকিং নিউমোনিয়া বেশি দেখা যায়।

উপসর্গ

অবিরাম কাশি : ওয়াকিং নিউমোনিয়ার এটি সবথেকে সাধারণ উপসর্গ। এক্ষেত্রে কারও শুকনো কাশি হতে পারে, যা সপ্তাহখানেক এমনকি মাসখানেকও থাকতে পারে। একে সাধারণ সর্দিকাশি ভেবে ভুল করবেন না। এই ধরনের কাশি নিজে থেকে যায় না এবং সময়ের সঙ্গে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

জ্বর : হালকা থেকে মাঝারি জ্বর হতে পারে। সেইসঙ্গে শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের জ্বর লো-গ্রেডের হলেও দুর্বলতা ও ক্লান্তি সহজে যায় না।

অবসাদ : এই অবসাদ তখনই হয় যখন পর্যাপ্ত ঘুমোনোর পর বা বিশ্রাম নেওয়ার পরেও আপনি খুবই ক্লান্ত বা দুর্বল বোধ করেন। যাঁদের ওয়াকিং নিউমোনিয়া হয় তাঁরা প্রায়ই অবসাদে ভুগছেন বলে জানান, এমনকি রোগের তীব্রতা কম হওয়া সত্ত্বেও। এই অবস্থায় প্রতিদিনের কাজকর্ম করা মুশকিল হতে পারে।

বুকে ব্যথা : এই ধরনের নিউমোনিয়ায় বুকে তীক্ষ্ণ ব্যথা বা চাপ মনে হতে পারে। কেউ গভীর শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলে বা কাশি হলে তখন বুকে ব্যথা হতে পারে। বুকে এই ধরনের ব্যথা মারাত্মক না হলেও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

গলাব্যথা : এটি ওয়াকিং নিউমোনিয়ার প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি। অনেকেই একে সামান্য সমস্যা ভেবে এড়িয়ে যান। গলাব্যথার সঙ্গে কারও কারও মাথাব্যথাও হতে পারে। তবে মাথাব্যথার তীব্রতা একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকম হয়। এই সমস্যা প্রায়ই সাধারণ সর্দিকাশির মতো হয়। ফলে প্রাথমিক অবস্থাতেই একে ওয়াকিং নিউমোনিয়া হিসেবে শনাক্ত করা বেশ কঠিন।

চিকিৎসা

উপরিউক্ত কোনও উপসর্গ দেখা দিলে ফেলে না রেখে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। আপনার চিকিৎসক হয়তো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন, যেহেতু এটা ব্যাকটিরিয়ামের কারণে হয়ে থাকে। এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আপনার শরীরকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করবে এবং ক্রমে আপনি সুস্থ হবেন। ওষুধের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও করা জরুরি। প্রচুর জল খাওয়া, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া, ব্যালেন্সড ডায়েট এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবারও বলব, ডাক্তার দেখাতে ভুলবেন না, নয়তো অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

কাঁচা কলায় যত উপকার

পেটের সমস্যা হলেই কাঁচা কলা খেতে বলা হয়। তবে শুধু যে পেটের সমস্যা হলেই কাঁচা কলা খেতে হবে এমন নয়। পেট ভালো রাখতেও কাঁচা কলার জুড়ি মেলা ভার। তাছাড়া শরীরেরও নানা উপকার করে। যেমন -

- রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় কাঁচা কলা। ফলে ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য দারুণ কাজ করে কাঁচা কলা।
- নিয়মিত কাঁচা কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে তাঁরা প্রতিদিন কাঁচা কলার ঝোল খেতে পারেন। এতে হৃদযন্ত্রে চাপ কম পড়বে।
- যারা অ্যাসিডিটি, গ্যাস বা পেটের জটিল সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরা খাবার তালিকায় কাঁচা কলা রাখতে পারেন। এতে সমস্যা কমবে।
- কাঁচা কলা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে। তাছাড়া শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। ফলে বিপাক হার বাড়ে।
- কাঁচা কলায় রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

কেন খাবেন নাসপাতি

নাসপাতিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, বি ২, ই, ফলিক অ্যাসিডের মতো পুষ্টিকর উপাদান। ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, কপার, আয়রন সহ অন্যান্য মিনারেলেরও উৎস এই ফল। নাসপাতি থেকে যেসব উপকার পেতে পারেন -

- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে প্রতিদিন একটা করে নাসপাতি রাখুন খাদ্যতালিকায়।
- নাসপাতি ডায়াবিটিস প্রতিরোধ করে এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
- করোনারি থ্রম্বোসিস, হার্ট ব্লক, মায়োকার্ডিয়াল সংক্রমণ ইত্যাদি রোগে প্রতিদিন ২-৩ টুকরো নাসপাতি খেলে উপকার মিলবে।
- শিশুদের অ্যালার্জি হলে নাসপাতি দিতে পারেন। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমতে পারে।
- উচ্চমাত্রায় মিনারেল থাকায় নাসপাতি ক্যালসিয়ামের জোগান দেয়।
- নাসপাতিতে রয়েছে ৬ গ্রাম সলিউবল ফাইবার, যা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।
- এটি হাড়ের ক্ষয় রোধ করে।
- টানা দু'সপ্তাহ নাসপাতির রস খেলে চুল পড়া ও খুশকির সমস্যার সমাধান হয়।
- মাড়ির ক্ষয় দূর করতেও নাসপাতি সাহায্য করে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

পেটের টানে।। *তিস্তাস্পারে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।*

সবজির অগ্নিমূল্যের প্রভাব ঘরের হেঁশেল থেকে ছোট-বড় হোটেলে

স্যালাডে পেঁয়াজ কম, মুলো বেশি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : বাজার আগুন! ফলে স্বভাবতই প্রভাব পড়েছে বাড়ির রান্নাঘর থেকে ফাস্ট ফুডের দোকানে। দিনকে দিন আকাশছোঁয়া হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে সবজির দাম। এতে ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে পাইস হোটেলে ২-৫ টাকা করে বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন আইটেমের দাম। শুধু তাই নয়, বিকেলের মুখরোচক চপ, চাউমিনে যেমন পেঁয়াজের পরিমাণ কমেছে, তেমনই দুপুরে ভাতের পাতের স্যালাডে পেঁয়াজের জায়গা দখল নিতে শুরু করেছে মুলো। দোকান চালাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে ছোট ফাস্ট ফুড বিক্রেতা সহ পাইস হোটেলের মালিকদের।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রিনা মণ্ডলের পাইস হোটেল। সেখানে প্রায় সময় ভিড় দেখা যায়। রবিবার দুপুর নাগাদ ঢুঁ মারতে দেখা গেল, ভাতের পাতে দেওয়া স্যালাডে পেঁয়াজের সঙ্গে ঝিরিঝিরি করে কাটা রয়েছে মুলো। তিনি বললেন, 'পেঁয়াজের কিলো প্রায় ৮০ টাকা, লংকা ১০০। শুধু তো স্যালাডে নয়, মাছ-মাংস-ডিম থেকে ডাল, ফোড়ন সবেতেই পেঁয়াজ মাস্ট। সেখানে পেঁয়াজ-লংকা ছাড়া কিছুই চলবে না। এত দামের কারণে নিরামিষ খাবারের প্লেটেও ৫ টাকা বাড়িয়েছি।'

অন্যদিকে, পুরি-সবজি বিক্রেতা হরিপ্রসাদ মণ্ডলের কথায়, 'আগে দুটো পুরি-সবজি ১০ টাকা নিতাম। এখন আলু-ফুলকপি সবজি দিয়ে এই টাকায় লাভ হয় না। তাই এখন ৩টে পুরি দিয়ে ২০ টাকা করে নিচ্ছি।' পাশাপাশি শহরের বেশ কিছু ফাস্ট ফুডের দোকানে দেখা গেল হাফ প্লেট মোমোতে ৪টে হয়ে গিয়েছে, আগে যা ছিল ৫টা। মোমো, পেঁয়াজি, পকোড়া- সবেতেই অল্প পরিমাণ পেঁয়াজের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে বাঁধাকপি, স্কোয়াশ।

এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েরই হস্তক্ষেপ জরুরি বলে জানান জলপাইগুড়ি শহরের খাদ্যরসিক নীলাশ্রী মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'আমরাও বুঝি ওঁদের সমস্যা। কেননা আমাদেরও রান্নাঘরেও একই অবস্থা। মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েই হস্তক্ষেপ করা উচিত। তা না হলে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলে পথে বসবে।'

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিদিনই শহরের প্রতিটি বাজারে টিম মেম্বাররা দামের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। আশা করছি সকলের যৌথ প্রয়াসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

রবিবার জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার, বৌবাজার, স্টেশন বাজার, বয়েলখানা বাজারে আলু-পেঁয়াজ-লংকার দাম ছিল আকাশছোঁয়া। আলু ৩৫-৪০, নতুন আলু ৬০-৭০, পেঁয়াজ ৮০-৮৫, লংকা ১০০ টাকা, রসুন ১৬০-১৭০ টাকা কেজি।

সবমিলিয়ে বর্তমান বাজারদরে শুধু যে পকেটেই টান ধরেছে তা নয়, আনুষঙ্গিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়েছে। ছোট-বড় ব্যবসায়ী থেকে টোটোচালক, শ্রমজীবী সহ সাধারণ মানুষের এখন একটাই বুলি, 'জিনিসপত্রের যা দাম কী করে চলবে সংসার!'

মূল্যবৃদ্ধির জের

- কিছু দোকানে নিরামিষ প্লেটের দাম বেড়েছে ৫ টাকা
- আগে দুটো পুরি-সবজি ছিল ১০ টাকা, এখন তিনটে পুরি ২০ টাকা
- হাফ প্লেটে মোমোর সংখ্যা পাঁচ থেকে কমে হয়েছে চার
- মোমো, পকোড়া, চপ থেকে চাউমিন- সবেতেই কমেছে পেঁয়াজের পরিমাণ

করলায় ছাড়া হল নদীয়ালি মাছের পোনা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শহরের বিভিন্ন বাজারে ফর্মালিনযুক্ত মাছ কিংবা বাইরের থেকে আসা মাছের জোগান থাকলেও স্থানীয় করলা নদীর মাছ প্রায় পাওয়াই যায় না। তাই নদীতে মাছের ভারসাম্য রক্ষা করতে রবিবার একটি প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনের তরফে ২০ কেজি রুই, কাতল, বাটা, মৃগেল মাছের পোনা ছাড়া হল।

সংগঠনটির এই উদ্যোগে শামিল হয়েছিলেন জলপাইগুড়ি বনাঞ্চলের ডিএফও বিকাশ ভি। সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে তিনিও নিজে হাতে মাছের চারা নদীতে ছাড়েন। কর্মসূচি শেষে তিনি বলেন, 'করলা নদীতে প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন দূষণের ছবি স্পষ্ট। কিন্তু এটা আমাদের সবাইকে মিলে উদ্যোগ নিয়ে ঠিক করতে হবে। বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়াদের যুক্ত করে তাদের দিয়ে মাছের সমীক্ষা করানো যেতে পারে। আমাদের শুধু মাছ ছাড়লেই হবে না, মাছেরা যাতে পর্যাপ্ত খাবার পায় এবং এদের আগামী প্রজন্ম যাতে দূষণে নষ্ট না হয় সেটা দেখার দায়িত্বও নিতে হবে।'

করলার দূষণ এবং মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বহুবার সোচ্চার হয়েছেন পরিবেশপ্রেমী, মৎস্যজীবী সহ সাধারণ মানুষ। কিন্তু করলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেভাবে সরকারি কোনও পদক্ষেপ করা হয় না। বিশেষ করে প্লাস্টিক দূষণ, শীতে নদীর জলপ্রবাহ কমে যাওয়া এবং নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় স্থানীয় মাছ পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় নদীর খাদ্যশৃঙ্খল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে এই উদ্যোগ বলে ওই সংগঠনটি জানিয়েছে।

এ বিষয়ে ওই সংগঠনের কনভেনার দীপাঞ্জন বক্সী বলেন, 'করলা নদীর দূষণ প্রতিদিন বাড়ছে। আর শীতের সময় এই নদীর জল কমে যাওয়ায় মাছের সংখ্যাও কমে যায়। আমরা প্রতি বছর নদীতে এই ঋতুতে মাছ ছাড়ি। এবছরও তাই করলাম। দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কোনওভাবে তিস্তার ক্যানালের জল যদি এই করলায় ছাড়া যায় তাহলে এই নদীর জীববৈচিত্র্য আমরা রক্ষা করতে পারব। আমাদের উদ্দেশ্য, নদী এবং জলাশয়ে যাতে মাছের সংখ্যা বাড়ে।'

পাশাপাশি এদিন ডিএফও বনাঞ্চলের রাস্তায় প্লাস্টিক, বোতল এবং অন্যান্য বর্জ্য না ফেলা নিয়ে মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা দেন। তাঁর কথায়, 'এখন হাতি, লেপার্ডদের প্রজননের সময়। এই সময় তাঁরা নিজের শিশুকে বাঁচাতে বেশি হিংস্র হয়ে থাকে। তাই চা বাগিচা এবং বনাঞ্চলে সাধারণ মানুষকে আরও সজাগ হতে হবে। বিশেষ করে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার শিশু, বয়স্কদের সাবধানে রাখতে হবে।' সেইসঙ্গে বন বিভাগের কুইক রেসপন্স টিম সর্বদা সজাগ রয়েছে। পশুদের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে এসব ক্ষেত্রে বনবিভাগকে জানানোর আর্জি জানান তিনি।

মাছের পোনা ছাড়ছেন প্রকৃতিপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ি বনাঞ্চলের ডিএফও। রবিবার।

ভারসাম্য রক্ষায়

- করলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেভাবে সরকারি পদক্ষেপ করা হয় না
- প্লাস্টিক দূষণ, জলপ্রবাহ ও নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় স্থানীয় মাছ পাওয়া মুশকিল
- নদীতে মাছের ভারসাম্য রক্ষা করতে রবিবার ২০ কেজি রুই, কাতল, বাটা, মৃগেল মাছের পোনা ছাড়া হল

> আমাদের শুধু মাছ ছাড়লেই হবে না, মাছেরা যাতে পর্যাপ্ত খাবার পায় এবং এদের আগামী প্রজন্ম যাতে দূষণে নষ্ট না হয় সেটা দেখার দায়িত্বও নিতে হবে।
>
> **-বিকাশ ভি**
> ডিএফও

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ময়নাগুড়িতে অবাধে জলের ব্যবসা

যত্রতত্র মিনি ফ্যাক্টরি

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় তুলে ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ি বাড়ি গজিয়ে উঠেছে পানীয় জলের মিনি ফ্যাক্টরি। ময়নাগুড়ি শহরে অন্তত এমন ৩০টি বাড়ির হদিস মিলেছে। সেখানে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নিজেরাই সরাসরি জারভর্তি করে বিক্রি করছেন। পাইপ দিয়ে সরাসরি বড় জারে জল ভরে রেডিমেড সিল দিয়ে মুখবন্ধ করা হচ্ছে। অধিকাংশের পুরসভার অনুমতি কিংবা ট্রেড লাইসেন্স নেই।

ভূগর্ভস্থ জল এভাবে তোলা কতটা বৈধ এবং পানযোগ্য কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শহরে পানীয় জল পরিষেবা কার্যত বিপর্যস্ত। সেই সুযোগে স্বাস্থ্য বা পরিবেশে না মেনেই অবাধে দেদার বিক্রি হচ্ছে জারভর্তি জল। বাধ্য হয়ে সেই জল পান করছেন শহরবাসী।

শহরের ওইসব জল ফ্যাক্টরির ৯৫ শতাংশের বৈধ নথিপত্র নেই। ভূগর্ভস্থ জল তুলে প্রক্রিয়াকরণেও কোনও সতর্কতা বা সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানার বালাই নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরাসরি ভূগর্ভস্থ জল তুলে টোটোচালকরা পাইপ দিয়ে সরাসরি জারে ভরছেন। জারের মুখে গ্লাভসহীন হাতেই পরানো হচ্ছে আগাম সিল করে রাখা রেডিমেড ছিপি।

শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই বসতবাড়ির ভিতর এমন কারখানা রয়েছে। শহরে সংখ্যাটা কমপক্ষে ৩০টি। গোটা ময়নাগুড়ি ব্লকে সংখ্যাটি দাঁড়াবে অন্তত ৬০-এর বেশি। শহর লাগোয়া ইন্দিরা মোড়ে এমনই এক কারখানার অপরিচ্ছন্নতা রীতিমতো বিবমিষার উদ্রেক করে। বিষয়টি সম্পর্কে অন্ধকারে পুরসভা থেকে ব্লক প্রশাসন। শিশু থেকে প্রবীণ সবার এই জলই ভরসা।

পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষনগরের বাসিন্দা বৈদ্যনাথ দে বাড়ির এক ঘরে যন্ত্রপাতি বসিয়ে ভূগর্ভস্থ জল তুলে জার (কুড়ি লিটার) প্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করছেন। তিনি স্বীকার করেন, তাঁর কাছে এজন্য কোনও বৈধ নথিপত্র নেই। ভূগর্ভস্থ জল তুলে টোটোচালক রাজেশ সেন নিজেই সরাসরি জারে ভরছেন। পরে নিজেই রেডিমেড সিল করা মুখ দিয়ে জারের মুখ আটকে দিচ্ছেন। রাজেশ বলেন, 'মালিকের নির্দেশমতো কাজ করছি।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা রজত সূত্রধরের কথায়, 'এক বছর হয়েছে চালু করেছি। ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। এছাড়া আর অন্য কোনও নথি নেই।' শহরের ইন্দিরা মোড়ের রণদীপ সেনও বাড়ি বাড়ি জল দেন। চার বছর আগে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে এই ফ্যাক্টরি চালু করেন। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে জল তোলা হচ্ছে। রণদীপ জানান, স্ত্রী নূপুর বণিক সেনের নামে লাইসেন্স রয়েছে। বৈধ নথিপত্র তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

এমন ব্যবসার কোনও সংগঠন নেই। বেশ কয়েক বছর আগে একটি কমিটি ছিল। সেসময় সম্পাদক ছিলেন রাজু রাউত। তিনি জানান, নির্দিষ্ট একটি এজেন্সি নথিপত্র তৈরি করছে। এজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশের কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই বলে স্বীকার করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস।

পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দাবি, শহরে জল পরিষেবা দিতে পুরসভা ব্যর্থ। অনেকে জার নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসের জলের কল থেকে দৈনিক জল আনেন। কিন্তু সবার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই জার কিনতে হয়।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের অলোক চক্রবর্তীর কথায়, 'জারে যে কী জল দিচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু বাধ্য হয়ে কিনতে হচ্ছে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'পুরসভা থেকে এজন্য কেউই ট্রেড লাইসেন্স নেননি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'পানীয় জল নিয়ে অবহেলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পুর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে শীঘ্রই যৌথ অভিযানে নামা হবে।' এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে জলসম্পদ দপ্তরে বারবার ফোন করেও কাউকে পাওয়া যায়নি।

ভূগর্ভস্থ জল তুলে পাইপের মাধ্যমে সরাসরি জারভর্তি চলছে।

> পুরসভা থেকে এজন্য কেউই ট্রেড লাইসেন্স নেননি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **-মনোজ রায়**
> ভাইস চেয়ারম্যান

পানীয়তে বিপদ

- পাইপ দিয়ে সরাসরি বড় জারে জল ভরে রেডিমেড সিল দিয়ে মুখবন্ধ করা হচ্ছে
- ময়নাগুড়িতে অন্তত এমন ৩০টি বাড়ির হদিস মিলেছে
- অধিকাংশের অনুমতি কিংবা ট্রেড লাইসেন্স নেই
- ভূগর্ভস্থ জল এভাবে তোলা কতটা বৈধ এবং পানযোগ্য তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে

মালবাজারে বর্ষার জল সংরক্ষণ দাবি

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৭ নভেম্বর : খরার সময় মাল শহরের বেশিরভাগ টাইমকলের সামনে লম্বা লাইন দেখা যায়। জলের পরিমাণও কম। পাতকুয়োগুলি শুকিয়ে আসে। এই সমস্যা সমাধানে শহরে বর্ষার জল সংরক্ষণের দাবি উঠছে। পুর চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির কথায়, 'জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শহরে জলসংকট দেখা যায়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বর্ষার জল সংরক্ষণের পরিকল্পনা তৈরির বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা করব।'

শহরের বাসিন্দা সজল সাহা, সুরজিৎ ভাওয়াল, সুব্রত বণিকরা জানান, এটা একটা বড় সমস্যা। বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পুরসভার সদর্থক চিন্তাভাবনা জরুরি। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের ভূগোল শিক্ষক কিংশুক চক্রবর্তী বলেন, 'আবহাওয়া পরিবর্তন, অতিমাত্রায় বৃষ্টি, চা বাগানে অতিমাত্রায় ভৌম সেচ এগুলি এই সমস্যার অন্যতম কারণ। অবিলম্বে ডুয়ার্সের পাহাড়ি ঢালগুলি যেখান থেকে সমতল শুরু হচ্ছে সেখানে চা বাগানের ছোট ছোট ঝোরাগুলির মাঝে সোকপিটের মাধ্যমে বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে শহরের নতুন বাড়ি তৈরির প্ল্যানের মধ্যে বর্ষার জল সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা জরুরি। নর্দমাগুলিতেও আড়াই ফুট বাদে বাদে সোকপিট তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে শহরের জলের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।' মেঘালয়ের মৌসিনরাম যেখানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় বর্তমানে সেখানেও বৃষ্টি কমেছে। একইসঙ্গে ডুয়ার্সের বক্সাতেও রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। তবুও আমরা জল ধরে রাখতে পারছি না। বেশি বৃষ্টিপাতের জল নষ্ট হচ্ছে। প্রশাসন সহযোগিতা চাইলে এ ব্যাপারে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান কিংশুক। শিলিগুড়ি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার সাগর দে জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পটি অসাধারণ। এটা সুন্দরবনে দারুণ কাজ করেছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের বহু গ্রামে যেখানে জলসমস্যা ছিল তার অনেকটা সুরাহা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জলপ্রকল্পগুলি নানা রাজ্যে প্রশংসিত হয়েছে। চেন্নাই, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে বহুদিন আগেই বর্ষার জলের উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছে। তিনি চান, মাল শহরে যদি রাজ্য সরকারের 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে কিছু করা যায় তাহলে সুলভমূল্যে পুরসভা জল পরিষেবা উন্নত করতে পারবে। একইসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিরও এ বিষয়ে একযোগে কিছু করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

দিল্লি পাবলিক স্কুলের ভূগোল শিক্ষক শুভ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'বর্ষায় অতিবৃষ্টি, গরমে তীব্র খরা এসব আবহাওয়া বদলের জেরে ঘটছে। ডুয়ার্সেও একই কারণে জলসংকট বেড়েছে। প্রশাসন এবং সামাজিক স্তরে যাঁরা জল নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা একত্রিতভাবে যদি বর্ষার জল সংরক্ষণে উদ্যোগী হন তাহলে জল পরিষেবা উন্নত হবে। বাড়ি বাড়ি ও চা বলয়ে অবিলম্বে সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে বর্ষার জল সংরক্ষণে নানা পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। পুরসভা যদি আমাদের জানায়, তাহলে আমরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারি।'

শীত পড়তেই গরম কাপড়ের কেনাকাটা। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে। ছবি : মানসী দেব সরকার

স্বাস্থ্য শিবির

মালবাজার, ১৭ নভেম্বর : লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে বিনামূল্যে সুগার এবং রক্তচাপ দেখার ব্যবস্থা করা হল মালবাজারে। রবিবার প্রায় ৪০ জন এই শিবিরে নিজেদের সুগার ও প্রেশার চেক করান।

লায়ন্স ক্লাব অফ মালবাজারের সভাপতি ধর্মেন্দ্র মিশ্র বলেন, 'আমরা বছরে তিন-চারবার বিনামূল্যে এরকম স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করি। এর আগেও গরুবাথান সংলগ্ন পাহাড়ি গ্রামগুলিতে সুগার, প্রেশার এবং চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম আমরা। এবছর মাল ইউনিটে এই প্রথম এরকম উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যথেষ্ট সাড়াও মিলছে।'

বঞ্চিত পুরোনো মাল স্টেশন

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৭ নভেম্বর : ভারত সরকারের অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় ১,৫০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে সেজে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৭টি রেলস্টেশন। এমনই তথ্য দেওয়া হয়েছে রেলমন্ত্রকের তরফে। নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ মাল জংশন সহ জলপাইগুড়ি জেলার আটটি রেলস্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে তুলনামূলকভাবে প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক রেলস্টেশন পুরোনো মাল স্টেশনের উন্নয়নের বিষয়ে উদাসীন রেলমন্ত্রক। স্থানীয় মহলে দাবি উঠেছে, পুরোনো মাল স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় এনে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হোক। সংরক্ষণ করা হোক প্রাচীন ঐতিহ্য।

এই রেলস্টেশনের সঙ্গে প্রাক স্বাধীনতা সময়ের সম্পর্ক থাকলেও বিভিন্নভাবে বঞ্চিত স্টেশনটি। স্থানীয়দের কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে সেটিকে হেরিটেজ স্টেশন ঘোষণা করে রক্ষণাবেক্ষণে জোর দিতে পারে। এ বিষয়ে মাল শহরের প্রবীণ বাসিন্দা দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে প্রথম এই পথে ট্রেন চলাচল শুরু করে। যদিও সে সময় শুধু ব্রিটিশদের সেনা ও রসদ সরবরাহের কাজ হত এই লাইনে। রেলের উচিত রেলস্টেশনটি হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা।' মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বপনকুমার ভৌমিক বলেন, 'দীর্ঘ সময় ধরে মালবাজার নিয়ে গবেষণা করেছি, শতবর্ষপ্রাচীন এই রেলস্টেশনকে অবশ্যই হেরিটেজ ঘোষণা করে সংরক্ষণে নজর দেওয়া উচিত।' আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'ভারতীয় রেল অবশ্যই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে উৎসাহী, মন্ত্রকের নির্দেশ এলে এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

বারুইপুরের পেয়ারায় ছেয়েছে জলপাইগুড়ির বাজার

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : শীতকালের দুপুরে খাওয়ার পর মিঠে রোদ পোহাতে পোহাতে ফল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকের। ফলের মধ্যে অনেকেরই পছন্দ পেয়ারা। যদিও অনেকেই রসিকতা করে পেয়ারাকে 'গরিবের আপেল' বলেন। কিন্তু এই ফলের গুণাগুণ আপেলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। তাছাড়া দাম যেমন সাধ্যের মধ্যে, উপকারিতাও বহু।

এই পেয়ারাতেই ছেয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের বাজার। তবে সেগুলো স্থানীয় পেয়ারা নয়, একেবারে বারুইপুরের পেয়ারা। দক্ষিণবঙ্গের সুস্বাদু এই পেয়ারা নিয়ে সারি দিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। এক্কেবারে ডাঁসা পেয়ারা যাকে বলে। দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন সুস্বাদু। বিক্রেতারা জানালেন, এই পেয়ারায় খুব একটা বীজ নেই। খেতেও খুব স্বাদ। শীতের প্রাক্কালে জলপাইগুড়ির বাজার কাঁপাচ্ছে বারুইপুরের পেয়ারা। পেয়ারা কিনতে ক্রেতাদের ভিড় যথেষ্ট।

বিক্রেতা রাহুল ভার্গবের কথায়, 'আস্তে আস্তে এই পেয়ারা কেনার হুজুক বাড়ছে। এবছর একটু আগেই ঢুকেছে এই পেয়ারা। এই পেয়ারার অনেক গুণও রয়েছে বলে শুনেছি আমরা। এক-একটি পেয়ারার ওজন ১০০-২০০ গ্রাম। বেশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। আশা রাখছি এবার এই পেয়ারায় বেশ ভালোই লাভ হবে আমাদের।'

এদিকে, বাজারে যখন সবজির দাম আকাশছোঁয়া, তখন সাধ্যের মধ্যে পেয়ারা পেয়ে খুশি ক্রেতারা। দিনবাজারে ক্রেতা শুভম রায় বললেন, 'শীতে ফল খাওয়া জরুরি। তার উপর পেয়ারা খেতেও ভালো। পেয়ারার বহু গুণাগুণ রয়েছে। প্রতিদিন একটি করে পেয়ারা মিরাকলের মতো কাজ করে। আর বারুইপুরের পেয়ারার স্বাদই আলাদা। তাই আজ অন্যান্য ফলের বদলে পেয়ারা নিয়ে যাচ্ছি।'

পেয়ারায় ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ছাড়াও প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা মানবদেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক শিলাদিত্য ভাদুড়ির কথায়, 'পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় শীতকালে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত পেয়ারা খেলে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।' তিনি আরও বলেন, 'এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, লাইকোপেন বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।'

এককথায় বলাই যায়, হাজারো রোগের মুশকিল আসান এই পেয়ারা। তাই রোজ আপনার খাদ্যতালিকায় একটি করে পেয়ারা রাখতেই পারেন। পেয়ারা কাঁচা ও পাকা দু'ভাবেই খাওয়া যায়। টাটকা অবস্থায় পরিপক্ক পেয়ারা দিয়ে স্যালাড, পুডিং প্রভৃতি তৈরি করা যায়।

মঞ্চে অনুষ্ঠান প্রীতম-শ্রেয়া জুটির পরিবেশন। রবিবার।

ধূপগুড়িতে একমঞ্চে নেট-স্টাররা

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : উদ্দেশ্য ছিল, হাজারখানেক মানুষের জন্য শীতের কম্বলের অর্থসংগ্রহ করা। পুরো প্রচারটাও হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে আবেদন জানাতে রবিবার এক মঞ্চে হাজির সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে 'সেলেব্রিটি' তকমা পাওয়া উত্তরের নামী ব্লগার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটররা। সাধারণত মোবাইলের পর্দায় তাঁদের দেখে অভ্যস্ত লাখ লাখ মানুষ। এদিন সেই 'স্টারদের' সামনাসামনি দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল ধূপগুড়ি শহরের কালাচাঁদ দরবেশ মঞ্চে। 'নোংরা সুশান্ত'র কমিক হোক কিংবা প্রীতম-শ্রেয়ার নাচ, সবেতেই পড়ল হাততালি। দিন শেষে একেবারে অন্যরকমের অনুষ্ঠানে মেতে উঠলেন সকলে।

ধূপগুড়ি সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপের ভাবনায় এদিনের এই আয়োজন। ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম মিলিয়ে সুশান্ত বর্মনের ফলোয়ার ১৩ লাখেরও বেশি। যদিও বছর আঠাশের এই তরুণ বেশি পরিচিত 'নোংরা সুশান্ত' নামে। তিনি মঞ্চে উঠতেই ছবি তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কিছুটা পারফরমেন্স এবং নতুনদের পথ দেখালেন। কোচবিহারে খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা সুশান্ত সংস্কৃতে এমএ করেছেন। বিএড করার পর ২০১৭ সাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায়। উত্থানের শুরু ২০২০ সালে 'নোংরা সুশান্ত' কমেডি পেজ খোলার পরে। বর্তমানে ছয়জনের পেশাদার টিম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ব্যর্থ হওয়ার অনিশ্চয়তা কমাতে গেলে সেটা নিয়েই ভিডিও বানাতে হবে, যেখানে নিজের পারদর্শিতা রয়েছে। নাহলে কয়েকদিনের মধ্যে কনটেন্টের ঘাটতি দেখা দেবে।'

সুশান্তকে নিয়ে মঞ্চে মাতামাতি যখন তুঙ্গে, তখন ব্যাকস্টেজে পারফর্ম করার অপেক্ষায় ছিলেন অন্যতম স্টার জুটি প্রীতম এবং শ্রেয়া। নাচের ভিডিওতে দুজনের কেমিস্ট্রির ফলোয়ার লাখের কোঠা পার করেছে। সদ্য কলেজ পাশ শ্রেয়া খাগড়াবাড়ি এবং প্রীতম ফালাকাটা ব্লকের ভুটনিরঘাটের বাসিন্দা। মাত্র মাস চারেকের মধ্যে জুটির নাচের ভিডিও সকলের মন ছুঁয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাফল্যের চাবিকাঠি নিয়ে জুটির সোজাসাপটা জবাব, প্রথম দিন থেকে লোকের সমালোচনা, আলোচনা, পর্যালোচনায় মাথা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। যদি নতুন কিছু করে দেখানো যায়, তাহলে সবাই গ্রহণ করবেই। পাড়াপ্রতিবেশীরা প্রথমদিকে হাজার কথা বলবে। সাফল্য পেলে সবাই চুপ হয়ে যাবে।

> ব্যর্থ হওয়ার অনিশ্চয়তা কমাতে গেলে সেটা নিয়েই ভিডিও বানাতে হবে, যেখানে নিজের পারদর্শিতা রয়েছে। নাহলে কয়েকদিনের মধ্যে কনটেন্টের ঘাটতি দেখা দেবে।
>
> **সুশান্ত বর্মন**
> কনটেন্ট ক্রিয়েটর

এভাবেই লাখ লাখ মানুষের মন জয় করে নিলেন সুশান্ত, প্রীতম, শ্রেয়া, উজ্জ্বলরা। আয়োজক গ্রুপের কোঅর্ডিনেটর ঈশ্বরচন্দ্র রায় বলেন, 'আমাদের বিশ্বাস ছিল এই ছেলেমেয়েগুলো এলে ভিড় উপচে পড়বেই। তাতে আমাদের শীতবস্ত্রের জন্য অর্থসংগ্রহ হয়ে যাবে। ভালোলাগার বিষয়, উদ্দেশ্য শোনার পর ছেলেমেয়েগুলো একবারে রাজি হয়ে গিয়েছিল অনুষ্ঠানে শামিল হতে।'

ট্যাবে যোগ মালদা-দিনহাটা, গ্রেপ্তার শিক্ষক

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ নভেম্বর : মালদার পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকেছে দিনহাটার এক প্রাথমিক শিক্ষকের অ্যাকাউন্টে! তদন্তে নেমে শুধুমাত্র মানি ট্রেল নয়, পোর্টালে নথি পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ থাকার তথ্যও উঠে এসেছে জেলা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের (সিট) হাতে। এরপরে শনিবার রাতে মনোজিৎ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে দুই জেলার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে মালদায় নিয়ে এসে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। আদালতে যাওয়ার পথে এদিন মনোজিৎ জানায়, গতকাল রাতে দিনহাটা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর্থিক কোনও কেসে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। এর বেশি তার কিছু জানা নেই।

ট্যাব কেলেঙ্কারির অন্যতম ওই মাথার বাড়ি দিনহাটা শহরের মাদার লেন এলাকায়। সে সিতাই ব্লকের সিঙ্গিমারি স্টেট প্ল্যান প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। অভিযোগ, মালদার হবিবপুরের কেন্দপুকুর হাইস্কুলের ৯১ জন পড়ুয়ার টাকা সরকারি পোর্টাল হ্যাক করে মনোজিতের একাধিক অ্যাকাউন্টে ঢোকানো হয়েছিল। পরে সেই টাকা অন্যান্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। এমনকি তার স্ত্রী এবং দাদার নামেও একাধিক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। সেগুলো এই জালিয়াতিতে ব্যবহার করা হত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোজিতের বিরুদ্ধে এর আগেও স্কুলে টাকা তছরুপ এবং মিড-ডে মিল দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল। সম্প্রতি ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসতে মালদার হবিবপুরের কেন্দপুকুর হাইস্কুলের ৯১ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢোকায় ৮ এবং ১১ নভেম্বর হবিবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে জানা যায়, সরকারি পোর্টাল হ্যাক করে ওই পড়ুয়াদের টাকা দিনহাটার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মনোজিতের ৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। পরবর্তীতে সেই টাকাগুলো আবার অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। এরপর সেই অ্যাকাউন্টগুলো ফ্রিজ করে শনিবার সকালে দিনহাটায় পৌঁছায় মালদার পুলিশ। ডেকে পাঠানো হয় অভিযুক্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মনোজিৎ এবং তার দাদা বিশ্বজিৎকে। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার রাতে মনোজিৎকে গ্রেপ্তার করলেও বিশ্বজিৎকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। রাতেই মনোজিৎকে মালদায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেওয়া হল না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার সকালে মনোজিতের দাদা বিশ্বজিৎ জানায়, তার ভাই বাড়িতে মোবাইলের বিভিন্ন রকম গেম খেলত। সেখান থেকেও টাকা উপার্জন করত।

সিট সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারিতে মনোজিতের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে আইপি অ্যাড্রেস থেকে পোর্টালে ঢুকে তথ্য পরিবর্তন করা হয়েছে, সেটাও মনোজিতের ডিভাইসের দিকে ইশারা করেছে। মনোজিতের দাদার দাবি, ভাইয়ের আইপি অ্যাড্রেস হ্যাক করা হয়েছে। মালদা জেলার এই ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়া যোগের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন তদন্তকারী অফিসাররা। যদিও তদন্তের স্বার্থে এ নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে রাজি নন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। তবে জেলা পুলিশের তরফে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ধৃত মনোজিৎ বর্মনের সঙ্গে পোর্টালের তথ্য পরিবর্তন এবং মানি ট্রেল যোগ পাওয়া গিয়েছে।

জেলা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের ইনচার্জ তথা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সম্ভব জৈন জানান, ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে যাওয়ার তদন্তে নেমে কেওয়াইসি ডিটেলস ধরে মনোজিৎ বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানি ট্রেলে মনোজিতের একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পোর্টালে লগইন করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য পরিবর্তনের কিছু যোগও সামনে এসেছে। সমস্ত তথ্য পুরোপুরি যাচাই করার পরই সবটা বলা সম্ভব হবে।

তথ্য সংগ্রহ : শুভঙ্কর সাহা, অরিন্দম বাগ, স্বপনকুমার চক্রবর্তী

পুলিশের জালে মাস্টারমাইন্ড সহ ৫

ট্যাবচক্রের পান্ডাদের দিল্লি পালানোর ছক ভন্ডুল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদে নিজেদের কীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর গ্রামে থাকা সমীচীন মনে করেনি মনসুর, ওসমান, হুদারা। ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে পালাতে চেয়েছিল। কিশনগঞ্জ স্টেশন হয়ে ট্রেনে দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল পুলিশ। ইসলামপুর থানার সামনে বাস থেকে তাদের টেনে নামানো হয়েছে রবিবার। ধৃতের সংখ্যা ৬। তাদের মধ্যে মনসুর, ওসমান, হুদাদের সঙ্গে ছিল ইসলামপুর আদালতের এক ল'ক্লার্কও।

ধৃতরা সকলেই চোপড়ার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে চারজন তরুণ। ট্যাব কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে চোপড়াতেই তারা গা-ঢাকা দিয়েছিল। মূলত ঘিরনিগাঁও অঞ্চল ছিল তাদের আস্তানা। রবিবার তারা দিল্লিতে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষে। চোপড়ার বাকি দুই ধৃতের নাম জানা যায়নি। ইসলামপুর আদালতের যে ল'ক্লার্ক ধরা পড়েছে, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে তার ভূমিকা নিয়ে পুলিশের কেউ মুখ খুলতে চাননি। ধৃত ল'ক্লার্কের নামও জানায়নি পুলিশ।

পান্ডাদের ইসলামপুর থানার সামনে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ।

পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও মালদার পুলিশ তো বটেই, বিভিন্ন তদন্ত সংস্থাগুলি গত ক'দিন ধরে এদের খুঁজছিল। আচমকা রবিবার পুলিশের কাছে খবর আসে, এই চাঁইরা বাসে ইসলামপুরের দিকে আসছে।

এক পুলিশকর্তা বলেন, 'যে মুহূর্তে খবর আসে, ঠিক সেই সময় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে ওরা ইসলামপুরের কলেজ মোড় পার করছিল। তড়িঘড়ি ইসলামপুর থানার সামনে দুটি নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেই তল্লাশিতে ওরা গ্রেপ্তার হয়।'

এতে আরও স্পষ্ট যে সাইবার জালিয়াতির আঁতুড় হয়ে উঠেছে চোপড়া। স্কুল পড়ুয়াদের জন্য ট্যাব কেনার বরাদ্দ টাকা হাপিস করার চক্রের মাথারা সব উত্তর দিনাজপুরের এই ব্লকেরই। যেখানে পেশিশক্তির খবর হয় প্রায়ই। এখন সামনে এল আরেক ধরনের জালিয়াতির খোঁজ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে রবিবারের সংখ্যায় নাম প্রকাশের পর মনসুর ও ওসমানদের নিয়ে চর্চা শুরু হয়।

ট্যাব কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড বলে মনসুর ও ওসমান আলির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন চোপড়ার বাসিন্দারা। সেই মাস্টারমাইন্ডরাই রবিবার বিকেলে কার্যত নাটকীয়ভাবে ধরা পড়ে গেল শাগরেদবাহিনী সহ। ইসলামপুর থানার তৎপরতায় সাইবার প্রতারণার 'দুঁদে খিলাড়ি'রা ধরা পড়ে। এক পুলিশকর্তা হেসে বলেন, 'আপনারা লিখেছেন, আমরা মনসুর ও ওসমানকে গ্রেপ্তার করেছি।'

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালে ঢুকে জালিয়াতির কায়দা জানে মনসুর ও ওসমান। চোপড়ার বাকি এজেন্টদের এরাই নিয়ন্ত্রণ করত।

তবে শিক্ষা দপ্তরের পোর্টালের পাসওয়ার্ড এরা কীভাবে পেল, সেই প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। হাইস্কুলের এক প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'হয় প্রতারকরা বড় মাপের হ্যাকার, অথবা পোর্টালের পাসওয়ার্ড যাদের যাদের কাছে আছে, তাদের কাছ থেকে তা লিক হয়েছে।'

ফলে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে 'ভূত সর্ষেতেই ছিল' বলে পুলিশ ও শিক্ষা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশকর্তারা অবশ্য তদন্তের স্বার্থে অজুহাত দেখিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

তবে পুলিশের এক কর্তা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের মূর্খামিতেই এই কেলেঙ্কারি ঘটেছে। তাদের পোর্টালে সিঁধ কাটা এত সহজ, বোধহয় দপ্তরের কেউ ভাবেনি। তাই কোনও সতর্কতা গ্রহণ করা হয়নি এতদিন।'

পুলিশের মতে, পোর্টালের সাইবার নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো ছিল না। প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই উঠে এসেছে। চোপড়া যে উত্তরের 'জামতাড়া', পুলিশকর্তাদের একাংশ রবিবার সেকথা স্বীকার করে নিয়েছে।

দেশ-বিদেশের পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের পথে টয়ট্রেন। ছবি ঃ সূত্রধর

টয়ট্রেনের নয়া যাত্রায় পথে ইঞ্জিন বিকল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর ঃ শুরুতেই হোঁচট খেল খেলনা গাড়ি। অথচ রবিবারের সকালটা ছিল অন্যরকমই। সকালে পর্যটকদের হাসিমুখেই এনজেপি ন্যারোগেজ প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে দেখা গিয়েছিল। যদিও ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সেই হাসিমুখ বদলে যায় বিক্ষোভের সুরে।

এদিন খেলনা ট্রেন সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠে তিনধারিয়া ও চুনাভাটির মাঝে হঠাৎই থেমে যায়। চালক চেষ্টা করেও ট্রেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছিলেন না। খবর দেওয়া হয় রেলের তিনধারিয়া ওয়ার্কশপে। সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা এসে ইঞ্জিনের গোলযোগ মেরামত করেন। প্রায় একঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। এতে পর্যটকরা বিরক্ত হয়ে দফায়-দফায় বিক্ষোভ দেখান। এরপর বিকেলে প্রায় একঘণ্টারও বেশি দেরিতে ট্রেনটি দার্জিলিং পৌঁছায় বলে খবর। রেলের এক কর্তা চন্দন কুমার বলেন, 'বড় কোনও সমস্যা হয়নি। তিনধারিয়াতে পর্যটকদের জন্য ট্রেন একটু বেশি সময়ই দাঁড়ায়।'

গত কয়েক মাসের তুলনায় এদিনের সকালটায় আলাদাই পরিবেশ ছিল এনজেপি জংশনের ন্যারোগেজ প্ল্যাটফর্মে। গত কয়েক মাসে এই প্ল্যাটফর্মে পা পড়েনি পর্যটক বা রেলযাত্রীদের। এদিন সকাল নয়টার আগে থেকেই সেখানে বাড়তে থাকে দেশি-বিদেশি পর্যটকের ভিড়। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাস পর স্টেশনে আসে টয়ট্রেন। ফুল-মালা দিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিনটিকে সাজিয়ে প্ল্যাটফর্মে আনা হয়েছিল। সকাল ১০টা নাগাদ ছয়জন বিদেশি পর্যটক সহ ৩৩ জন যাত্রী নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে হেরিটেজ খেলনা গাড়ি।

তাঁর আগে টয়ট্রেন প্ল্যাটফর্মে রেলের পদস্থ আধিকারিকরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'পাহাড়ে ধস ও লাইনে সমস্যার কারণে ট্রেনটি কয়েক মাস বন্ধ ছিল। সেই সময় আমরা সংস্কারের কাজ করেছি। এখন ট্রেনলাইনে কোনও আশঙ্কা নেই।' সাংবাদিক বৈঠক শেষে ডিআরএম সহ রেলের আধিকারিকরা, সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনটি যাত্রার সূচনা করেন।

> প্রথমবার দার্জিলিং যাচ্ছি। তবে আশঙ্কা ছিল শেষপর্যন্ত খেলনা গাড়িতে চড়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব কি না!
>
> **রিটা রানা**
> পর্যটক

এদিন সকাল নয়টার মধ্যেই ন্যারোগেজ প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হেইনা মারিয়া। খেলনা ট্রেনের বিষয়ে জানা থাকায় টিকিট করে নিয়েছিলেন আগেই। অথচ ট্রেনটি যে শনিবার পর্যন্ত বন্ধ ছিল সেটা জানাই ছিল না হেইনার। এদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলেন, 'আশা করছি একটি দারুণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাচ্ছি। খুবই ভালো লাগছে।'

একই দেশ থেকে পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন ব্রেইনা। তিনি বলেন, 'এতদিন দার্জিলিংয়ের টাইগার হিল সম্বন্ধে শুধু জানতাম। এবারে সেটি চাক্ষুষ করতে এসেছি। টয়ট্রেনের যাত্রাপথ নিয়ে উত্তেজনা অনুভব করছি।' শুধু বিদেশি পর্যটকরাই নয় এদিন দেশীয় পর্যটকদের মধ্যেও উন্মাদনা তুঙ্গে ছিল। গোয়া থেকে এসেছিলেন সময় শেট্টি। তাঁর মন্তব্য, 'এর আগে দু'বার দার্জিলিং গিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দু'বারই টয়ট্রেনের যাত্রা বাতিল হয়েছিল।' গাজিয়াবাদের রিটা রানার কথায়, 'প্রথমবার দার্জিলিং যাচ্ছি। বেশ কয়েক মাস আগে টিকিট করা ছিল। তবে আশঙ্কা ছিল শেষপর্যন্ত খেলনা গাড়িতে চড়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব কি না!' কেন এই আশঙ্কা? জবাবে তিনি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই শুনি পাহাড়ের রাস্তায় ধসের কারণে ট্রেনটি বন্ধ থাকে। বহুবার খবরে জেনেছি, ট্রেন লাইনে দুর্ঘটনার কথা।' মাঝে একটু ছন্দপতন হলেও অবশেষে ভালোয় ভালোয় ট্রেনটি দার্জিলিংয়ে পৌঁছায়।

জাতীয় স্কুল তিরন্দাজিতে সোনা অনিমেষের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : সেটা ২০১৮ সালের কথা। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ছেলেটির ক্রমবর্ধমান ওজন কমাতে মরিয়া বাবা। নিয়ম করে তাকে নিয়ে যেতে শুরু করেন ধূপগুড়ি পুর ময়দানে। ছোটাছুটি, দৌড়ঝাঁপের সময় তার নজর পড়ে তিরধনুকের দিকে। জেলা পুলিশ আয়োজিত ক্রীড়ায় যারা তিরন্দাজিতে অংশ নেয়, তারা নিয়মিত অনুশীলন করে ধূপগুড়ি ময়দানে। এরপর বয়স যত এগিয়েছে, ততই তিরধনুকের দিকে ঝুঁকেছে ছেলেটা। অবশেষে ৬৮-তম জাতীয় স্কুল গেমসে এ রাজ্যের একমাত্র তিরন্দাজ হিসেবে সোনা জয় ধূপগুড়ির অনিমেষ রায়ের।

চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে গুজরাটে বসেছে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসর। শনিবার সেখানে এই সাফল্য পায় অনিমেষ। খাতায়-কলমে স্থানীয় বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সে। অনেকদিন থেকেই তার ঠিকানা ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে ৩০ মিটার ক্যাটিগোরিতে সোনা জিতেছে অনিমেষ। সোমবার সে ঝাড়গ্রামে ফিরবে বলে জানায়। মাসের শেষে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ফিরবে ধূপগুড়ি শহরের হাসপাতালপাড়ার বাড়িতে। অনিমেষের কথায়, 'আমাদের রাজ্যের অ্যাকাডেমিতে কোচিংয়ের মান যথেষ্ট ভালো। সেই কারণে প্রস্তুতিও ভালো হয়েছিল। পদক জেতার আশায় লড়াই শুরু করেছিলাম। তবে সোনাপ্রাপ্তি অনেক বেশি আনন্দ দিচ্ছে।'

নিজে পুরোপুরি রাজনীতির লোক হলেও সন্তানের তিরন্দাজির দিকে ঝোঁক রয়েছে, সেটা বুঝতে ভুল করেননি অনিমেষের বাবা কৃষ্ণদেব রায়। তাঁর কথায়, 'ছেলের ওজন অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে দেখে মায়ের তাড়ায় ওকে নিয়ে মাঠে যাওয়া শুরু। সেদিন তো বুঝিনি এই ছেলে জাতীয় স্তরে খেলবে। তবে তিরন্দাজিতে ওর আগ্রহ এবং মুনশিয়ানা দেখে ঠিক করে ফেলি, ওর যতদূর ইচ্ছে, আমরা ওর পাশে দাঁড়াব। সেজন্য এই সাফল্য।'

জাতীয় স্কুল গেমসে তিরন্দাজিতে সোনা জয়ের পর অনিমেষ রায়।

ফের আন্দোলনের বার্তা বংশীর

খড়িবাড়ি, ১৭ নভেম্বর : নাম না করে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো নগেন রায়কে কটাক্ষ করলেন রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা ওই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয়, গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের পক্ষে ফের আন্দোলনের বার্তা দিলেন বংশীবদন।

ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী বৃহত্তর কোচবিহারের জনজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে ফের প্রচারে আনতে রবিবার বিকেলে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোত অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'উদাং দরবার'। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটি আয়োজিত এই সভায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত হওয়ার বার্তা দেন বংশীবদন। দাবি পূরণ না হলে রেল অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। বাগডোগরা বিমানবন্দরের নাম হোক চিলারায়ের নামে, দাবি করেন বংশীবদন। উত্তরবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকা নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরির যে প্রস্তাব নগেন দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গে নাম না করে কটাক্ষের সুরে বংশী বলেন, 'কে কী ভাবল, সেটা তাঁর ব্যাপার। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয়, কোচবিহারের ভারতভুক্তি চুক্তি মোতাবেক গ্রেটার কোচবিহার রাজ্যের তৈরি দাবিতে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।' কোচবিহারের ভারতভুক্তির চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে এদিন তিনি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কটাক্ষ করেন। এদিন মঞ্চ থেকেই জনজাতির অধিকার রক্ষার দাবিতে আগামী ১১ ডিসেম্বর তুফানগঞ্জের বারবিশায় রেল অবরোধের ডাক দেন বংশী।

৯২১ রেক আনলোড

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : পণ্যবাহী ট্রেনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পৌঁছে দিতে অক্টোবর মাসে ৯২১টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। তার মধ্যে অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে ১৬০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। এফসিআইয়ের চাল, চিনি, লবণ ছাড়াও ভোজ্য তেল, সার, সিমেন্ট, শাকসবজি, কয়লা, গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, 'বিভিন্ন রেলস্টেশনে টার্মিনাল পরিষেবার জন্য অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী পণ্য পরিবহণে কাজের ব্যস্ততা বেড়েছে।'

রাজনীতি থামবে কি

প্রথম পাতার পর

দিকে যদি কেউ তাকান, তাহলে বুঝতেই পারবেন বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজেপি শাসিত সরকারগুলি স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বুলডোজার নামক এই যন্ত্রটিকে ব্যবহার করেছে। ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশের যে কথা সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, সেই ক্ষমতার দম্ভই প্রকাশ পেয়েছে এই বুলডোজার ব্যবহারে। উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে যোগী আদিত্যনাথের বুলডোজারের মূল লক্ষ্য হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে দলিত এবং নিম্নবর্গের মানুষও শিবরাজ সিং চৌহানের বুলডোজারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। উন্নয়নের দোহাই পেড়ে অনেক জায়গায় বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিয়েছে তাদের বাড়িঘর।

রাষ্ট্র যে সর্বশক্তিমান এবং সে ইচ্ছে করলেই পাঁচ পাবলিকের রুটিরুজি বাসস্থান, এমনকি বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে পারে, বুলডোজারের রাজনীতি হচ্ছে তারই একটি প্রতীক। এ এমন একটি অস্ত্র যা বুঝিয়ে দেয় শাসকের বিরুদ্ধে ট্যাঁ-ফোঁ করলে তার পরিণতিটি কী ভয়ানক হতে পারে।

বিজেপির গত দশ বছরের শাসনকালে এই দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি অহরহ হুংকার প্রদর্শন আমরা দেখেছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, ছারপোকার মতো পিষে মারার বার্তা দিয়েছেন সংখ্যালঘুদের প্রতি। অনুরাগ ঠাকুরের মতো নেতা তো সরাসরি বলেছেন, 'গুলি করো শালো কো।' এর বাইরে অমুক সাধ্বী, তমুক বাবা তো আছেই, যারা প্রতিনিয়ত এই দেশকে সংখ্যালঘু মুক্ত করার কথা বলে চলেছে। এই সবের পাশাপাশিই বিরোধী রাজনৈতিক স্বরকে স্তব্ধ করতে আইনের অপপ্রয়োগ, বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলবন্দি রাখা- এই সবই আমরা দেখেছি গত দশ বছরে। এমনকি আদিবাসী-জনজাতিদের অরণ্যের অধিকার, জমির অধিকার কেড়ে নিয়ে পছন্দের শিল্পগোষ্ঠীর মুনাফা লোটার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ার ঘটনাও আমাদের চোখের সামনে এসেছে। কিন্তু এই সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছে বুলডোজারের রাজনীতি। শুধু হুংকারে আবদ্ধ না থেকে একেবারে হাতেকলমে শিক্ষা দিয়ে সেরেছে সে।

এই ধরনের কার্যকলাপ যে সংবিধানের পরিপন্থী, সংবিধান যে কখনোই এই কার্যকলাপকে মান্যতা দেয় না, সুপ্রিম কোর্ট সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের। অবশ্য তাতে কাজ কতটুকু হবে, সে ভবিষ্যৎই বলবে। দেশের সংবিধানকে বিজেপি নেতারা যে খুব মান্যতা দিয়ে চলেন, এ কথা বোধকরি বিজেপির অতি বড় শুভাকাঙ্ক্ষীও বলবে না। সংবিধানকে মান্যতা দিলে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং এই দেশেই বসবাসকারী একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে ছারপোকার মতো পিষে মারার কথা বলতেন না। ফলে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে তাঁরা কর্ণপাত করবেন, নাকি মুখ টিপে হাসবেন সেটিও ভাবার বিষয়।

তবে আমরা পাঁচ পাবলিক, যাদের ভরসাস্থল দেশের সংবিধানটি, তারা সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টির উপর ভরসা রাখতেই পারি। আমরা আশা রাখতেই পারি, শুধু এই রায় দিয়েই সুপ্রিম কোর্ট ক্ষান্ত থাকবে না। এই রায় সর্বত্র কার্যকর হচ্ছে কি না সে দিকেও সুপ্রিম কোর্টের সদা সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়টি রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার রুখে দাঁড়ানোর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক এবং সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার যে দায়বদ্ধতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি বিশ্বনাথন তাঁদের রায়ে সেই কথাই প্রমাণ করে দিয়েছেন। পাঁচ পাবলিক এটুকুই আশা করবে, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার এরপর আর কেউ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে না। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর বিজেপির বুলডোজার গ্যারাজে ঢুকে যাবে, না কি তা নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে এই রায়টি পাঁচ পাবলিকের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে গেল- তা স্বীকার করতেই হবে।

বাড়তি ব্যয়ের ধাক্কা ভুটানের হোটেল ব্যবসায়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর : দৈনিক সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ফি (এসডিএফ)-এর ধাক্কায় ভুটানে কমেছে পর্যটকের সংখ্যা। বর্তমানে ভুটানে ঘুরতে গেলে প্রত্যেক পর্যটককে দৈনিক মাথাপিছু ১২০০ টাকা করে এসডিএফ দিতে হয়। ভারতীয় গাড়ি ভুটানে ঢুকলে দিতে হয় দৈনিক ৪০০০ টাকা ফি। এতেই মুখ ফিরিয়েছেন ভারতীয় পর্যটকরা। ফলে গোটা দেশে মুখ থুবড়ে পড়েছে হোটেল ব্যবসা। ঋণ মেটাতে পারছেন না ভারতীয় পর্যটক নির্ভর ছোট ও মাঝারি হোটেল মালিকরা। এই পরিস্থিতিতে বন্ধের মুখে বহু হোটেল। তাই এসডিএফের বদলে 'এককালীন ভিসা ফি' নেওয়ার দাবি তুলে সংঘবদ্ধ হয়েছেন ভুটানের ছোট ও মাঝারি হোটেল মালিকরা।

ভুটানের হোটেল মালিকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এই নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজার কাছে প্রতিনিধিদল নিয়ে দরবার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হোটেল মালিকরা। গত মঙ্গলবার প্রথম বৈঠক করেছিলেন তাঁরা। রবিবার থিম্পুতে ফের বৈঠকে বসেন হোটেল মালিকরা। সেখানেই প্রতিনিধিদল গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ভুটানে হোটেল ব্যবসায় মন্দার প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গেও। জয়গাঁ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিংয়ের বহু তরুণ ভুটানের হোটেলগুলিতে কাজ করেন। তাঁদের অনেকেই কাজ হারিয়েছেন। পর্যটক কমে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এপারের পর্যটন ব্যবসায়ী, গাড়ি মালিক, চালক, গাইডরাও। থিম্পুর এক তিনতারা হোটেলে রাঁধুনির কাজ করতেন মাথাভাঙ্গার সুভাষ রায়। তাঁর কথায়, 'আমরা মোট ১৮ জন কর্মী ছিলাম। মাস চারেক আগেই সাতজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মালিক। হোটেলে পর্যটক একেবারেই কম আসছে।'

নামে-বেনামে ভুটানে হোটেল ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছেন এরাজ্যের বহু ব্যবসায়ী। মন্দার ফলে সংকটে পড়েছেন তাঁরা। নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলেন, 'ভুটানের হোটেল ব্যবসায় উত্তরবঙ্গের অনেক ব্যবসায়ীদের অর্থ বিনিয়োগ করা আছে। সেকথা বিবেচনা করে ভুটান সরকারের উচিত ভারতীয় পর্যটক এবং ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া। সেদেশের হোটেল ব্যবসায়ীরা যথার্থ দাবি তুলেছেন।'

ভুটান পর্যটন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এসডিএফ চালুর পর ২০২৩ সালে ভুটানে মোট ১,০৩,০৬৬ জন পর্যটক গিয়েছিলেন। চলতি বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই সংখ্যা ৯৫,৬৩৩। অথচ এসডিএফ চালুর আগে ২০১৯ সালে দেশে মোট পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩,১৫,৫৯৯। যার মধ্যে ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও বেশি। প্রতিবেশী দেশের সরকারি তথ্যে প্রমাদ গুনছেন এদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও।

থিম্পুর হোটেল মালিক এবং সংঘবদ্ধ হোটেল ব্যবসায়ীদের নেতা শেরিং ওয়াংদির কথায়, 'ঋণ নিয়ে হোটেল তৈরি করে ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছি। কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছি না।' বেশিরভাগ তিনতারা হোটেলে ১০ শতাংশও ঘর ভাড়া হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন শেরিং।

এসডিএফের ফলে ভুটানের ব্যবসা যে কার্যত লাটে উঠেছে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের যুগ্ম সম্পাদক তন্ময় গোস্বামী। তাঁর কথায়, 'এসডিএফ তুললে এককালীন ভিসা ফি করলে তা দু'দেশের পর্যটন ব্যবসা এবং আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য ভালো।' ভুটানের হোটেল ব্যবসায়ীরা যথার্থ দাবি তুলেছেন বলেই মনে করছেন ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্রও।

চোট সারিয়ে প্রথম টেস্টের জন্য প্রস্তুত লোকেশ

পারথ, ১৭ নভেম্বর : মাঝে আর কয়েকটা মাত্র দিন।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুক্রবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। দুই দলই ব্যস্ত প্রস্তুতিতে শেষ তুলির টান দিতে। পারথের পরিবেশে ম্যাচ প্র্যাকটিস পেতে ভারতীয় দল নিজেদের মধ্যে ম্যাচও খেলেছে।

শুক্রবার থেকে প্রস্তুতির ফল পাওয়ার অপেক্ষা। রোহিত শর্মাকে না পাওয়া, শুভমান গিলের চোট পেয়ে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার স্ট্র্যাটেজি অনেকটা ঘেঁটে দিয়েছে। সবথেকে ভাবাচ্ছে টপ থ্রি-র চেহারা কী হবে।

ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে ডাক পেলেও অভিমন্যু ঈশ্বরণ 'এ' ম্যাচকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। নিজেদের মধ্যে হওয়া ম্যাচেও স্বস্তিতে ছিলেন না পেস-বাউন্সের মুখে। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ইতিবাচক ব্যাটিংয়ে ব্যাকআপ ওপেনারের নয়া ভাবনা উসকে দিচ্ছে।

সমস্যা মেটাতে 'এ' দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় পা রাখা রুতুরাজ ও দেবদত্ত পাডিক্কালকে নাকি থেকে যেতে বলা হয়েছে। তবে টিম সূত্রে অবশ্য খবর, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেনিংয়ে গম্ভীরদের পছন্দ লোকেশ রাহুল।

শুক্রবার প্র্যাকটিসে প্রসিধ কৃষ্ণার শর্টপিচ ডেলিভারিতে কনুইয়ে চোট পান। এক্স-রে করাতে হয়। তবে চোট হালকা। রবিবার পুরোদমে অনুশীলনও করেন সতীর্থদের সঙ্গে। ফর্ম নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও থিংকট্যাংক ভরসা রাখছেন বিদেশের বাউন্সি পিচে লোকেশের অতীত সাফল্য, অভিজ্ঞতাকে।

রবিবার সকালে টিম ইন্ডিয়ার ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করেন লোকেশ। যা স্বস্তি দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। ভারতীয় দলের অন্যতম ফিজিয়ো যোগেশ পারমার বলেছেন, 'রিপোর্ট যা পেয়েছি, তাতে লোকেশকে নিয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী। প্রথম টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না।'

লোকেশও প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। রবিবার প্র্যাকটিস শেষে বলেও দেন, 'আজ খুব ভালো ব্যাটিং অনুশীলন হল। স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। প্রথম টেস্টের জন্য আমি প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়া আগে চলে এসেছিলাম। ফলে এখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সময় পেয়েছি। মাঠে নামার জন্য এখন মুখিয়ে আছি।'

প্রথম টেস্টের আগে খোশমেজাজে ধ্রুব জুরেল ও যশস্বী জয়সওয়াল (বাঁয়ে)। পারথের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহম্মদ সিরাজ। রবিবার।

তিনে বিরাট কোহলি। গত নিউজিল্যান্ড সিরিজে প্রথম টেস্টে তিনে খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ করেছিলেন। রোহিত, শুভমানের অনুপস্থিতিতে দলের প্রয়োজনে ফের হয়তো তিন নম্বরের দায়িত্ব বিরাটের কাঁধে। অবশ্য মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্সদের সামলানোর আগে সমালোচকদের উদ্দেশ্যে বিরাট-বার্তা। সামাজিক মাধ্যমকে লোককে হেয়, সমালোচনার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার না করে ইতিবাচক হওয়ার পরামর্শ দিলেন বিরাট।

এক ভিডিও বার্তায় লিখেছেন, 'প্রযুক্তির ব্যবহার ইতিবাচকভাবে করা উচিত। হাতে মোবাইল মানে এই নয়, কারও সঙ্গে মশকরা করা যায়। এতে অনেকের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সামাজিক ক্ষতি হচ্ছে। ইতিবাচক থাকুন, সমাজের উন্নতি হবে।'

সরফরাজ খান সেক্ষেত্রে চার নম্বরে। ঋষভ পাঁচে। তবে প্রথম

সমালোচকদের বার্তা কোহলির

এগারোয় ধ্রুব জুরেলের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রবল। সম্প্রতি 'এ' দলের দ্বিতীয় ম্যাচের দুই ইনিংসেই কঠিন পরিস্থিতিতে হাফ সেঞ্চুরি করে থিংকট্যাংকের গুডবুকে ঢুকে পড়েছেন। জুরেলের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের কোচ টিম পেইনের গলাতেও। বলেছিলেন, জুরেলকে দলে পারথ টেস্টের দলে না রাখলে ভুল করবে ভারত।

সূত্রের খবর, গৌতম গম্ভীরদের থেকে পারথ টেস্টে খেলার ইঙ্গিতও নাকি পেয়ে গিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে জুরেলের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সেই সম্ভাবনা আরও উসকে দিয়েছে। যেখানে ছোটবেলায় ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দেখার কথা উল্লেখ করে জুরেল লিখেছেন, 'ভোরে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দেখা থেকে অ্যালার্ম ছাড়াই জেগে ওঠার গল্প।'

স্পিন বিভাগে নিউজিল্যান্ড সিরিজের ফর্মকে অগ্রাধিকার দিলে ওয়াশিংটন সুন্দর এগিয়ে। অভিজ্ঞতার নিরিখে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কিন্তু এক স্পিনারের স্ট্র্যাটেজিতে এগারোয় ঢোকার পাল্লা ভারী রবীন্দ্র জাদেজার। পাশাপাশি যশস্বীকে লেগস্পিনার হিসেবে কয়েক ওভার করানো হতে পারে।

বাংলার হয়ে সফল রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের পর খবরের শিরোনামে মহম্মদ সামি। সিরিজের মাঝেই হয়তো অস্ট্রেলিয়াগামী বিমানে উঠেও পড়বেন। তবে প্রথম টেস্টে কোনওরকম সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের পাশাপাশি আকাশ দীপ, প্রসিধ কৃষ্ণা, হর্ষিত রানারাই ভরসা।

অশ্বীন-দ্বৈরথে আক্রমণই হাতিয়ার স্মিথের

বুমরাহকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কামিন্স

পারথ, ১৭ নভেম্বর : পাঁচ ম্যাচের ম্যারাথন সিরিজ।

২২ নভেম্বর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে দ্বৈরথের শুরু। তার প্রাক্কালে প্রতিপক্ষের সেরা বোলিং অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহকে ভূয়সী প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন প্যাট কামিন্স। অকপটে জানালেন, ভারতীয় স্পিডস্টারের তিনি ভক্ত।

সিরিজে প্রথম বল পড়ার অনেক আগেই মৌখিক যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তনদের পাশাপাশি হুংকার দিতে ছাড়ছেন না অজি দলের খেলোয়াড়রাও। এদিনও চেতেশ্বর পূজারা, আজিঙ্কা রাহানের অনুপস্থিতি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক গেম খেললেন কামিন্সও। তবে বুমরাহর ক্ষেত্রে সমীহের সুর।

সাংবাদিক সম্মেলনে কামিন্স বলেছেন, 'আমি বুমরাহর বিরাট ভক্ত। দুর্দান্ত বোলার। আসন্ন সিরিজে ভারতের হয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে ও। এই ভারতীয় দলের অন্যতম ক্রিকেটার যার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রচুর ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানকার পিচ, পরিবেশ ভালো বোঝে ও।'

২০১৮-'১৯ সিরিজের নায়ক চেতেশ্বর পূজারা, ২০২১-'২১ সিরিজের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের (বিরাটের অনুপস্থিতিতে) না থাকা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়ানোর কৌশল নিলেন। কামিন্সের যুক্তি, 'ওরা দুজনেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিল। পূজারার বিরুদ্ধে খেলা সবসময় উপভোগ করি। কিছুতেই ক্রিজ ছাড়তে চায় না। সারাদিন ধরে ব্যাট করে যাবে। রাহানে বুঝিয়েছিল ও কত ভালো অধিনায়ক। এবার ওরা নেই। সমস্যায় পড়তে পারে ভারত।'

স্টিভেন স্মিথের মাথায় আবার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অফস্পিন সামলানোর ভাবনা। বিগত ভারত-অজি সিরিজে অশ্বীন ছড়ি ঘুরিয়েছেন স্মিথের ওপর। এবার হিসেবটা চুকোতে চান প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। স্মিথ বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অফস্পিনে আউট হওয়া পছন্দ করি না আমি। কিন্তু অশ্বীন নিঃসন্দেহে দক্ষ বোলার। নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা নিয়ে সফরে এসেছে ও। সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমার ওপর দাপটও দেখিয়েছে।'

প্রকৃতির মাঝে জসপ্রীত বুমরাহ। রবিবার পারথে।

অশ্বীনের বিরুদ্ধে পালটা পরিকল্পনা রয়েছে স্মিথেরও। লক্ষ্য ভারতীয় অফির ছন্দ শুরুতেই বিগড়ে দেওয়া। আক্রমণকেই হাতিয়ার করতে চলেছেন। মোদ্দা কথা, কোনওভাবে অশ্বীনকে মাথায় চড়তে না দেওয়া। গত সিডনি টেস্টে (১৩৮ ও ৮১) এভাবেই সাফল্য পেয়েছিলেন। এবারও সেই পথে হেঁটে অশ্বীন-হার্ডল অতিক্রমের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামবেন স্মিথ।

স্মিথ বলেছেন, 'অতীতে অশ্বীনের সঙ্গে আমার বেশ কিছু উত্তেজক টক্কর হয়েছে। ৫ ম্যাচের সিরিজ। অর্থাৎ, ১০ ইনিংস। নিশ্চিতভাবে পরস্পরকে চাপে রাখার ছক থাকবে দুজনেরই। শুধু ব্যাট-বলের লড়াই নয়, মানসিক চ্যালেঞ্জও থাকবে।' বলার কথা, টেস্টে ১০ হাজার মাইলস্টোনে পা রাখতে আর ৩১৫ রান দরকার স্মিথের।

এদিকে, বিরাট কোহলিকে নিয়ে মিচেল স্টার্কের বড় হুমকি। ভারতীয় রান মেশিনকে দ্রুত সাজঘরে ফেরাতে শরীর লক্ষ্য করে বোলিংয়ে পিছপা হবেন না। রাখঢাক না করেই বলে দিচ্ছেন তারকা পেসার। স্টার্কের যুক্তি, বিরাটকে কোনওভাবে বড় ইনিংস খেলতে দেওয়া যাবে না। যত দ্রুত ফেরাতে হবে। শুরুর দিকে কোনও পরিকল্পনা যদি না খাটে তিরিশের কোঠায় বিরাটের রান পৌঁছে যায়, তাহলে শরীর টার্গেট করতেও ছাড়বেন না।

বিরাটের চাপ বাড়ালেই বাজিমাত, দাবি ম্যাকগ্রাথের

ভারতীয় তারকাকে নিয়ে সতর্ক করছেন ল্যাঙ্গার

পারথ, ১৭ নভেম্বর : কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে বিরাট কোহলি।

গত কয়েকটি সিরিজ একেবারে ভালো কাটেনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল ও বিরাটের ব্যক্তিগত ব্যর্থতায় সমালোচনার ঝাঁঝ বেড়েছে। পরিস্থিতি বদলে দিতে আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সাফল্য জরুরি বিরাটের জন্য। ২২ নভেম্বর পারথে সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে বিরাটকে নিয়ে আশা-নিরাশার দোলাচল। ছন্দে থাকুক না থাকুক, অজি বোলারদের পয়লা নম্বর টার্গেট যে প্রাক্তন অধিনায়ক হতে চলেছেন, তা নিশ্চিত। সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের একাধিক স্পেশাল পারফরমেন্স। গ্লেন ম্যাকগ্রাথেরও দাবি, বিরাটের চাপটা বাড়িয়ে দিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার কাজ সহজ হবে যাবে।

ভারত-অজি দ্বৈরথ প্রসঙ্গে কিংবদন্তি অজি পেসার বলেছেন, 'বিরাট একটু বেশি আবেগপ্রবণ। ক্রিকেটটাও খেলে আবেগ দিয়ে। ওর সঙ্গে যুদ্ধংদেহি মনোভাব দেখালে হিতে বিপরীত হবে। সরাসরি মৌখিক যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তবে চলতি ব্যর্থতার এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও চাপে রয়েছে। আসন্ন সিরিজে শুরুর দিকে কয়েকটা ইনিংসে ব্যর্থ হলে চাপ কয়েকগুণ বাড়বে। তাহলে বিরাটকে নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে অস্ট্রেলিয়া।'

একইভাবে ম্যাকগ্রাথ মনে করেন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভারতীয় দলও। যা কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে না। 'নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হারের পর নিশ্চিতভাবে ভারত চাপে রয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে হলে অনেক ফাঁকফোকর পূরণ করার চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের জন্য। এখন দেখার চাপটা কীভাবে কাটিয়ে ওঠে ভারতীয় দল।'

> নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হারের পর নিশ্চিতভাবে ভারত চাপে রয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে হলে অনেক ফাঁকফোকর পূরণ করার চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের জন্য। এখন দেখার চাপটা কীভাবে কাটিয়ে ওঠে ভারতীয় দল।
>
> **গ্লেন ম্যাকগ্রাথ**

ম্যাকগ্রাথের সতীর্থ জাস্টিন ল্যাঙ্গার অবশ্য বিরাটকে নিয়ে সাবধান করছেন প্যাট কামিন্সদের। প্রাক্তন ওপেনার তথা হেডকোচ ল্যাঙ্গারের যুক্তি, 'চ্যাম্পিয়নদের কখনও বাতিলের তালিকায় ফেলতে নেই। তা যে কোনও খেলায় হোক না কেন। কখনও জ্বলে উঠবে বলা মুশকিল। এইজন্যই ওরা চ্যাম্পিয়ন।

এটাই বিরাট কোহলির শেষ অজি সফর হলে চাইব, ক্রিকেটপ্রেমীরা ওর উপস্থিত উপভোগ করুক। মনে রাখতে হবে ও কিন্তু একজন সুপারস্টার। রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহও। আমি মুখিয়ে আছি ওদের পারফরমেন্স দেখার জন্য।'

ল্যাঙ্গারের মতো, চাপে থাকলে ভারতীয় দল কিন্তু মরিয়া প্রত্যাঘাতে। কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারতীয়দের প্রত্যাশার চাপ থাকে রোহিত, বিরাটদের ওপর। ব্যর্থতা সরিয়ে সাফল্যের রাস্তায় ফেরার বাড়তি তাগিদ নিয়ে সিরিজে নামবে ভারতীয় দল। এরকম প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিলেই বিপদ, কামিন্সদের সতর্ক করে দিচ্ছেন ল্যাঙ্গার।

'বাবা' রোহিতকে শুভেচ্ছা তিলক-সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : রোহিত শর্মার সংসারে নয়া অতিথি। তিন থেকে চার হওয়া। দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার খুশিটা সামাজিক মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে ভাগও করে নিয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে শুভেচ্ছায় ভাসছেন রোহিত-রীতিকা। দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ জিতে উঠে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবরাও।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের গত কয়েক বছরের সতীর্থ তিলক যেমন লিখেছেন, 'রোহিতভাই তোমার জন্য ভীষণ খুশি। এই মুহূর্তটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ১-২ দিন পরে হলে তোমাদের পাশেই থাকতাম। দ্রুত আসছি।' মজার পোস্ট সূর্যকুমার যাদবেরও। রোহিতের সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'নতুন এক ক্রিকেটার এসে গিয়েছে। আমাদের তৈরি হতে হবে ছোট সাইজের ব্যাট, সাইড আর্ম, ছোট ছোট প্যাড নিয়ে।' ভিডিও

> রোহিতভাই তোমার জন্য ভীষণ খুশি। এই মুহূর্তটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ১-২ দিন পরে হলে তোমাদের পাশেই থাকতাম। দ্রুত আসছি।
>
> **তিলক ভার্মা**

বার্তায় সূর্যদের পাশাপাশি সঞ্জু স্যামসন লিখেছেন, 'বড় ভাই, তাঁর পরিবারের জন্য খুশির খবর। আমরাও খুশি।'

'তোমাকে দলের দরকার, আমি হলে খেলতাম'

পারথেও খেলো, রোহিতের কাছে আর্জি সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : দ্রুত দলের সঙ্গে যোগ দাও।

অধিনায়ক হিসেবে তোমাকে ভারতীয় দলের প্রয়োজন। রোহিত শর্মার উদ্দেশে এমনই বার্তা দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের শুরু থেকেই অধিনায়কে দেখতে চান মহারাজ। রোহিতের প্রতি সেই আবেদনই রাখতে দেখা গেল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ককে।

সম্প্রতি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে রোহিতের। মূলত স্ত্রী-সন্তানের পাশে থাকার জন্য প্রথম টেস্ট না খেলার সিদ্ধান্ত। যদিও সৌরভের যুক্তি, সন্তান হয়ে গিয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে এবার ভারতীয় দলের প্রয়োজনীয়তার দিকটা দেখুক। সৌরভ বলেছেন, 'আশা করছি, রোহিত দ্রুত অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা দেবে। ওর নেতৃত্ব দলের প্রয়োজন। রোহিতের পুত্রসন্তান হয়ে গিয়েছে। এবার যেতেই পারে। আমি রোহিতের জায়গা থাকলে, ঠিক পারথে খেলতাম।'

মহারাজের যুক্তি, ভালো শুরু যে কোনও সিরিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচ টেস্টের আসন্ন সিরিজের শুরুটা ভালো হওয়া উচিত। রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। তাই প্রথম টেস্ট থেকেই রোহিতদের দলের প্রয়োজন। নাহলে প্রভাব পড়বে দলের ওপর। পারথ টেস্টের আগে এখনও কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। তাই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত।

অবশ্য পারথ টেস্টে রোহিতের খেলার সম্ভাবনা নেই (যদি না রাতারাতি কোনও মিরাকল কিছু ঘটে)। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রোহিত প্রথম টেস্টে থাকছেন না। পরিবার এবং সদ্যোজাত সন্তানের সঙ্গে সময় কাটাতে চান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে সিদ্ধান্তকে সম্মান জানায়।

সৌরভ বোর্ড সভাপতি থাকাকালীন টেস্ট অধিনায়কত্ব পান রোহিত। যদিও ওয়ার্কলোডের কারণে রোহিত শুরুর দিকে আগ্রহী ছিলেন না। সৌরভ বোঝান, অবসরের আগে টেস্ট নেতৃত্বের পালক মুকুটে থাকা উচিত। শেষপর্যন্ত পূর্বসূরির কথা ফেলতে পারেননি। সৌরভের কথায়, 'জানতাম ওর মধ্যে নেতৃত্বের রসদ রয়েছে। সেটাই বুঝিয়েছিলাম। অধিনায়ক রোহিতের সাফল্যে তাই মোটেই অবাক হইনি আমি।'

রোহিত শর্মা-রীতিকার সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের আঙুল ধরে থাকার এই ছবি আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

জুরেলের পরিণত ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ পেইন

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে দুই ইনিংসেই রান পেয়েছিলেন ধ্রুব জুরেল। যা তাঁকে পারথ টেস্টে প্রথম একাদশে জায়গা করে দিতে পারে।

মেলবোর্ন, ১৭ নভেম্বর : 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচে সাফল্য পেয়েছেন।

সতীর্থদের ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে দুই ইনিংসেই ভরসা জুগিয়েছেন। বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের প্রাক্কালে ধ্রুব জুরেলের যে সাফল্য আশ্বস্ত করছে গৌতম গম্ভীরদের। প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের হয়ে বেসরকারি টেস্টে অংশ নেন উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব। যে ম্যাচে সাফল্যের পর টেস্ট সিরিজেও বিশেষজ্ঞ ব্যাটারের ভূমিকায় ধ্রুবকে দেখতে চান প্রাক্তনদের অনেকে।

স্টার্কদের নিয়ে হুঁশিয়ারি হ্যাডিনের

ভারতীয়রাই শুধু নয়, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের কোচ টিম পেইনের প্রশংসাও কুড়িয়ে নিয়েছেন ধ্রুব জুরেল। ম্যাচে জুরেলের ৮০ ও ৬৮ রানের দুই ইনিংস নিয়ে উচ্ছ্বসিত পেইন বলেছেন, 'ওদের দলে ('এ' দল) একজন উইকেটকিপিং করেছিল, যে ভারতের হয়ে কয়েকটা টেস্টও খেলেছে। তিন টেস্টে ব্যাটিং গড় ৬৩। যার নাম ধ্রুব জুরেল। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে ওর ব্যাটিং দেখার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওকে যদি টেস্ট সিরিজে না খেলানো হয়, তাহলে তা দুর্ভাগ্যজনক হবে।'

প্রতিপক্ষ সাজঘরে বসে দুই ইনিংস প্রত্যক্ষ করেছেন। অভিজ্ঞতা থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক টিম পেইনের সংযোজন, 'নিখুঁত ৮০ রানের ইনিংস। দারুণ উপভোগ করেছি। অস্ট্রেলিয়ার সাপোর্ট স্টাফরাও ধ্রুব জুরেলের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ। সবার একটাই প্রতিক্রিয়া- ছেলেটা সত্যিই দুর্দান্ত খেলে। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ওর দিকে চোখ থাকবে। আমার বিশ্বাস, ওর ব্যাটিং নজর কাড়বে অজি ক্রিকেটপ্রেমীদেরও।'

এদিকে ব্র্যাড হ্যাডিনের দাবি, আসন্ন সিরিজে অজি পেসারদের সামলাতে হিমশিম খাবে ভারতীয় ব্যাটাররা। 'আমাদের পেসারদের ওরা সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না। যশস্বী জয়সওয়াল ভালো ব্যাটার। কিন্তু প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলবে। জানি না এখানকার বাউন্স সামলাতে পারবে কিনা। পারথের পিচে ওপেন করা কিন্তু সবসময় কঠিন', দাবি হ্যাডিনের।

সাত গোলে ইতিহাস জার্মানির

সতীর্থ জোনাথন তাহর সঙ্গে জোড়া গোলের সেলিব্রেশন জার্মানির ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের।

ফ্রেইবার্গ, ১৭ নভেম্বর : সাত গোলে ইতিহাস নেশনস লিগে। দুর্বল বসনিয়া হার্জেগোভিনাকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করল জার্মানি।

নেশনস লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছে জার্মানি। তাদের কাছে এই ম্যাচ ছিল গ্রুপের শীর্ষে জায়গা করে নেওয়ার। ফলে ন্যূনতম জয় পেলেই হত। তবে ধারে ও ভারে পিছিয়ে থাকা বসনিয়ার বিরুদ্ধে চেনা মেজাজেই দেখা গেল জার্মানিকে। ৭-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ ও টিম ক্লেইনডিয়েনস্ট। একটি করে গোল জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্জ ও লেরয় সানের।

ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই প্রতিপক্ষকে প্রথম ধাক্কা দেন মুসিয়ালা। অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচের ঠিকানা লেখা বল হেডারে জালে পাঠান তিনি। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি ক্লেইনডিয়েনস্টের। ৩৭ মিনিটে হাভার্জের গোলে ৩ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধে মাঠ ছাড়ে জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ ও ৫৭ মিনিটে পরপর দুই গোল উইর্ৎজের। ৬৬ মিনিটে দলের ষষ্ঠ গোলটি করেন সানে। ৭৯ মিনিটের মাথায় কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ক্লেইনডিয়েনস্ট।

উয়েফা নেশনস লিগে ৬ বছরের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। টুর্নামেন্টে এই প্রথম ৭ গোল করল কোনও দল। পাশাপাশি এই জয়ের সুবাদে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল নাগলসম্যানের দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ব্যবধান ৫ পয়েন্টের।

এদিন গ্রুপের অন্য ম্যাচে হাঙ্গেরিকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে নেদারল্যান্ডসও। ম্যাচের প্রথমার্ধেই জোড়া পেনাল্টি পেয়ে এগিয়ে যায় অরেঞ্জ আর্মি।। ২১ মিনিটে ওয়াউট ওয়েঘহর্স্ট ও প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে কোডি গাকপো স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে বাকি দুই গোল ডেনজেল ডামফ্রিস ও টিউন কুপমেইনার্সের। এই ম্যাচটি মাঝে মিনিট দশেক বন্ধ ছিল হাঙ্গেরির সহকারী কোচ অ্যাডাম জালাই অসুস্থ হয়ে পড়ায়। মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। পরে হাঙ্গেরি দল জানিয়েছে, স্থিতিশীল রয়েছেন কোচ।

অবসর জল্পনা বাড়ালেন রোনাল্ডো

লিসবন, ১৭ নভেম্বর : মাসতিনেক বাদে ৪০-এ পা দেবেন তিনি। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পায়ের জাদুতে মরচে ধরার কোনও লক্ষণ নেই। বরং শুক্রবার রাতে নেশনস লিগে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিআর সেভেনের বাইসাইকেল কিকের গোলের রেশ এখনও ফুটবল সমাজে ভালোরকম রয়েছে। তবে এরইমধ্যে অবসর জল্পনা বাড়ালেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

পোল্যান্ড ম্যাচে জয়ের পর রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন, পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারে ১ হাজার গোলের বিরল মাইলস্টোন ছোঁয়ার মতো সময় তাঁর হাতে রয়েছে কি না তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন। সোমবার রাতে লুকা মডরিচের ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। সেই ম্যাচের প্রস্তুতির ফাঁকে অবসর প্রসঙ্গে রোনাল্ডো বলেছেন, 'আমি ফুটবল উপভোগ করতে চাই। অবসরের পরিকল্পনা? সেটা এক বা দুই বছরের মধ্যে হতেই পারে। শীঘ্রই ৪০ বছর বয়স হতে চলেছে আমার। আপাতত ফুটবল উপভোগ করছি। যতদিন শরীর সায় দেবে খেলে যাব। যেদিন নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব না, সরে যাব।'

বুটজোড়া তুলে রাখার পর কোচিংয়ে আসার কোনও ভাবনা নেই রোনাল্ডোর। বলেছেন, 'কোচের সিটে বসার পরিকল্পনা নেই। কোনও দলকে কোচিং করানো আমার ভবিষ্যৎ ভাবনার অংশ নয়। ফুটবলের স্বার্থে অন্য কোনওভাবে কাজ করতে চাই। দেখা যাক কী হয়।'

গিলেসপিকে ছাঁটাইয়ের খবর ওড়াল পিসিবি

লাহোর, ১৭ নভেম্বর : পাকিস্তান ক্রিকেটে কোচ নিয়ে সার্কাস অব্যাহত। গ্যারি কার্স্টেনকে সাদা বলের ক্রিকেটে কোচ করা হয়েছিল। যদিও হাস্যকরভাবে কোনও সিরিজে কোচিং করানোর সুযোগ পাওয়ার আগেই প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকাকে ছাঁটাই করে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাঁর জায়গায় জেসন গিলেসপিকে সব ফরম্যাটের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গিলেসপির অধীনে ২২ বছর

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওডিআই সিরিজ জয়ের স্বাদ পায় মহম্মদ রিজওয়ানরা। কিন্তু ক্রিকেট সমাজকে চমকে দিয়ে এবার সাদা বলের কোচের দায়িত্ব থেকে গিলেসপিকেই নাকি ছাঁটতে চলেছে পাক বোর্ড।

রবিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এমনটাই দাবি করেছিল। সূত্রের মতে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা পেসার গিলেসপির বদলে সাদা বলের ক্রিকেটে সম্ভবত পাকিস্তানের দায়িত্ব পেতে চলেছেন প্রাক্তন পাক পেসার আকিব জাভেদ।

সামাজিক মাধ্যমে এহেন খবর ছড়িয়ে পড়তেই আসরে নামে পাক বোর্ড। তাদের ওয়েবসাইটে বলা হয়, 'জেসন গিলেসপিকে ছাঁটাইয়ের খবর পুরোপুরি অসত্য। পূর্ব ঘোষণা মতো গিলেসপিই সব ফরম্যাটে পাকিস্তানের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন।'

আত্মতুষ্টিকেই ভয় সঞ্জয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : গ্রুপ থেকে একটি দলই সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন করবে। তাই গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকলেও জয় ছাড়া কিছুই ভাবতে নারাজ বাংলা ফুটবল দলের কোচ সঞ্জয় সেন।

সোমবার কল্যাণীতে সন্তোষের বাছাই পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ উত্তরপ্রদেশ। প্রথম ম্যাচ বিহারের কাছে হারলেও তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলা থিংকট্যাংক। কোচ সঞ্জয় বলেছেন, 'আমরা প্রথম ম্যাচ জিতেছি। ওরা আমাদের খেলা দেখেছে। ওরা হয়তো সেইমতো রণকৌশল তৈরি করবে। আমাদের সেটা ভেবেই পরিকল্পনা করতে হবে।' একইসঙ্গে প্রথম একাদশেও দুই-একটি পরিবর্তন দেখা যেতে পারে বলে খবর।

এদিকে, প্রথম ম্যাচে চার গোলে জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস জোগাবে বঙ্গ ফুটবলারদের। কোচ সঞ্জয় যদিও সেটাকেই ভয় পাচ্ছেন। বলেছেন, 'বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলে সেটা খারাপ। আগের ম্যাচে কী হয়েছে সেটা ভুলে মাঠে নামতে হবে আমাদের।' কাজেই আত্মতুষ্টিকে তিনি যে ভয় পাচ্ছেন তা কথাতেই বুঝিয়ে দিলেন। পাশাপাশি প্রথম ম্যাচে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছে দল। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে রবিবার সকালে অনুশীলনে সেই জায়গাগুলো শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সঞ্জয়।

অধরা জয়ে ফিরতে মরিয়া ভারত

আজ কম ভুল চান মানোলো

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : মালয়েশিয়া ম্যাচের আগে মানোলো মার্কুয়েজের মুখে ইগর স্টিমাকের প্রশংসা!

কাকতালীয়ভাবে এই স্টিমাকের আমলে পাওয়া ভারতের শেষ জয়ের সদ্য একদিন আগেই বর্ষপূর্তি হল। তারপর থেকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে কোচের মনোমালিন্যের জেরে ক্রমশ পিছিয়েছে ভারত। শেষপর্যন্ত সুনীল ছেত্রীর অবসর ও স্টিমাকের বিদায়ে সেই পর্বের ইতি হলেও এখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য তো বটেই, জয়ও অধরাই থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, পিছোতে পিছোতে ফিফা ক্রমতালিকায় গত সাত বছরে সবথেকে খারাপ জায়গায় ভারত। নতুন কোচ মার্কুয়েজের অধীনে শেষপর্যন্ত মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেই অধরা জয়ের খোঁজ সোমবার ভারতীয় দল পায় কিনা, সেদিকেই এখন তাকিয়ে এদেশের ফুটবল সমর্থকরা। এই গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়ামে শেষ সাফল্য পেয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। তবে সেটা ক্লাব দলের কোচ হিসাবে। আর মজার তথ্য বলছে, হায়দরাবাদ এফসির হয়ে প্রথম আট ম্যাচের মধ্যে তিনি মাত্র দুই ম্যাচ জেতেন। কিন্তু শেষপর্বে ১২ ম্যাচের একটাও না হেরে আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হন। তাই নিজেই এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মিল খোঁজার চেষ্টা করলেন মানোলো, 'আমি যখন এখানে আসি তখনকার পরিস্থিতি একেবারে একরকম ছিল। আমি একজনের পরিবর্ত হিসাবে আসি। আমার মনে হয়, ইগর খুবই ভালো কাজ করেছে। ভারতের মতো দেশে টানা পাঁচ বছর কাজ করা মোটেই সহজ কথা নয়। অবশ্যই চড়াই-উতরাই থাকবেই। কিন্তু আমাদের শুধু নিজেদের কাজে ফোকাস রাখতে হবে।'

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ভারতের পক্ষে সুখবর, সন্দেশ ঝিংগানের ফিট হয়ে দলে ফেরা। কারণ সুনীল ছেত্রীর বিদায়ের পর দলে সত্যিকারের নেতা কেউ ছিলেন না। একইসঙ্গে ডিফেন্সে নিশ্ছিদ্র রাখার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়েছে। মানোলো সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'সন্দেশের পরিবর্ত খোঁজা সবথেকে কঠিন কাজ। ও দলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে। সন্দেশ যেভাবে খেলে তাতে বাকিরাও উদ্বুদ্ধ হয় এবং মাঠে স্বচ্ছন্দবোধ করে।' ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা খানিক কমলেও মানোলোর আসল চ্যালেঞ্জ বোধহয় গোলস্কোরার খুঁজে পাওয়ায়। সুনীলের জায়গায় মনবীর সিংকে স্টিমাক নিজেই চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গতবছর কুয়েতের বিরুদ্ধে ছাড়া জাতীয় দলের হয়ে গত তিন বছরে আর মাত্র দুই গোল মনবীরের। সুখবর, সদ্যই ক্লাব দলের হয়ে খানিকটা ফর্মে ফিরেছেন তিনি। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের উপর অনেকেই বাজি ধরতে চাইছেন। গত মরশুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকলেও মুম্বই সিটি এফসি-র হয়েও আহামরি নন এখনও পর্যন্ত। মানোলো চাইছেন তাঁর দল প্রতিটি বিভাগেই উন্নত হোক। তাই বলেছেন 'ফুটবল হল আক্রমণ, ডিফেন্স, ট্রানজিশন ও সেট পিসের সঠিক মিশেল। যে দল কম ভুল করে ফুটবলে সেই দলই জেতে। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হবে।'

মার্চে এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্বের জন্য ডিসেম্বরে ড্র হওয়ার কথা। ভারতকে পট ওয়ান পেতে হলে এই ম্যাচ জিততেই হবে। আর তার জন্য ফুটবলাররা পরিশ্রম করছেন বলে দাবি কোচের। লাওসকে হারিয়ে এখানে এসে হায়দরাবাদেই ট্রেনিং করছে হায়দরাবাদ। এতেই স্পষ্ট, এই ম্যাচ জিততে তারাও কতটা উদগ্রীব। কোচ পাও মার্তি ভারতীয় দলকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাঁর মন্তব্য, 'এখানে খেলা যথেষ্ট কঠিন হবে। আমি জানি না, শেষ কবে এদেশে এসে আমরা ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছি। অ্যাওয়ে রেকর্ড আরও ভালো করা দরকার।'

শেষপর্যন্ত এই ম্যাচ জিতে ভারত ফিফা ক্রমতালিকায় এগোয়, নাকি কঠিন গ্রুপে পড়ে এশিয়ান কাপে খেলতে হয়, তারই অগ্নিপরীক্ষায় সোমবার নামতে চলেছেন রাহুল ভেকে-লিস্টন কোলাসোরা। নিজামের শহরে ক্লাব দলের ভাগ্য যেভাবে ফিরিয়েছিলেন মানোলো, এবারও সেটাই পারেন কিনা সেদিকেই এখন তাকিয়ে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

ভারত বনাম **মালয়েশিয়া**
আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গাচ্চিবাউলি স্টেডিয়াম, হায়দরাবাদ

মালয়েশিয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে আপুইয়া। হায়দরাবাদে রবিবার।

আগ্রাসী ফুটবল চাইছেন চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : টানা হারে এমনিতেই চাপের আবহ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শিবিরে। তার ওপর চিন্তা বাড়াচ্ছে চোট।

সপ্তাহখানেক ছুটির পর শনিবারই অনুশীলন শুরু করেছে মহমেডান। সাদা-কালো রক্ষণের স্তম্ভ জোসেফ আদজেই চোটের কবলে। কলকাতায় ফিরে সবে রিহ্যাব শুরু করেছেন তিনি। রবিবারও মাঠের একধারে রিহ্যাব সারলেন। হাঁটতে গেলে এখনও অল্প খোঁড়াচ্ছেন। নিজেই বলেছেন, 'আগের থেকে একটু ভালো আছি ঠিকই। তবে ফিট হতে সময় লাগবে। পুরো ফিট হয়েই মাঠে ফিরতে চাই।' সাদা-কালো থিংকট্যাংকের মাথাব্যথা বাড়ছে আরও একজনকে নিয়ে। দলের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার কার্লোস ফ্রাঙ্কা। এমনিতেই ছন্দে নেই। গোল পাচ্ছেন না। এরই মাঝে চোটের কবলে পড়েছেন। রবিবার অনুশীলনও করলেন না। কিছুক্ষণ ফিজিওর সঙ্গে সময় কাটিয়ে জোসেফের সঙ্গে মাঠের ধারেই বসে রইলেন।

এদিকে, শনিবার হেডকোচ আন্দ্রেই চেরনিশভকে ছাড়াই প্রস্তুতি শুরু করেছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। শনিবার রাতে কলকাতায় ফিরে রবিবার সকালেই দল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন রাশিয়ান কোচ। সকালে রাজারহাট সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে পুরো সময়টাই ফিটনেসে নজর দেন তিনি। আর বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে অল্প ফিটনেস ট্রেনিংয়ের পর বাকি সময়টা বল পায় গা ঘামান রেমসাঙ্গা, মিরজালোল কাশিমভ, সিজার মানঝোকিরা। সেখানে প্রতিটা মুহূর্তে ছেলেদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি আরও আগ্রাসী ফুটবল চান। আসলে চেরনিশভও বুঝতে পারছেন তার ওপর চাপ বাড়ছে। এদিকে, রবিবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন প্রভসুখান সিং গিল ও গুরসিমরত সিং গিল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ এদিনও মূলত জোর দেন ফিটনেসের দিকে।

'বলতে পারেন, কোন আম্পায়ারের চোখে ক্রিকেট মাঠের স্টাম্পগুলি এত বড় মনে হত?' এই ছবি পোস্ট করে লিখলেন শচীন তেন্ডুলকার।

নাদালকে গুরুদক্ষিণা দিতে মরিয়া আলকারাজ

মালাগা, ১৭ নভেম্বর : বিদায়ের সুর বাজতে শুরু করে দিয়েছে। ডেভিস কাপের পর টেনিসের আকাশ থকে খসে পড়ছে আরও একটি তারা। পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানাচ্ছেন ২২টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক রাফায়েল নাদাল। তাঁর বিদায়কে স্মরণীয় করে রাখতে বদ্ধপরিকর উত্তরসূরি কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। খেতাব জিতে রাফাকে গুরুদক্ষিণা দিতে চান।

আসন্ন ডেভিস কাপে নাদাল, আলকারাজ দুজনেই স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ২১ বছরের আলকারাজ জানিয়েছেন, এটা তাঁর কাছে বড় পাওনা। বলেছেন, 'এটাই সম্ভাবত আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। ডেভিস কাপ সবসময়ই এমন একটি প্রতিযোগিতা যা আমি জিততে চেয়েছি। স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করতে চেয়েছি। সেখানে রাফার পাশে খেলা আরও স্পেশাল।' একইসঙ্গে যে কোনও মূল্যে এবার ডেভিস কাপ দিতে চান বছর একুশের তরুণ স্প্যানিশ টেনিস খেলোয়াড়। এবার খেতাব জিততে চান বিদায়ি নাদালের জন্য। কার্লোসের কথায়, 'রাফার জন্য যে কোনও উপায়ে জেতার চেষ্টা করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি রাফার বিদায়ের সময়ে পাশে থাকতে পেরে খুব উচ্ছ্বসিত।' ২০০১ সালে পেশাদার টেনিস খেলা শুরু করেন নাদাল। তরুণ নাদাল সেদিন চমক দিয়েছিলেন টেনিস দুনিয়াকে। বিশেষ করে লাল সুরকির কোর্টে তাঁর খেলা অবাক করেছিল। ধীরে ধীরে লাল সুরকির কোর্টের রাজা হয়ে ওঠেন তিনি। এবার তাঁর বিদায়ে টেনিসে একটি যুগের অবসান হবে। একইসঙ্গে যেন ব্যাটন উত্তরসূরি আলকারাজের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ডেভিস কাপকেই বেছেছেন রাফা।

উরুগুয়ের লিগে খেলে নজির বিজয়ের

দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে লাতিন আমেরিকার ক্লাবের হয়ে খেললেন বিজয় ছেত্রী।

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ভারতীয়রা চিরকালই লাতিন আমেরিকান ফুটবলের গুণমুগ্ধ। আর সেই দক্ষিণ আমেরিকাতে খেলেই দেশকে গর্বিত করলেন বিজয় ছেত্রী।

উরুগুয়ের ক্লাব কোলোন এফসি যে ম্যাচে লা লুজ এফসি-র বিপক্ষে ৫-০ জয় পেল, সেই ম্যাচেই অভিষেক হল বিজয়ের। ৫৫ মিনিটে উরুগুয়ের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে নিজের দলের হয়ে মাঠে নামেন তিনি। তাঁর আগে ব্রাজিলের ক্লাব অ্যাটলেটিকো পারানাসের হয়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে রোমিও ফার্নান্ডেজ প্রথম ভারতীয় হিসাবে লাতিন আমেরিকান ফুটবলে খেলেন ২০১৫ সালে। বিজয় দ্বিতীয়। কোলোন এফসি-তে তাঁর সংযুক্তি, মোটেই ছোটখাটো বিষয় নয়। কারণ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের লিগকে বিশ্বের অন্যতম সেরা লিগগুলির মধ্যে ধরা হয়। দিনকয়েক আগে জেমি ম্যাকলারেনের মুখেও ওসব দেশের লিগের জনপ্রিয়তার কথা শোনা গিয়েছিল। ২৩ বছরের এই ডিফেন্ডার পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমে নিজের দলের ডিফেন্সকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দিয়েছেন বলে ওদেশের খবরে প্রকাশ।

মণিপুরের ছেলে বিজয় বিভিন্ন ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলেই উরুগুয়েতে যাওয়ার সুযোগ পান। তাঁর এই সাফল্য ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে যেতে নিশ্চিতভাবেই সাহায্য করবে বলে অনেকেই মনে করছেন। এমনকি তাঁর পথ ধরে আরও অনেক ফুটবলারও বিভিন্ন উন্নত দেশের লিগে খেলার সুযোগ পেতে পারেন বলে অনেকের মত। এর আগে বহু ভারতীয় ফুটবলার এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তো বটেই ইউরোপেরও বিভিন্ন ক্লাবে কখনও না কখনও খেলে এসেছেন। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার কোনও ক্লাব দলে প্রথম মরশুমে গিয়েই খেলার সুযোগ পাওয়া এই প্রথম। আপাতত বিজয়ের লক্ষ্য, বর্তমান ক্লাব দলে নিজের জায়গা পাকা করা। তাঁর এই সাফল্যের খবরে সামাজিক মাধ্যমে এদেশের ফুটবল সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ লেখেন, 'ভারতীয় ফুটবলের জন্য অসাধারণ মুহূর্ত! লাতিন আমেরিকান ফুটবলে এদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ভারতীয় সমর্থকদের স্বপ্নকে সত্যিই করলো বিজয়।'

রোমিও এর আগে ব্রাজিলের দলে খেলেও দ্রুত হারিয়ে যান ভারতীয় ফুটবল থেকে। বিজয় সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি তাঁর লক্ষ্যে স্থির থাকেন তাহলে সেটাই হবে এদেশের ফুটবল সমর্থকদের কাছে বড় উপহার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা তারিকুল ইসলাম মোল্লা - কে 12.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 40J 41867 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা সম্পর্কে আমার স্বল্প পরিমাণ অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতাম আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য। যারা তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চান তাদের জন্য এই টিকিটের মূল্য যথার্থ। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।